ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩০ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীসম্পর্কীয় সদর আদালতে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্যেরদিগকে ডেপুটী রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করণের ক্ষমতাদেওনের বিষয়ি আইন।

হুকুম হইল যে বাঙ্গলার শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুর অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনণ্ট গবরনর্ বাহাদুর কিম্বা ঐ দেশের লেপ্টেনণ্ট গবরনরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কলিকাতা ও এলাহাবাদের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ডেপুটী রেজিষ্টরী অথবা আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী পদে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে ঐ২ আদালতের রেজিষ্টরেরা এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করিতেছেন তাহার কোন কর্ম্ম পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে ঐ২ সদর আদালতের ক্ষমতা হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

সালিসী ও ক্ষতিপূরণ এবং লাভালাভসম্বন্ধীয় সাক্ষিরদের বিষয়ি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইহার পূর্ব্বে সালিসীসম্পর্কীয় যে অনিশ্চিততা ও দোষ ছিল তাহার প্রতিকার এবং কোন২ মোকদ্দমায় রীতিপ্রযুক্ত ক্ষতিহওয়া ব্যক্তিরদের যে অপ্রচুর ক্ষতিপূরণ হইত তাহার প্রতিকার এবং যে মোকদ্দমাতে সাক্ষিরদের সাক্ষ্য দিতে হইত সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে তাহারদের লাভালাভ থাকনপ্রযুক্ত তাহারদের আইনানুসারে সাক্ষ্য দেওনের অযোগ্যতাহেতুক যথার্থ বিচারের যে ব্যাঘাত হইত তাহার প্রতিকার হইবার নিমিত্তে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের ৪২ অধ্যায়ের ৩ এবং ৪ আইনের যে কএক বিধি হইয়াছে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যেতে চলন করা উচিত বোধ হইল।

পূর্ব্বে যত সাক্ষী লাভালাভ থাকনের হেতুতে অগ্রাহ্য হইত তদপেক্ষা কম অগ্রাহ্য হয় এনিমিত্তে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে যদ্যপি কোন সাক্ষির বিষয়ে এই আপত্তি হয় যে যে মোকদ্দমাতে তাহার জোবানবন্দীলওনের প্রস্তাব হয় সেই মোকদ্দমায় জুরির কি আদালতের করা ডিক্রী তাহার আনুকূল্যে বা প্রাতিকূল্যে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে এই নিমিত্তে সে ব্যক্তি সাক্ষ্যদেওনের অযোগ্য তথাপি ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হইবেক কিন্তু তাহা হইলে যে ব্যক্তির পক্ষে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই মোকদ্দমায় জুরির বা আদালতের যে ডিক্রী হয় তাহা সাক্ষির আনুকূল্যে বা তাহার সম্পর্কে দাওয়াকারি কোন ব্যক্তির আনুকূল্যে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। এবং যাহার পক্ষে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জুরির বা আদালতের করা ডিক্রী হইলে তাহা ঐ সাক্ষির বিরুদ্ধে অথবা তাহার সম্পর্কে দাওয়াকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমায় কোন বিষয়ের বিবেচনা হইলে বা ক্ষতিপূরণের কোন তদারক হইলে ঐ আদা

লত ট্রোবর অথবা ট্রেসপাস ডি বোনিস আস্পোর্টাটিস নামক সমস্ত মোকদ্দমায় দ্রব্যের অধিকার বা আক্রমণকরণের সময়ে তাহার যে মূল্য ছিল তাহার অতিরিক্ত সুদের মত ক্ষতিপূরণের হুকুম দিতে পারেন্ এবং এ আইন জারীহওনের পর আসুরেন্সের পলসী অর্থাৎ বিমার স্বীকারপত্র অথবা মোকদ্দমার দ্বারা যে টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত সুদের মত ক্ষতিপূরণের হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে এইক্ষণে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে এবং উত্তর কালে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহাতে আদালতের হুকুমানুসারে অথবা জজ সাহেবের হুকুমক্রমে কি অর্পণকরণের হুকুমেতে অথবা যে অর্পণস্বীকারেতে এইমত বন্দোবস্ত থাকে যে ঐ স্বীকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের হুকুমের তুল্য হইবেক ঐ অর্পণের স্বীকারেতে যে সালিস অথবা সালিসের বিষয়ি আমীন নিযুক্ত হয় তাহার ক্ষমতা ও শক্তির অর্পণকরণসম্পর্কীয় ব্যক্তির দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ হুকুম বা বিধান যে আদালতের দ্বারা হইয়া থাকে অথবা স্বীকারপত্রে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট থাকে এমত আদালতের অনুমতিতে কিম্বা কোন জজ সাহেবের অনুমতিতে অন্যথা হইতে পারে এবং ঐ সালিস অথবা সালিসবিষয়ক আমীন উক্ত মত ক্ষমতা রদ হইলেও সালিসীর নিষ্পত্তি করিবেক ও নিষ্পত্তিকরণের হুকুম এই আইনক্রমে তাহার প্রতি হইল এবং ঐ ক্ষমতা রদকরনিয়া ব্যক্তি যদ্যপি তাহার পরে সালিসীর সময়ে উপস্থিত না হয় তথাপি সালিস সেই বিষয় রফা করিয়া দিবেক। এবং ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সময়ে২ ঐ সালিসের রফানামাদেওনের মিয়াদ বৃদ্ধি করেন্ ইতি।

৪ ধারা

আরো হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার হুকুম বা বিধান ক্রমে কিম্বা উক্ত প্রকার বন্দোবস্ত যে সালিসী স্বীকারপত্রে লেখা থাকে এমত স্বীকারপত্রের দ্বারা যখন কোন বিষয় সালিসের প্রতি অর্পণ হয় তখন ঐ হুকুম বা বিধিকারি আদালত অথবা ঐ বন্দোবস্তে নির্দ্দিষ্টথাকা আদালত কি কোন জজ সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে হাজিরকরণের নিমিত্তে হুকুম বা বিধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিতে হুকুম করেন্ কি ঐ হুকুম বা বিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দলিলদস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দেন্। এবং ঐ হুকুম বা বিধি জারীকরণের অতিরিক্ত যদ্যপি যাহার সম্মুখে হাজির হইতে হয় নিদানে এমত সালিসের কোন এক জনের অথবা সালিসী আমীনের দস্তখৎকরা তৎক্রমে হাজিরহওনের সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্টকারি হুকুমনামা পূর্ব্বোক্ত হুকুম বা বিধান জারীকরণের সঙ্গে বা পরে জারী হয় তবে সেই হুকুম বা বিধির অন্যথা করিলে আদালতের অবজ্ঞাকরণের ন্যায় গণ্য হইবেক। কিন্তু যে২

ব্যক্তির প্রতি এইরূপে হাজিরহওনের হুকুম হয় তাহারা অন্য কোন মোকদ্দমায় হাজির হইলে যেমত হইত সেইমত তাহারা রাহাখরচ ও নিজব্যয় এবং ক্ষতি পুরণের ব্যয় পাইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু ঐপ্রকার বিধি বা হুকুমের নিমিত্তে যখন কোন জজ সাহেবের নিকটে বা আদালতে দরখাস্ত করা যায় তখন সেই সময়ে যেখানে সাক্ষী বাস করে তাহা দরখাস্তে লিখিতে হইবেক অথবা ঐ আদালত বা জজ সাহেবকে হৃদ্বোধরূপে জানাইতে হইবেক যে ঐ ব্যক্তিকে নিতান্ত পাওয়া যায় না এবং আরো হুকুম হইল যে ঐ ব্যক্তিকে মোকদ্দমার সময়ে যে কাগজপত্র বা দলিলদস্তাবেজ দাখিল করিতে হয় তাহাব্যতিরিক্ত হুকুম বা বিধিক্রমে অন্য কোন কাগজপত্র বা দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক না এবং সেই ব্যক্তিকে একাদিক্রমে দুই দিনের অধিক হাজির করাইতে হইবেক না ঐ দিন সেই হুকুমনামাতে নিরূপিত থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যখন সালিসহওনের বিষয়ি কোন হুকুম বা বিধিতে সালিসের বিষয়ি স্বীকারপত্রেতে এমত স্বীকার অথবা হুকুম হয় যে সালিসসম্পর্কীয় সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক তখন ঐ সালিস বা সালিসী আমীন বা তাহার কোন এক জন সালিসের ক্ষমতা হইল যে ঐ সাক্ষিরদিগকে তাহারা শপথ করায় অথবা আইনমতে যেখানে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃত লওনের হুকুম আছে সেখানে সুকৃতপত্র লেখাইয়া লয় এবং এই আইনের দ্বারা তাহার বা তাহারদের প্রতি এই মত করণের হুকুম হইল। এবং যদ্যপি শপথ বা সুকৃতকারিব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এবং দুষ্টতাকরিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তবে ঐ ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধে অপরাধী জ্ঞান হইয়া তদনুসারে তাহার নামে নালিশ ও তাহার শাস্তি হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা কলিকাতায় চলন হইবেক এবং জারীহওনের ৩০ ত্রিশ দিনের পরে তাহা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে চলন হইবেক এবং জারীহওনের ৬০ ষাটি দিনের পরে তাহা পিনাঙ্গইত্যাদির বসতিতে চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

যাত্রির কোন২ কর রহিতকরণের এবং শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক প্রয়াগ ও গয়া ও শ্রীজগন্নাথে গমনকারি যাত্রিরদের স্থানে কর বা রসুম লওয়া রহিতকরণ ত্রবং শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কেবল কোন উচিত হিন্দু তত্ত্বাবধারকের জিম্মায় রাখণ এবং ক্ষতিহওয়া কোন ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে কোন অত্যাচার বা অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্তে স্থাপিত আদালতে ঐ তত্ত্বাবধারককে সম্পূর্ণরূপে দায়িকরা উচিত বোধ হইল।

এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩১ ধারার যে ভাগে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিরদের স্থানে পূর্ব্ববৎ কর আদায়করণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রহিত হইল।

এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারার যে ভাগে গয়া ও অন্যং তীর্থে যাত্রিরদের স্থানে পূর্ব্ববৎ কর আদায়করণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এবং

১৮০৬ সালের ৪ আইন।
১৮০৬ সালের ৫ অইন।
১৮০৮ সালের ৬ আইনের ৯ ধারা।
১৮০৯ সালের ৪ আইন।
১৮১০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা।
১৮১০ সালের ১১ আইন।
এবং ১৮১০ সালের ১৮ আইন

রদ হইল।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম এবং

তাহার আন্তরিক নিয়ম এবং তাহার কার্য্যের পারিপাট্য ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের নিযুক্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার খোর্দ্দার রাজা যিনি হন্ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অর্পিত থাকিবেক। কিন্তু ঐ রাজা এবং উক্ত মন্দিরের সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা মন্দিরের লিখিত বিধান ও অনুষ্ঠানানুসারে অথবা প্রাচীন ও স্থাপিত ব্যবহারানুসারে যেপর্য্যন্ত ঐ বিধান ব্যবহারইত্যাদি এই আইনের হুকুমের সহিত সঙ্গত হয় সেইপর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত মন্দিরে ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তে যে গমন করে এমত কোন ব্যক্তি সেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দান করে তদ্ব্যতিরেকে তাহার স্থানে ঐ খোর্দ্দার রাজা স্বয়ং কিছু লইবেন না অথবা উক্ত মন্দিরসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে কিছু লইতে দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ঐ রাজা এবং উক্ত মন্দিরসম্পর্কীয় সমস্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভৃত্য যদ্যপি স্বং কার্য্য নির্ব্বাহকরণের সময়ে কোন বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করে অথবা আপনারদের পদোপলক্ষে কোন অপকর্ম্ম করে বা এই আইনেরদ্বারা হুকুম হইয়াছে এই ছল করিয়া যাত্রিরদের অথবা অন্য কাহার স্থানে বলপূর্ব্বক কিছু লয় অথবা বেআইনীরূপে কিছু অত্যাচার করে তবে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ রাজা প্রভৃতির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে নালিশ বা মোকদ্দমা করিতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যেং কয়েদী ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর স্থানে প্রেরিত হয় তাহারদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক যেং কয়েদী ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর স্থানে প্রেরিত হয় তাহারদের আইনসিদ্ধমতে রক্ষণাবেক্ষণ হওনের বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং ঐ কয়েদীরদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছে তাহা মতান্তরকরা উচিত বোধ হইল।

একারণ এই ধারাক্রমে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে অপরাধী দ্বীপান্তর যে স্থানে প্রেরণ হইবেক তথায় তাহাকে লইবার নিমিত্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিবেন তাঁহার বা তাঁহারদের হস্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি অর্পিত হইলে তাহার দ্বীপান্তর থাকনের সমস্ত মিয়াদ পর্য্যন্ত তাহাকে খাটাইবার অধিকার ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদেরি থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি কোন স্থানের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব অথবা ঐ স্থানের এক বা ততোধিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই নিমিত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন্ যে দ্বীপান্তরে প্রেরণের শাস্তিপাওয়া কয়েদীরা তাঁহাদের হাতে সোপর্দ্দ হইবেক এবং ঐ কয়েদীরদের খাটাওনের অধিকার পূর্ব্বোক্ত মতে তাঁহারদের থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে ঐমত কোন গবরনর্ বা কার্য্যকারক বা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ হুকুম রীতিমতে জারী করিতে এই ধারাক্রমে হুকুম

হইতেছে। আরো ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে কয়েদীরদের সম্প্রদায়করণ এবং তাহার দের কয়েদকরণ ও তাহারদের সহিত ব্যবহারকরণ ও শাসনকরণ বিষয়ের এবং তাহারা কুব্যবহার এবং বিরুদ্ধাচরণ করিলে এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহারদের খাটাই বার অধিকার যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদের চাকরীতে থাকনসময়ে ত্রুটি বা আজ্ঞা লঙ্ঘনের কার্য্য করিলে আবশ্যকমতে তাহারদের লঘু শাস্তি দেওন বিষয়ের নিয়ম করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর কোন স্থানে প্রেরণ হইয়া দ্বীপান্তর থাকনের মিয়াদ অতীত হয় নাহি তাহারা এই আইনের লিখিত সমস্ত বিধির অধীন থাকিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে দ্বীপান্তর প্রেরণহওয়া অপরাধির দের বিষয়ে এই আইনের বিধানানুসারে অথবা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা অনুমতিক্রমে যাহা করা গিয়াথাকে তাহার বিষয়ে কোন আদালতে কোন নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে যে আপীল দাখিল হয় তাহার কার্য্য শুধরণের আইন।

ইহারদ্বারা হুকুম হইতেছে যে মান্যা স্ত্রীরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্র হীনরূপে যে ব্যক্তি আপীলকরণের ইচ্ছা করে ঐ আদালতের বিবেচনানুসারে তাহার উপর খাটিতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জমীদারীর নীলামের খরীদারের দায়ের বিষয়ি বিধান নির্দ্দিষ্ট করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে নীলাম হইলে প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামের ডাক যত কম হয় তাহা পুর্ণ করিয়া দিতে প্রথম নীলামের খরীদারের উপর বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে যে দায় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দায় ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে কি না এবিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে

এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ঐ ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত যে দায় নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইয়াছিল তাহা উক্ত ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে কোন প্রকারে মতান্তর কি রদ হয় নাহি এবং শেষোক্ত আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ দায় বলবৎ ও প্রবল থাকিবেক ইতি

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৯ অকটোবর তারিখে নীচের লিখিতমত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনঘটিত যেং মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারীহওনের তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া ঐ আইন জারীহওনের সময়ে মুলতবী ছিল সেইং মোকদ্দমার বিষয়ি আইন।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারীহওনের সময়ে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনঘটিত যেং মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত বা আপীল হইয়া মুলতবী ছিল সেইং মোকদ্দমার বিচার করণবিষয়ে ঐ ১৮৪০ সালের ৪ আইন অর্শিবেক না এবং ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ প্রকার সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে এবং বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে যেং ভিক্ষুক অপকারক এবং ঘৃণাজনক দর্শন ও কার্য্যের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লয় তাহারদের দণ্ডকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে এবং বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে যে ভিক্ষুকেরা অপকারক ও ঘৃণাজনক দর্শন ও কার্য্যের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লইবার উদ্যোগ করে তাহারদের দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে কিম্বা বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে যে ব্যক্তিরা কোন শারীরিক রোগ বা বৈলক্ষণ্য দর্শাওনের দ্বারা অথবা কোন অপকারক বা লজ্জাকর কার্য্যের দ্বারা অথবা আপনারদের শরীরের উপর আঘাতকরণের দ্বারা কি আঘাতকরণের ভয় দেখাওনের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লইতে চেষ্টা করে তাহারদের অপরাধ কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে তাহারা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ দ্বিতীয়বার করণের দোষী যাহারা হয় তাহারদের দোষ জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে প্রমাণ হইলে প্রথম অপরাধে যে মিয়াদ হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণের অনধিক মিয়াদে তাহারা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং তাহার পরে যতবার ঐ অপরাধ প্রমাণ হয় ততবার সেই মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অপরাধে যে ব্যক্তিরা দোষী হয় তাহারদিগকে কোন আমলা গ্রেপ্তার করিতে উদ্যোগ করিলে যদি তাহারা বলপূর্ব্বক নিবারণ করে তবে তাহারদের ঐ অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে

প্রমাণ হইলে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে গেজেটে প্রকাশিত এস্তেহার দ্বারা এই আইনের নির্দ্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন শহরে কিম্বা জিলায় এই আইনের বিধি চলন করিতে পারেন্।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মফঃসলের কার্য্যকারকেরদের করা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারীকরণের নিমিত্তে আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বাসকারি ব্যক্তির দিগকে মফঃসলের কার্য্যকারকেরদের সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির করাইতে দুঃসাধ্য হওয়াতে এবং ঐ এলাকার মধ্যে থাকা ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর ঐ কার্য্যকারকের দের হুকুম জারী হইতে না পারাতে যথার্থ বিচারের ব্যাঘাতপ্রযুক্ত অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে এবং ঐ এলাকার মধ্যে বাসকারি ব্যক্তিরা মফঃসল আদালতের যে মোকদ্দমাতে আসামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোকদ্দমাতেও তাহারদের অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহির দেশের কোন আদালত বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেরণকরা রিট বা ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কি অন্য হুকুম নীচের লিখিতব্য রীতিমতে ঐ সীমার মধ্যে জারী হইতে পারে অর্থাৎ ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম যে আদালত অথবা জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা সহী অথবা প্রেরণ করেন্ তাঁহার দস্তখতের দ্বারা সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজী ভাষার তরজমাসমেত তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের কোন জজ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের প্রকার বুঝিয়া তাহা সরিফ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ রূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া প্রত্যেক রিট কি ওয়ারণ্ট বা অন্য হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে কোন সরিফ সাহেবকে দেওয়াগেলে ঐ সরিফ সাহেব তাহা পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রাখিবেন। এবং তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে এবং টুকিয়া রাখা তারিখে তাঁহার

হস্তে পঁহুছিলে তিনি যেমত জারী করিতেন সেইমত ঐ রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম জারী করিবেন। এবং ঐ সরিফ সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম এবং এই আইনক্রমের কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণবিষয়ে এমত কোন ইতরবিশেষ করিবেন না যে একটা প্রথম অপর একটা পরে জারী করেন। কিন্তু প্রত্যেক রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টের হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে পৃষ্ঠে জজ সাহেব কর্ত্তৃক দস্তখৎকরা হউক তাহা পরস্পর জারীকরণের রীতি এবং ক্রমের বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের বিষয়ে যে নিয়ম এক্ষণে নির্দ্ধারিত আছে সেই নিয়ম চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহির হওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের কার্য্যের বিষয়ে যেরূপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে ঐ সরিফ সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে সেই রূপে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে যেমত ব্যবহার হইতেছে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া সমস্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে সেইমত ব্যবহার হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এই আইনক্রমে পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম যে সমস্ত ব্যক্তি না মানে অথবা তাহা জারীকরণের ব্যাঘাত জন্মায় তাহারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শাস্তির যোগ্য হইবেক। কিন্তু সাক্ষিরদের হাজিরকরাওনের হুকুম হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহিরহওয়া সফীনার খরচা এবং অন্য২ বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে যদ্যপি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা কোন সরিফ

সাহেবের দ্বারা কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার বা আটক হয় তবে ঐ সরিফ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের কর্ত্তব্য যে জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে ঐমত হুকুম লিখিলে ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ প্রেরণকারি কার্য্যকারক যে ব্যক্তির উপর জারীকরণের ভার দিয়াছেন অথচ যে ব্যক্তির নাম তাহার পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে তাঁহার হাতে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং সেই নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের কোন স্থানে কয়েদী ব্যক্তিকে পাঠান ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে যদ্যপি তাহা বেদাঁড়া বোধ হয় তবে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তিনি তাহা প্রেরণকারি কার্য্যকারকের নিকটে শুধরণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

৭ ধারা।

এবং কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার বা আটককরণের নিমিত্তে যে রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে এই আইনানুসারে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তদ্বিষয়ে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তিনি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা জামিন লইতে হুকুম করিতে পারেন্। ঐ জামিনের টাকা এবং তাহার সংখ্যা পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক। এবং সেইনিমিত্তে জজ সাহেব যে কাগজপত্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা তলব করিতে পারেন্ এবং যে বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং যেহেতুক মফঃসলের কার্য্যকারকেরা যে অপরাধিদিগকে কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত কয়েদের হুকুম দেন্ সেই অপরাধিদিগকে জেলখানার শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মের অধীনে রাখা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক তাহা সর্ব্ব গতিকে কেবল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যস্থিত জেলখানায় সুগমে হইতে পারে অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেব এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের নিমিত্তে মোকদ্দমার প্রকার বুঝিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেলখানা ও হরিণবাটী লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন্। এবং এই আইনক্রমে যাহারা সেখানে কয়েদ হয় তাহারা সেই জেলখানার শাসনের নিয়মের অধীন থাকিবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের

মধ্যের কোন আদালত বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেং কয়েদের হুকুম দেন্ সেইং কয়েদের বা তাহার কতক অংশের হুকুম পূর্ব্বোক্ত জেলখানা বা হরিণবাটীতে জারী হইতে পারিবেক কিন্তু কয়েদের পরওয়ানা অথবা কয়েদের আজ্ঞাদেওনের অন্য কোন হুকুমনামার নকলের পৃষ্ঠে পুর্ব্বোক্তমতে জজ সাহেবের দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং কয়েদের উপযুক্ত হুকুম পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্য্যের নিমিত্ত টাক্স অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সংশোধনের বিষয়।

১ ধারা।

যেহেতুক কলিকাতা শহরের মধ্যে বাটী ও এমারৎ এবং ভূমির উপর নিরূপিত কর যে কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবেক তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্টকরা এবং ঐ করের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের নিমিত্তে যত টাকার আবশ্যক তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সমস্ত বাটী এবং এমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্য অর্থাৎ ভাড়ার উপর শতকরা ৫ টাকার হিসাবে করলওনের যে ব্যবহার এই পর্য্যন্ত চলিত আছে তাহা এই নিমিত্তে রহিতকরা উচিত বোধ হইল যে ঐ কর যেং কার্য্যে ব্যয় হইয়া আসিতেছে সেইং কার্য্যের নিমিত্তে ঐ শতকরার কর প্রচুর নহে এবং যেহেতুক উত্তরকালে ঐ কর যে কার্য্যেতে ব্যয় হইবেক সেই কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে এবং বাজে খরচ সকল এবং দৈবায়ত্ত করের কমী বা নোকসান হইলে তাহা পোষাইবার নিমিত্তে যে টাকার আবশ্যক হয় কেবল তাহার হিসাব করিয়া সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য অর্থাৎ ভাড়ার উপর তিনং মাসীয় করের হার নিরূপণকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক নগরীয় কার্য্যের নিমিত্তে শহরের নানা পল্লীতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহার সরবরাহকরণের ভার করদায়ি ব্যক্তিরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এবং তন্নিমিত্তে উপযুক্ত নিয়ম করণে স্বীকৃত হইলে ঐ টাকা উসুল ও সরবরাহ করণের ভার নানা পল্লীর মধ্যে করদায়ি ব্যক্তির প্রতি অর্পণকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের যেং বিধান এই আইনের বিরুদ্ধ নহে সেই সমস্ত বিধান বলবৎ রাখিয়া কলিকাতা শহরের কর নিরূপণকরণের বিষয়ে ঐ ৩৩ আইনের বিধি ঐ কর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে উসুলকরণের নিমিত্তে মতান্তরকরা উচিত বোধ হইল।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে তৃতীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরের নিমিত্তে যে করলওনের হুকুম আছে তাহা কেবল নীচের লিখিতব্য কার্য্যে অর্থাৎ উক্ত শহরের রাস্তা ও গলিতে আলোদেওন ও তাহাতে জল দেওন এবং ঐ রাস্তা ও গলি এবং নরদমা পরিষ্কারকরণ ও মেরামৎকরণ ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের ক্ষমতানুসারে যে কর ও টাক্স লওয়া যায় তাহা শেষোক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উপযুক্তমতে নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে এবং বাজেখরচের নিমিত্তে ও যে কোন প্রকার করের কমী বা নোকসান হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে প্রচুর হইবেক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতিবিনা সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক কোন কর বসান যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

করদায়ি ব্যক্তিরা আপন২ পল্লীর মধ্যে ঐ করের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ ও তাহা উসুলকরণ এবং সরবরাহকরণে প্রবৃত্ত হন্ এই নিমিত্তে আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য পল্লীতে অথবা অন্য যে কোন পল্লীতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাতে কর নিরূপণ ও তাহা উসুলকরণ ও সরবরাহকরণের ভার যতকাল কলিকাতাস্থ জুষ্টিস সাহেবেরদের অধীনে থাকে ততকাল তাঁহারা আপনারদের তিনমাসীয় সেশনে শহরের ঐ পল্লীতে তাহার পূর্ব্বে তিন২ মাসে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও তাহা উসুল করণে যত খরচ লাগিয়াছে ও যত টাকা কমী পড়িয়াছে তাহার বিবরণ তিন২ মাসান্তর প্রকাশ করিবেন। সেই পল্লী এই২। প্রথম অর্থাৎ উপরের উত্তর পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজারের রাস্তা ও মীরবহরের ঘাটপর্য্যন্ত কটেন ষ্ট্রিট।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
দ্বিতীয় অর্থাৎ নিম্নস্থ উত্তর পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।
উত্তর। মাছুআ বাজারের রাস্তা ও মীরবহরের ঘাটপর্য্যন্ত কটেন ষ্ট্রিট।
দক্ষিণ। বৈঠকখানা ও বহুবাজারের রাস্তা ও পোলীস ঘাটপর্য্যন্ত হের ষ্ট্রিট।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
তৃতীয় অর্থাৎ উপরের দক্ষিণ পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।
উত্তর। বৈঠকখানা ও বহুবাজারের রাস্তা ও পোলীস ঘাটপর্য্যন্ত হের ষ্ট্রিট।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলার রাস্তা ও চাঁদ পালের ঘাটপর্য্যন্ত এস্‌পলানেড রো।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
চতুর্থ অর্থাৎ নিম্নের দক্ষিণ পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

উত্তর। ধর্ম্মতলার রাস্তা ও চাঁদ পালের ঘাটপর্য্যন্ত এস্‌পলানেড্ রো।

দক্ষিণ। খিদিরপুরের পুলপর্য্যন্ত বাহির রাস্তা এবং গঙ্গাপর্য্যন্ত টালীর নালা তাহার অন্তর্গত কিল্লা ও কুলীবাজার থাকিবেক।

পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।

পশ্চিম। গঙ্গা নদী।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ পল্লীর মধ্যে কোন এক পল্লীর করদারি ব্যক্তির সংখ্যা দৃষ্টে ও করের মোট দৃষ্টে তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি ঐ পল্লীর কর নিরূপণ ও উসুল ও সরবরাহকরণের ভার অথবা উক্ত কোন এক কর্ম্মের ভার আপনারদের উপর লওনের বিষয়ে যদি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন্ তবে ঐ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার বিষয়ের হুকুম দিতে পারেন কিন্তু উক্ত যেং কার্য্যের ভার এক্ষণকার কার্য্যকারকেরদের হস্ত হইতে ঐ করদায়ি ব্যক্তিরা লইতে চেষ্টা করেন্ সেই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও উপযুক্তমতে নির্ব্বাহকরণের এক মুসা বিদা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তির দাখিল করিতে হইবেক এবং তাহাতে ঐ শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেবের সম্পূর্ণ সম্মতি লইতে হইবেক। এবং এমত কোন নিয়ম হইলে কোন বিশেষ পল্লীতে যত খরচ হইতেছে কেবল তত টাকা সেই বিশেষ পল্লীর মধ্যে আদায় করিতে হইবেক এমত বোধ করা যাইবেক না কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব স্থানবিশেষের নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া যত কর লইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে নিরূপণ ও উসুলকরণের নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে কর নিরূপণের কার্য্যে এবং এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে কর উসুলকরণ কার্য্যে এবং কর নিরূপণ ও উসুলকরণের পদ এক জনকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে ব্যক্তিরা কর নিরূপণ ও উসুল ও সরবরাহ করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারদের নিমিত্তে এই আইনের কার্য্য উচিতমত নির্ব্বাহকরণের বিষয়ের বিধি নিরূপণ করিতে ও তাঁহারদের স্থানে জামিন লইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন কর নিরূপণ করণ

সময়ে অথবা জিনিস ক্রোককরণের ওয়ারণ্ট বাহির হওনসময়ে বাটী কি এমারৎ কিম্বা ভূমির মালিক বা বাসকারি ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক থাকিবেক না কিন্তু যে প্রত্যেক সম্পত্তির উপর কর বসান যায় তাহা যদি চিনা যাইতে পারে তবে তাহাতেই হইবেক। এবং কোন রাস্তার মধ্যে যদি বাটীর উপর নম্বর থাকে তবে রাস্তার নাম ও বাটীর নম্বর বিশেষরূপে লেখা থাকিলে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন সম্পত্তির কর নিরূপণ হইলে যদি তাহার মালিক ঐ কর দেওনে ত্রুটি করে তবে (পশ্চাৎ লিখিতব্য স্থানে লুকান জিনিস ব্যতিরেকে) তাহার সমস্ত জিনিস ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে এবং। কর নিরূপণ হওয়া বাটীর মধ্যে যে সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোককরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বৎসরের করের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এবং যদি এই গতিকে কোন ভাড়াটিয়া বা রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে তিনি ঐ করের টাকা তাঁহার তৎপরে দেয় ভাড়াহইতে বাদ দিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সম্পত্তি ক্রোকহওনের যোগ্য তাহা যখন কোন লোকের অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কাইত আছে এমত সন্দেহ হয় তখন ওয়ারণ্টজারীকরণের ভার যে কার্য্যকারকের প্রতি হইল তিনি ওয়ারণ্ট দেও নিয়া জুষ্টিস সাহেবের নিকটে বিশেষ এক রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ জুষ্টিস তাহা পাইলে এই প্রকার গতিকে সম্পত্তি ক্রোককরণের নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে যে বিধানুসারে কার্য্য হয় সেই বিধির অনুসারে সাধ্যমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengulee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতমত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে আবকারী মহালের উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক এক্ষণকার কর্ত্তৃত্বের নিয়মের দ্বারা আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের যেরূপ রক্ষা হইতেছে তদপেক্ষা উত্তমরূপে তাহা রক্ষাকরণের নিয়ম করণের অভিপ্রায়ে কোন২ জিলার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম ও অধীনতায় এক জন বিশেষ কমিস্যনর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক এইরূপ কর্ত্তৃত্বের নিয়ম বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজ ধানীর অধীন দেশে বিস্তার ও উত্তম করণের নিমিত্তে আইনের দ্বারা হুকুম দেওনের আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত গবরনর্ কিম্বা লেপ্টেনেণ্ট গবরনরের দ্বারা আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের কর্ত্তৃত্বকরণের নিমিত্তে এক বা ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত হন্ তখন যে জিলা সময়ে২ ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় সেই জিলার মধ্যে আবকারী মহালের রাজস্বের সকল ব্যাপারের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আইন ও আক্টের দ্বারা ভূমির রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের যে পরাক্রম ও ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পিত আছে সেই পরাক্রম ও ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বানুসারে ঐ কমিস্যনর বা কমিস্যনরেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরকে বা কমিস্যনরদিগকে যে জিলা ধার্য্য করিয়া দেওয়া যায় সেই জিলার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত গবরনর্ কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ৩১ ধারার বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত প্রকার ব্যক্তি ব্যতিরেকে কোন উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ঐ আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব যে সীমানা উচিত

বোধ করেন্ সেই সীমানার মধ্যে ঐ কমিস্যনর সাহেবের হুকুমের অধীনে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের জিম্মায় রাখিতে পারেন্ এবং ঐ রাজস্বের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে ব্যক্তিরা এইরূপে নিযুক্ত হন্ এই রাজস্বের বিষয়ে কালেকটর সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা তাঁহারদের হইবেক কেবল আবকারীবিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যে ব্যক্তিকে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের ভার ও কর্ত্তৃত্ব দেওয়া যায় তাঁহার অধীন এক বা ততোধিক জিলার আবকারীর রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদের যে ক্ষমতা হয় তাহার অতিরিক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তাঁহাকে আবকারী বিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনকরণের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন্। কিন্তু ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের এইমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি এই আইনের ১৭ ধারানুসারে দ্বিতীয়বার অপরাধ করে এইমত ব্যক্তিব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির ২০০ টাকার অধিক জরীমানার হুকুম দিবেন না সেই জরীমানার পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড যদি হইতে পারে বা না পারে তবু ততোধিক জরীমানা করিবেন না অথবা তিন মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আবকারীবিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে কার্য্যকারক ক্ষমতাপন্ন হন্ বা বিশেষরূপে নিযুক্ত হন্ তিনি এক পরওয়ানাতে কোন অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হওনের বিবরণ এবং যে অপরাধ প্রমাণ হইল এবং যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিলে সেই পরওয়ানা তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা উসুল করণের ও তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে হুকুমহওয়া জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করণের ক্ষমতাস্বরূপ হইল। কিন্তু ঐ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল করিলে অথবা তিনি আপনি চাহিলে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিতে এবং মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারেন্ এবং তাহার বিষয়ের করা হুকুম মতান্তর বা অন্যথা করিতে পারেন্। এবং পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা তাহারদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন বোর্ডের সাহেবেরদের সেইরূপ শক্তি থাকিবেক এবং যখন তাহারা উচিত বোধ করেন্ তখন সেই শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পেয়াদার জমাদারের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ আব কারী মহালে নিযুক্ত যে কোন কার্য্যকারক এমত সংবাদ পান্ যে কোন ব্যক্তি অনু মতিভিন্ন গাঁজাধরা শরাব বা শরাব প্রস্তুত করিতেছে কিম্বা অন্য কোন মাদক সামগ্রী তৈয়ার করিতেছে অথবা কোন ব্যক্তির বাটীর মধ্যে এত গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী আছে যে ঐপ্রকার সামগ্রীর গোপনে এবং অনুমতি বিনা ব্যবসায় করণের সন্দেহ সেই ব্যক্তির উপর হইতে পারে তখন ঐ কার্য্যকারক ঐ গোয়েন্দার জোবানবন্দী লিখিয়া লইবেন এবং সেইরূপ লিখিয়া লইতে তাঁহাকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতা এবং হুকুম দেওয়া গেল। এবং এইরূপে যে সংবাদ দেওয়া যায় তাহা যদি এইমত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় যে তাহাতে নীচের লিখিতব্য কার্য্যকরা উচিত বোধ হয় তবে গোয়েন্দা আপনার জোবানবন্দীর নির্দ্দিষ্ট বিনানুমতির দ্রব্য যে বাটীর মধ্যে থাকন বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিল সেই বাটীর মধ্যে ঐ কার্য্যকারক প্রবেস করিতে এবং তালাশী লইতে পারেন্ এবং শরাব ও অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুত করণের সকল বিনানুমতির ভাটী ও সরঞ্জাম এবং সকল গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কিম্বা অন্য কোন মাদক সামগ্রী ধরিতে পারেন্ এবং ঐ বাটীর মালিক বা নিবাসি ব্যক্তিকে এবং ঐ ব্যাপারের লিপ্ত যত ব্যক্তিকে ঐ বাটীতে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারায় যে বিষয়ের হুকুম হইয়াছে তাহাব্যতিরেকে বিনানুমতির ভাটী বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী কি তাহা প্রস্তুতকরণের সরঞ্জাম ধরিতে যে কার্য্যকারককে উপযুক্ত মত ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি আইনমতে কাহাকে গ্রেফ্তার করিতে গেলে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধমকাওনের বা বলের দ্বারা নিবারণ করে অথবা অপরাধি ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইলে বেআইনী উপায়েতে তাহাকে খালাসকরায় অথবা উপযুক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারককে পূর্ব্বোক্ত বিনানুমতির কোন দ্রব্যের অনুসন্ধান বা ধরণ সময়ে বাধা জন্মায় অথবা সেই দ্রব্য ধরা গেলে পর তাহা উদ্ধার করে কি যাহার স্থানে ঐ বিনানুমতির দ্রব্য পাওয়া যায় সেই ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐ কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ কোন হুকুম জারীকরণে বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একেং এবং সকলেই মাজিষ্ট্রেট সাহে বের সমক্ষে দোষ সাব্যস্ত হওনের পর ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অন ধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক কিন্তু তাহার বা তাহারদের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত যদ্যপি কোন দাঙ্গা বা শান্তিভঙ্গ হয় তবে উপযুক্ত আদালতে তাহারদের ঐ দোষ

সাব্যস্ত হইলে হুকুমের প্রতিবন্ধকতাকরণবিষয়ে উপরে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার অতিরিক্ত দাঙ্গা ও শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমায় সামান্য আইনেতে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৬ প্রকরণ মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন বাটীতে বিনানুমতির এক বা ততোধিক ভাটী বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী অথবা শরাব এবং মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে তৈয়ারী সামগ্রী থাকন বিষয়ে যদ্যপি কোন ব্যক্তি খামখা এবং দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ দেয় এবং তাহাতে ঐ বাটীর তালাশী করা ইয়া তাহার মালিকের বা অন্য কোন প্রকার ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের ক্ষতি ও বৈরক্তি জন্মায় তবে সেই মিথ্যাবাদি গোয়েন্দা সামান্য আইনানুসারে যে অন্য শাস্তি বা ক্ষতি পূরণের যোগ্য হইত তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ এবং ৫০০) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা যোগ্য হই বেক এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে আরো ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৫ ধারানুসারে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারক যখন আবকারীর রাজস্ব রক্ষাকরণের আইন উল্লঙ্ঘনের নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন্ অথবা কোন ভাটী কিম্বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য মাদক সামগ্রী ধরেন্ অথবা ঐরূপ বিনানুমতির দ্রব্য অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কোন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন্ তখন ঐ ব্যাপার হও নের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাঁহার অধীনে কার্য্য করেন্ তাঁহার নিকটে ঐ গ্রেপ্তার অথবা ধরণের অথবা অনুসন্ধানের সবিশেষ সম্পূর্ণ সংবাদ দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক অথবা বিনানুমতির ভাটী কিম্বা শরাব অথবা অন্য কোন মাদক সামগ্রী অথবা শরাব কিম্বা মাদক সামগ্রী প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে তৈয়ারহওয়া সরঞ্জাম ধরিতে অন্য মহা লের যে কার্য্যকারক উপযুক্তমত ক্ষমতাপন্ন আছেন তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন্ তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ মহালের যে কার্য্যকারকের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা আছে তাঁহার নি কটে লইয়া যান্ এবং এইরূপে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তি যাবৎ তাহার মোকদ্দমা

আইনের নির্দ্ধারিত প্রকারে বিচার না হয় তাবৎ মুক্ত হইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন কার্য্যকারক কাহাকে গ্রেপ্তার করিলে বা ধরিলে কি অনুসন্ধান করিলে পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমুদয় বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করে অথবা গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে যত শাঘ্র হইতে পারে তত শাঘ্র লইয়া যাইতে বিলম্ব করে অথবা গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সে কর্ম্মহইতে তগীর হওনের ও ২০০ ৲ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের এবং তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে আরো তিন মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং যে কোন কার্য্যকারক আবকারীর আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন্ তিনি এইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক অনুমতিপত্রপাওয়া কোন আবকার যে দোকানে বা বাটীতে গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতেছে সেই দোকান বা বাটীতে কি রাত্রি কি দিন কোন সময়েতে প্রবেশ করিয়া সেইখানে আবকারীর আইনের বিপরীতে অথবা অনুমতিপত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপার হইতেছে কি না ইহার তদারক করিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যদি আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারকের এমত দোষ সাব্যস্ত হয় যে বিনানুমতির ভাটী বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী কিম্বা তাহা প্রস্তুতকরণের সরঞ্জামের বিষয় অনুসন্ধানকরণের বা ধরিবার ছলে কোন ব্যক্তির জিনিসপত্র ক্লেশদায়করূপে এবং অনাবশ্যকে ধরিয়াছে অথবা ক্লেশদায়করূপে এবং অনাবশ্যকে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে অথবা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহকরণার্থ অনাবশ্যক অন্য কোন অত্যাচার করিয়াছে তবে সেই কার্য্যকারক কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ ও ২০০ ৲ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে আরো ছয় মাস মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনে বা অন্য কোন আইনে "আবকারী মহালে নিযুক্ত কার্য্যকারক" এই কথার ব্যবহার হয় তখন জিলার আবকারী মহালের কর্ত্তৃত্বকারি ব্যক্তির স্থানে যে কার্য্যকারকেরা বেতন পায় অথবা তাঁহারদের দ্বারা যে কার্য্যকারক নিযুক্ত হয় অথবা যে কার্য্যকারককে আবকারীর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব বিশেষ হুকুম ও নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ রাজস্বসম্পর্কে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন সেই কার্য্যকারক বুঝায় এইমত অর্থ জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক ব্যক্তি গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুতকরণার্থ পাট্টা অর্থাৎ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি ঐ অনুমতিপত্রের নির্দ্দিষ্ট দোকান বা বাটীতে ঐ অনুমতিপত্র রাখিবেক এবং আবকারীর যে কোন কার্য্যকারক ঐ অনুমতিপত্র দেখিতে চাহিলে তাহা তাহাকে দেখাইবেক এবং অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন শরাবইত্যাদি প্রস্তুতকারক অথবা বিক্রয়কর্ত্তা যদ্যপি কোন আবকারীর কার্য্যকারক অনুমতিপত্র চাহিলে দেখাইতে স্বীকার না করে অথবা দেখাইতে না পারে তবে সে ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে আরো তিন মাস মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আফীনভিন্ন গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী বিনানুমতিরূপে আপনারদের নিকটে রাখণ অথবা প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয়করণের অপরাধে যাহারা দোষীকৃত হয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর তাহারদের স্থানে যত জরীমানা উসুল হয় এবং জব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক যে কার্য্যকারক বা কার্য্যকারকেরা অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া ছিল অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ধরিয়াছিল তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অপর অর্দ্ধেক ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদ্যপি কিছু জরিমানা উসুল না হয় তবে কমিস্যনর সাহেব পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের দ্বারা প্রত্যেক গতিকে ২০০৲ টাকার অনধিক যে উপযুক্ত ইনাম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা দেওনের পরামর্শ দিতে পারেন্ কিন্তু ঐ মহালের যে২ প্রকার কার্য্যকারক ঐ ইনাম পাইবেন এবং যে২ প্রকার কার্য্যকারক তাহার কোন অংশের অধিকারী হইবেন

না তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারক বিনানুমতির গাঁজাধরা শরাব অথবা শরাব প্রস্তুত বা বিক্রয়ের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা যদি অনুমতিপাওয়া প্রস্তুতকারক বা বিক্রয়কর্ত্তা আপনার দের অনুমতিপত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে যে অপরাধি ব্যক্তির ঐ বেআইনী কর্ম্মে কার্য্যকারক জানিয়াশুনিয়া এইরূপ চুপ করিয়া থাকিলে ঐ অপরাধির যে দণ্ড হইত ঐ কার্য্যকারক সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আবকারীর রাজস্ব রক্ষাকরণের আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধ কোন ব্যক্তির সাব্যস্ত হইলে পর যদ্যপি সে দ্বিতীয়বার সেইরূপ অপরাধ করে তবে ঐ অপরাধে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং দ্বিতীয়বারের পর তাহার যতবার সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড করা যায় তাহার অতিরিক্ত সেইরূপে ছয়২ মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং এই ধারার বিধানানুসারে যে কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন্ তাঁহার পরওয়ানার দ্বারা জজ সাহেব অথবা দেওয়ানী জেলখানার রক্ষক অন্য কোন সাহেব পরওয়ানার লিখিত ব্যক্তিকে ঐ পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা মিয়াদে ঐ জেলখানায় কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে এ আইন জারী করেন্।

সরকারী রাজস্ব উসুলের সুগমকরণার্থ এবং পটীদারী জমীদারীতে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যেরূপ স্বত্ব অর্পণ হয় তাহা নির্ণয়করণের আইন।

হেতুবাদ।

১ ধারা।

চলিত আইনের দ্বারা সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়করণের নিমিত্তে কেবল বন্দোবস্তকারি লম্বরদারকে কয়েদকরণের ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অথচ তিনি পটীদারেরদের সঙ্গে কেবল নালিশের দ্বারা অথবা ক্রোক করণের দ্বারা ব্যবহার করিতে পারেন্ কিন্তু এই প্রকার অংশাংশির বিশেষ ভাব বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে চলিত বিধি এক দিগে পটীদারেরদের স্বত্ব রক্ষাকরণে অপ্রচুর অপর দিগে সরকারের পাওনা মিয়াদের মধ্যে উসুলকরণার্থ অপ্রচুর। এবং আইনে আরো এই দোষ আছে যে পটীদারী জমীদারীসম্পর্কীয় বাকীদার পটীদারদিগের পটী বিক্রয় বা হস্তান্তরকরণ বিষয়ে উপযুক্তমত স্পষ্টরূপে ক্ষমতা দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ প্রকার জমীদারীর নীলামের দ্বারা যে সত্ব অর্পণকরণের অভিপ্রায় আছে তাহাও স্পষ্টরূপে নির্ণয় হয় নাহি ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের মধ্যে পটীদারী জমীদারীর অর্থ এই বোধ করিতে হইবেক যে যে জমীদারীতে দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র অংশ বা পটী আছে অথবা যে জমীদারীর এমত অধিকারী আছেন যে তাহাতে তাঁহারদের স্বতন্ত্র স্বত্ব আছে এবং তাঁহারা একেবারে সরকারে মালগুজারী দাখিল করেন্ অথচ সরকারী মালগুজারীদেওনার্থ সরকারের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারদের নাম বিশেষ২ লেখা নাহি। যে ভূম্যধিকারির আপন নামে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাঁহার নাম লম্বরদার এবং যে ভূম্যধিকারির আপনার নামে বন্দোবস্ত হয় নাহি তাঁহার নাম পটীদার ইতি।

৩ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে সমস্ত পটীদারের পাট্টাইত্যাদি ও স্বত্ব ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের দ্বারা মতান্তরহওয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের অনুসারে করা বন্দোবস্তে বিশেষ ধার্য্য হইয়াছে সেই পটীদার একাকী আপনার পটীর ভোগদখল করিলে বা অন্যেরদের সহিত তাহা সাধারণরূপে ভোগদখল করিলে তাঁহারদের প্রতি নীচের লিখিত প্রকার কয়েদইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে।

১। লম্বরদারেরদের বিষয়ি চলিত বিধিতে যেমত হুকুম আছে সেইমতে এবং সেই সীমানুসারে দস্তক পাঠান্।

২। লম্বরদারেরদের প্রতি এক্ষণে যেরূপ ব্যবহারের হুকুম আছে সেইরূপ পটী দারেরদের গ্রেপ্তারকরণ ও আটক করিয়া রাখন ও কয়েদকরণ ও তাঁহারদের অস্থা বর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ।

৩। বাকী না পড়া অন্য কোন পটীর অংশিরদিগকে বাকী পড়া পটী মৌরুসীরূপে অর্পণকরণ।

৪। বাকীপড়া পটীসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা রদকরণ এবং বাকী না পড়া অন্য কোন পটীর অংশিরদিগকে অথবা তাহার অসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে পনর বৎসরের অনধিক মিয়াদে পটীর ইজারাদেওন।

৫। বাকীপড়া পটী নীলামের দ্বারা বিক্রয় করণ। তাহা হইলে অবশিষ্ট পটীর যে অংশিরদের স্থানে কিছু মালগুজারী বাকী নাহি তাঁহারা ঐ নীলামে ডাকিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন পটী নীলামের দ্বারা বিক্রয় হইলে যদি অসম্প র্কীয় কোন ব্যক্তির নামে লাটের ঘা পড়ে তবে ঐ অংশির যে কোন পটীদারের কিম্বা অন্য যে কোন অংশিরস্থানে মালগুজারীর কিছু বাকী নাহি তিনি শেষ ডাকের মূল্যে ঐ পটী লইবার দাওয়া করিতে পারেন্ কিন্তু এমত স্থলে কর্ত্তব্য যে অন্যের পূর্ব্বে এইমত ক্রয়করণের দাওয়া নীলামের দিবসে এবং কালেক্টর সাহেব কাছারী হইতে উঠিয়া না যাওনের পূর্ব্বে করেন্ এবং দাওয়াদার নীলামের অন্যং সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট অথবা রাজস্বের কর্ত্তৃত্বকারি অন্য কার্য্য কারকেরা যে সীমা ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা আজ্ঞা দিতে উচিত বোধ করেন্ সেই সীমা ও হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ঐ কার্য্যকারক সাহেব উপরের উক্ত উপায় আমলে আনিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয়করণার্থ এস্তেলা দেওনের বিষয়ে ও যে ক্ষমতা পাওনের আবশ্যক এবং যেরূপে নীলাম নির্ব্বাহ হইবেক তাহার বিষয়ে সময়ক্রমে যেং বিধি আইনে নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে ঐ পটী নীলাম হইবেক। এবং পটীর নিলাম রীতিমত মঞ্জুর হইলে তাহাতে খরীদারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবেক কেবল যে রাইয়তেরদের ঐ ভূমিতে মৌরুসীরূপে দখলকরণের স্বত্ব শেষ বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহারদের দেয় খাজানার হার ঐ বন্দোবস্তের সময়ে নির্দ্ধারিত হইয়া লিখিয়া রাখা গিয়াছিল সেই রাইয়তেরদের স্বত্বসকল বজায় থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন পটী ইজারা বা কিছু কালের নিমিত্ত অন্যকে অর্পণ হইলে ঐ পটী যাহাকে অর্পিত হয় তিনি যে খাজানা চাহেন্ তাহা তাঁহাকে দিতে এক একরারনামা না লিখিয়া দিলে ঐ পটীর কোন অংশির ঐ অর্পণের মিয়াদের মধ্যে তাহার কোন ভূমিতে কৃষিকগণের অধিকার থাকিবেক না অথবা ঐ পটী সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় হইলে ক্রেতা যে খাজানা চাহেন্ তাহা দিবার একরারনামা না লিখিয়া দিলে ঐ পটীর কোন অংশির নীলামের পর যে বৈশাখ মাস হয় তদবধি তাহার কোন ভূমি ধার্য্য বা কৃষি করিবার অধিকার থাকিবেক না। কিন্তু যদ্যপি ঐ খাজানার হার উভয়ের মধ্যে আপোসের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব কমিস্যনর সাহেব ও সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ অবধি ১০ ধারাপর্য্যন্তের নির্দ্ধারিত প্রকারে নিকটবর্ত্তি পঞ্চাইতের দ্বারা ঐ হার নির্দ্ধার্য্য করাইতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক পটীর যে রাজস্ব দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার বিষয়ে যে রাজস্ব বাকী আছে তাহার বেওরার এক জমা ওয়াসীল বাকী এবং সবিশেষ খতিওনী তহসীলদার প্রস্তুত ও সহী ও মোহর করিলে এবং কানুনগো ও পাটওয়ারীর দ্বারা দস্তখৎ হইলে তাহা ঐ পটীর রাজস্ব বাকী পড়নের সম্পূর্ণ প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক এবং ঐ কাগজপত্র নিয়ত কালেক্টর সাহেবের রোয়দাদের নথীতে গাঁথা থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি পটী খরীদ করেন্ বা

যাঁহাকে পটী অর্পণ হয় তাঁহাকে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমকরা রীতিমতে দখল দেওয়াইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জুমলা জমার নিমিত্তে পটীদার সমূহ এবং সমস্ত জমীদারী দাবীকরিতে এবং গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উচিত বোধ হইলে ঐ সমস্ত জমীদারী অন্যকে অর্পণ বা বিক্রয়করণ বিষয়ের চলিত আইন জারী করিতে সরকারের যে অক্ষয় অধিকার আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না এবং ১৮২২ সালের ১১ আইন মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সেই রূপ হইলে অংশাংশির প্রত্যেক অংশির সমুদয় স্বত্বাধিকার লোপ ও জব্দ হইবেক এবং এই আইনের ৭ ধারার বিধি অংশাংশির প্রত্যেক অংশির বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে জিলার চলিত পাট্টাইত্যাদির বিবেচনা করিয়া এই আইন যে জিলাতে বিস্তারকরা উচিত বোধ করেন্ সেই জিলাতে যদ্যপিও ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে তথাপি এই আইনের বিধি বিস্তার করিতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম প্রকাশ হইলে তাহা বিস্তারকরণের প্রচুর ক্ষমতা স্বরূপ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩১ মে তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম পুর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার করণের এবং কোনং গতিকে ঐ নিয়ম শুধরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের বিচারের বিষয়ি নিয়ম সকল রাজধানীতে একি প্রকার করণের অভিপ্রায়ে তাহা মতান্তর করা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক কোনং রাজধানীতে ইহার পুর্ব্বে যে নিয়ম চলিত ছিল তাহা সংশোধন করণের আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম বিষয়ি সকল আইন ও আইনের ভাগ মতান্তর হইয়া রাজদ্রোহ বা রাজপ্রতিকূলাচরণ বা রাজ্যের বিরুদ্ধ অন্য কোন অপরাধ বিষয়ক নালিশের সামান্য আদালতে বিচার হইতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজদ্রোহ কিম্বা রাজ্যের প্রতিকূলাচরণ অথবা রাজ্যের বিরুদ্ধ কোন অপরাধের বিচারকরণের নিমিত্ত কোন রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট এক বা ততোধিক জজ লইয়া এবং যে পণ্ডিত মৌলবীইত্যাদির আবশ্যক হয় তাঁহারদিগকে লইয়া কিম্বা উচিত বোধ হইলে তাহারদের বিনা এক কমিস্যন নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনানুসারে যে আদালত নিযুক্ত হয় তাহার সম্মুখে আনীত আসামীরদের যেরূপে সামান্য আদালতে বিচার হইত সেইরূপে এই আদালতে তাহারদের বিচার হইবেক এবং সামান্য আদালতের যে ক্ষমতা ও শক্তি আছে সেই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি এই আদালতের হইবেক কেবল তাঁহারদের

ফয়সলা আসামীকে নির্দোষকরণের হউক বা দণ্ডকরণের হউক তাহা প্রত্যেক গতিকে জারীহওনের পূর্ব্বে তাহার কবকারীসমেত ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজ দারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালতে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক। এবং যে স্থানে তাঁহারা বৈঠক করিবেন ও যে ব্যক্তিদের বিচার করিবেন তাহার বিষয়ে এবং অন্যং যে সকল বিষয়ে নানা রাজধানীর আইনের মধ্যে কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের মধ্যে কোন হুকুম নাই সেই বিষয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের স্থানহইতে অথবা রাজধানীর কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালতহইতে তাঁহারা যে বিশেষ হুকুম পাইবেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে অপরাধিদিগের বিচারকরণার্থে যে আদালত নিযুক্ত হয় তাহার কোন এক জন জজ অথবা পণ্ডিত মৌলবীইত্যাদি মরিলে অথবা পীড়া বা কারণান্তরে অনুপস্থিত হইলে ঐ জজ বা জজ সাহেবেরদের বা মৌলবী ও পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ হইলে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট যেপর্য্যন্ত সেইরূপে নিযুক্ত না করেন্ সেইপর্য্যন্ত অবশিষ্ট জজ বা জজ সাহেবেরা অথবা মৌলবী পণ্ডিতইত্যাদি আদালত করিতে এবং মোকদ্দমা কি মোকদ্দমা সকলের বিচার করিতে পারেন্। অথবা যদি কোন নূতন ব্যক্তি নিযুক্ত না হন্ তবে ঐ এক বা ততোধিক জজ অথবা এক বা ততোধিক পণ্ডিত বা মৌলবীর মরণ কি অনুপস্থিতহওয়াতে ঐ আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজ দারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালত এই আইনক্রমে তাঁহারদিগকে অর্পিত কোন মোকদ্দমা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারদিগেরে অর্পিত অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে যে বিধি চলন আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কেবল এই বিশেষ হইবেক যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা আপনারদের ফয়সলার তৎকালীন রাজধানীর রাজকার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণ মেণ্টের নিকটে রিপোর্ট করিবেন এবং তাঁহারদের ফয়সলা জারীকরণের পূর্ব্বে তিন মাসপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুমের অপেক্ষা করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিষয়ে কোন জিলা বা শহরে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হইলে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলা বা শহর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী তাহার গবর্ণমেণ্টের নিকটে তৎক্ষণাৎ

সংবাদ দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত আসামীরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অথবা তাহারদের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কিম্বা সাধারণ আদালতের কি এই আইনের নির্দ্ধারিত বিশেষ আদালতের সমক্ষে বিচারহওনার্থে সোপর্দ্দ করণবিষয়ে তাঁহারা শ্রং গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে হুকুম প্রাপ্ত হন্ তাহাতে অগৌণে অতিসাবধানরূপে মনোযোগ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতের এলাকা এই আইনের দ্বারা মতান্তর বা ব্যাঘাত করা গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৯ জুন তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে রম ও রম শরাব আমদানী নিবারণকরণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন কোন রম বা রম শরাব অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকারের জাত চিনি কি রম আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের উৎপন্ন কোন রম বা রম শরাব যদি কেহ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন ভাগে জলপথে আনে অথবা আনিতে উদ্যোগ করে অথবা স্থলপথে আমদানী করে তবে ঐ রম অথবা রম শরাব হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন কার্য্যকারক চোরা জিনিস আটক ও ক্রোক করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ তাঁহার দ্বারা ক্রোক হইবেক এবং ঐ প্রকার জিনিস জব্দ করণের যে আইন চলন আছে তদনুসারে তাহা জব্দ হইবেক। কিন্তু যে জিলার মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ প্রকার রম অথবা রম শরাব আমদানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন যদ্যপি এই মত জিলাতে ঐ রম অথবা রম শরাব আমদানী হয় অথবা তাহা আমদানীকরণের উদ্যোগ হয় তবে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক না। এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজ্যের কোন জিলাতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এক হুকুমের দ্বারা ঐ রম বা রম শরাব আমদানী করিতে অনুমতি দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের উৎপন্ন রম বা রম শরাবের মালিক অথবা ঐ মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন গোমাশ্তা ঐ রাজ্যের কোন জিলার ভূমির রাজস্বের অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের স্থানে অথবা সর্টিফিকট দেওনার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার স্থানে যদি ঐ রম

শরাব কোথাকার উৎপন্ন এমত এক সর্টিফিকট পাইতে চাহেন তবে ঐ মালিক অথবা গোমাশ্‌তা যে কার্য্যকারকের স্থানে ঐ প্রকার সর্টিফিকট লইতে চাহেন্ তাঁহার সমক্ষে এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে এক এজহার লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং ঐ রম অথবা রম শরাব যে ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছে কহা যায় সেই ভাটীতে সরকারের তরফে নিযুক্ত আমলা উক্ত A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে ঐ এজহারের শেষে এইমত এক সর্টিফিকট লিখিবেন যে ঐ এজহার নিতান্ত সত্য ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এক হুকুমের দ্বারা যে জিলার মধ্যে ভিন্নাধিকার জাত চিনি অথবা রম কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের যে স্থানে আইন মতে ভিন্নাধিকার জাত চিনি বা রম আমদানি হইতে পারে সেই স্থানের জাত চিনি অথবা রম আমদানী করিতে হুকুম দিয়াছেন তাহা যদি এইমত এক জিলা হয় তবে যে কার্য্যকারকের সমক্ষে উক্ত এজহার করা যায় তিনি এজহারকারক ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে আপন দস্তখৎ ও মোহর করা এক সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের কোন স্থানহইতে যে কোন ব্যক্তি ঐ রম অথবা রম শরাব ইঙ্গলণ্ড দেশের কোন ভাগে জাহাজের দ্বারা পাঠাইতে কল্প করেন্ তিনি ঐ স্থানের হাসিলের কালক্টর সাহেবের নিকটে অথবা নানা রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট হাসিলের কালেক্টর সাহেবের এওজে সেই বিষয়ে কার্য্য করিতে অন্য যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার নিকটে উপরের লিখিত মতে সর্টিফিকট দিতে পারেন্ এবং যে কার্য্যকারকের নিকটে তিনি ঐ সর্টিফিকট দাখিল করেন্ তাঁহার সম্মুখে এই আইনের শেষের লিখিত C চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে এক এজহার লিখিবেন ও তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার সর্টিফিকট যে কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল হয় এবং শেষোক্ত শরওয়ামতে এজহার করা যায় ও তাহাতে দস্তখৎ হয় তিনি যদ্যপি ঐ এজহার প্রবঞ্চক ও মিথ্যা জ্ঞান না করেন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ শেষোক্ত এজহার করিয়াছেন তাঁহাকে এই আইনের শেষের লিখিত D চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে এক সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রম ও রম শরাব এই আইনানুসারে রফ্তানী করণের কল্প আছে তাহা যদি বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা আবকারীর উৎপন্নরাজস্বের কর্ত্তৃত্বকারি অন্য কার্য্যকারকের পাট্টা ক্রমে আইনমত বিলায়তি ডৌলের ভাটীর উৎপন্ন রম শরাব না হয় তবে তাহার মালিক অথবা ঐ মালিকের উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমাশ্তা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন সর্টিফিকট পাইতে পারিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে অনুমতিহওয়া ভাটীতে যে রম ও রম শরাব এই আইনমতে ইঙ্গলণ্ড দেশে রফ্তহওনের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাহা নির্ভাঁজ প্রস্তুত করিতে হইবেক এবং ইক্ষু অথবা খাজুরে গুড় ছাড়া তাহার মধ্যে চাউল কি শস্য কি অন্য কোন দ্রব্য বা দ্রব্য সকলেতে জাত শরাবের মিশাল থাকিবেক না এবং যে স্থানে শরাব উৎপন্ন হয় তাহার A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে সর্টিফিকটের দর খাস্ত করণসময়ে ইহা স্পষ্ট জ্ঞাপন ও প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে রফ্তানীহওনের নিমিত্ত যে কোন রম অথবা রম শরাব কোন হাসিলের দফ্তরে আনা যায় তাহা যদি উক্ত নিষেধের বিরুদ্ধে ভাঁজ ও মিশাল দেখা যায় তবে ঐ শরাব এবং তাহার পীপা কিম্বা যে জিনিসে তাহা থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবেক এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তির দের এজহারক্রমে ঐ রম বা রম শরাব এই আইনানুসারে রফ্তহওনের অনুমতি পাইবার নিমিত্ত নির্ভাঁজ অথবা অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হওনের বিষয়ে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের প্রতি এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐ এজহার যে সত্য ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহারদের প্রতি পশ্চাৎ লিখিত মতে মিথ্যা ও প্রবঞ্চক এজহার দেওনবিষয়েতে ব্যবহার হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের হুকুমানুসারে এজহার করণসময়ে যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কিছু মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে তাহার মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে আদালতে বিচার হইতে পারিত সেই আদালতে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধির ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি অন্যকে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করায় সে মিথ্যা সরকারী যে কোন কার্য্যকারক ঐ এজহার মিথ্যা জানিয়া তাহার সত্যতার বিষয়ে দস্তখৎ করেন্ তিনি মিথ্যা এজহারকারকের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ইতি।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

A চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক প্রতিজ্ঞা করিয়া এজহার করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত রম অথবা রম শরাব অমুক জিলার অমুক নামক অনুমতিহওয়া ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ রম অথবা রম শরাব ইক্ষু বা খাজুরের গুড়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং চাউল বা শস্য বা অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুত করা শরবাব তাহার মধ্যে কোন প্রকারে মিশাল নাহি।

অমুকের দস্তখত।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

* আমি অমুক অমুক ভাটীতে সরকারের তরফে সরকারী কার্য্যকারক জ্ঞাত করিতেছি যে উক্ত এজহার সত্য ও যথার্থ।

অমুকের দস্তখত

অমুক ভাটীতে নিযুক্ত সরকারী আমলা

উক্ত এজহারের সম্পর্কীয় জিনিসের তালিক।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর এবং নাম	পীপার চিহ্ন

অমুকের দস্তখত

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ

কালেক্টর সাহেবের নম্বর

কালেক্টর সাহেবের তারিখ সন মাস দিন।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ

কালেক্টর সাহেবের মোহর

* সরকারের তরফের আমলা ঐ এজহারে সহী করেন এ নিমিত্ত রম শরাব ভাটী হইতে তুলিয়া আনিবার পূর্ব্বে ঐ এজহার করিতে হইবেক।

B চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক জিলার ভুমির রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত কার্য্যকারক অমুক আইনের বিধানানুসারে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা এই সর্টিফিকট দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত এজহারের নির্দ্দিষ্ট যে শপথকরাওনের অপরাধের তুল্য দণ্ড পাইবেক। এবং রম অথবা রম শরাব এই দফ্তরের মোহরে মোহর হইল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক নম্বরে নম্বর করা গেল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে তারিখ দেওয়া গেল এবং অমুক নামক অনুমতি হওয়া ভাটীর কর্ত্তা অথবা মালিক অমুক ব্যক্তির দ্বারা দস্তখৎ হইল তাহা অমুক জিলার উৎপন্ন দ্রব্য এবং কথিত হইয়াছে যে তাহাতে ইক্ষু অথবা খাজুরের গুড় বিনা আর কোন দ্রব্যেতে প্রস্তুতকরা শরাব মিশাল নাহি এবং উক্ত অমুক জিলাতে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের জাত চিনি ও রম শরাব আমদানী করা নিষেধ আছে।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

মোহরের স্থান

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

C চিহ্নিত তফসীল

আমি অমুক নীচের লিখিত রম ও রম শরাব জাহাজে রফ্তানীকারী যথাজ্ঞান ও যথা প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে নিচে যে সকল রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা এক্ষণে আমার দ্বারা দাখিল হওয়া সর্টিফিকটে যে রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা।

অমুকের দস্তখৎ

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুকের দস্তখৎ

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

D চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক অমুক বন্দরের হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্য কারক আপনার দস্তখৎ ও মোহরক্রমে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত রম অথবা রম শরাব জাহাজে রফ্তানীকারী অমুক আমার নিকটে এক সর্টিফিকট দাখিল করিয়াছে ঐ সর্টিফিকটে ফোর্ট উলিয়েম অথবা আগরার রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের অমুক জিলার রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কর্ম্ম করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্যকারকের দস্তখৎ ও মোহর আছে। এবং উক্ত সর্টিফিকটে এমত লেখা আছে যে উক্ত রম অথবা রম শরাব উক্ত জিলাতে নিতান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইক্ষু বা খাজুরের গুড় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুতকরা শরাব তাহাতে মিশাল নাহি এবং ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থান জাত চিনি ও শরাব আমদানী করিতে নিষেধ আছে।

মোহরের স্থান হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুক হাসিলের কালেক্টরের দস্তখৎ।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৪ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার এবং উত্তম রীতি স্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনবিষয়ক কোন রাজধানীর সমস্ত আইন এবং আইনের ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দেশের কোন আদালত এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ ঐ আদালতে উপস্থিত সকল দেওয়ানী কার্য্যে ঐ কার্য্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে ঐ আদালতের কোন কার্য্যকারকের অথবা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সমক্ষে ঐ কার্য্য যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষি দিগের জোবানবন্দী লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত কোন অধীন আদালতের প্রতি কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা আদালতের এলাকার বাহিরে কোন স্থানে বা স্থানসকলে লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারন্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত অন্য কোন আদালতে কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং সেই হুকুম অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুম বা হুকুমসকলের দ্বারা যে আদালতে ঐ বিষয় উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে কিম্বা বাহিরে ঐ জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্। এবং যে আদালতে এইরূপ কোন কমিস্যন প্রেরণ হয় সেই আদালত যে সকল গতিকে সাক্ষিরা আদালতে হাজির হইতে পারে এবং নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে হাজির হইতে ক্ষমা পায় নাই সেই সকল গতিকে ঐ জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে লইবেন। কিন্তু আদালতের এলাকার বাহিরে সাক্ষির জোবানবন্দীর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতে যে কমিস্যন প্রেরণ হয় তাহা বিশেষং গতিকে কমিস্যনপ্রেরক আদালতের উচিত বোধ হইলে কোন আদালতের নামে না হইয়া

অন্য কাহারু নামে প্রেরণ হইতে পারে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালত যে কোন কমিস্যন পাঠান্ অথবা যে হুকুম দেন্ তাহা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হয় তবে তাহা পশ্চাৎ লিখিত মতে পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে যখন এই আইনের ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া যায় তখন ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সেই বিষয়ে প্রথম যে হুকুম দেন্ তাহার দ্বারা অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুমের দ্বারা ঐ হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐমত কোন ব্যক্তিকে আপনার নিজ বাস স্থানে অথবা আবশ্যক বা ভদ্র হইলে অন্য কোন স্থানে হাজির হইতে এবং যে সকল দলীল ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহা আনিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যদি কেহ ঐমত হুকুম জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করে তবে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং অন্যং গতিকে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার বা ক্রটি করিলে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সেই দণ্ড হইবেক। কিন্তু আদালতে হাজির হইলে খরচ ও সময় ক্ষতির বিষয়ে টাকা দেওয়া এক্ষণে যেং গতিকে নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারা সেইং গতিকে খরচ ও সময় ক্ষতির টাকা পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে প্রেরণকরা কোন হুকুম অথবা কমিস্যনের দ্বারা যে প্রত্যেক আদালত বা ব্যক্তিকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহারা ঐ জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লইতে পারেন্ অথবা যে স্থলে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে প্রতিজ্ঞা লওয়া যাইতে পারে অথবা লইবার হুকুম আছে সেই স্থলে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং সেইরূপে জোবানবন্দী লইতে ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া এবং দুষ্টামী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয় সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওনের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে কোন হুকুম অথবা কমিস্যন পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা প্রেরণকারি

আদালত অথবা জজ সাহেবের ইহা নিশ্চয় করিয়া জানান উচিত যে ঐ এলাকার মধ্যে না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা পিড়া বা আইনসিদ্ধ অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত নিরূপিত সময়ে হাজির হইতে পারিবেক না ইহা বিশ্বাসকরণের উপযুক্ত কারণ আছে। এবং ঐরূপ কমিস্যন দেওনের পূর্ব্বে কমিস্যনদেও নিয়া আদালত ঐ কমিস্যনক্রমে যে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হয় তাহার এক্ষণকার বাস স্থানের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিস্যনদেও নিয়া আদালতের তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালত সাক্ষির নিবাসের অতিনিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং তুল্য শ্রেণী অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর যে আদালতের দ্বারা অক্লেশে ঐ হুকুম জারী হইতে পারে এইমত আদালতের নামে সামান্যতঃ ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। কিন্তু তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালতের দ্বারা অক্লেশে কর্ম্ম হইতে পারে এই বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ হয় তবে যে জিলায় ঐ কমিস্যন জারী করিতে হয় তাহার মধ্যে যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার নামে তাহা দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে হয় নিজ আদালতে ঐ কমিস্যনের কার্য্য করিবেন অথবা তাঁহার জিলার মধ্যে কোন অধীন আদালতকে তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্ তাহা হইলে ঐ কমিস্যন প্রথমত ঐ অধীন আদালতের নামে হইলে যেরূপ এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত প্রমাণ না হয় যে জোবানবন্দীদায়ক ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে অথবা রোগ কি দৌবল্যপ্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত হাজির হইতে পারে না অথবা কারসাজীবিনা আদালতের মোকামহইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দুরে আছে অথবা নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতে স্বয়ং হাজীর হইতে ক্ষমা পাইয়াছে অথবা যদ্যপি আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া ক্ষমা না করেন্ অথবা সেইরূপ জোবানবন্দী লওনের কারণ জোবানবন্দী পাঠ করণের সময়ে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলেও যদ্যপি আদালত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিতে হুকুম না দেন্ তবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহার অনুমতি বিনা তাহা সাক্ষস্বরূপ পাঠ করা যাইবেক না। এবং সাক্ষিকে হাজির করা গেলে এবং সে আপনার সাক্ষ্য দিলে আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার জোবানবন্দী পাঠ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যে সকল জোবানবন্দী এই আইনক্রমে লওয়া যায় তাহা নিয়মিতমতে সহী হইলে দস্তখতের বিষয়ের প্রমাণ না লইয়াও তাহা আদালতের বিবেচনাক্রমে পাঠ করা যাইতে পারে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত ভিন্ন অন্য কোন

আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রকার কমিস্যন অথবা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী হওনার্থ দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার সকল কমিস্যন এবং হুকুম কোন আদালতভিন্ন অন্য কাহার নামে দিতে হইলে তাহা ঐ সীমার মধ্যে বা তাহার কোন ভাগে যে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকা থাকে তাঁহার নামে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যেং রাজা ও অধিকারিরা মৈত্রভাবে আছেন তাঁহারদের রাজ্যের মধ্যে জারীহওনার্থ উক্ত প্রকার কমিস্যন এবং হুকুম এই আইনক্রমে প্রেরণ হইতে পারে। এবং শেষোক্ত রাজ্যের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারদিগের তাহা প্রতিপালন করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইল এবং যদ্যপি তাঁহারা ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন্ তবে যে আদালত অথবা জজের দ্বারা ঐ কমিস্যন অথবা হুকুম প্রেরণ করা গিয়া থাকে তাঁহার এলাকার মধ্যে তাহারদিগকে পাওয়া গেলে ঐ এলাকার মধ্যে সেই অপরাধ করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেন। এবং ঐ কমিস্যন অথবা আজ্ঞার সম্পর্কে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্যের নিমিত্ত সাক্ষির আবশ্যক সেই আদালতের এলাকার বাহিরে অনুপস্থিত কোন সাক্ষির জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে এবং ঐ কমিস্যন কোন আদালতের নামে দেওয়া গেলে ঐ আদালত পুর্ব্বোক্তমত হুকুম আপনি না দিলেও সেই হুকুমের খামখা না মাননের দোষ আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাক্ষ্য দেওনের অস্বীকার বা ক্রটির যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ড করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৮ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বা পেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোনং জরীমানা নির্ণয়করণ বিষয়ের আইন।

১ ধারা।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারাক্রমে যেং অপরাধী দণ্ডনীয় তাহারা দুই শত টাকার অন ধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কাল কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট আবকারীর রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৮ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বা পেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোনং জরীমানা নির্ণয়করণ বিষয়ের আইন।

১ ধারা।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারাক্রমে যেং অপরাধী দণ্ডনীয় তাহারা দুই শত টাকার অন ধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কাল কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট আবকারীর রাজস্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৫ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও সেনারদের নিমিত্ত সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি আইন সুধরণপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহকরণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি সমস্ত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল। কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর রাজধানীর সৈন্যেরা যেং ছাউনি এবং থানাতে থাকে তাহার সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্ত ঐং রাজধানীর চলিত বিধানানুসারে উপযুক্তমত ক্ষমতা প্রাপ্ত ও নিযুক্তহওয়া এক জন সেনাপতি সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের চলিত বিধানানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে নালিশ পঞ্চাইতের দ্বারা বিচারকরণে যে রীতি আছে তাহা এই আইনের কোন কথার দ্বারা মতান্তর অথবা অন্যথা হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত এদেশীয় সৈন্যের দের নিমিত্ত যুদ্ধের যে আইন আছে তাহার অধীন এদেশীয় সেনাপতিরদের এবং সেনারদের এবং অন্যং ব্যক্তিরদের অথবা সৈন্যের কোন থানায় কিম্বা ছাউনিতে বাসকারির এবং সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়কারির নামে কর্জের কি বস্তুবিষয়ে যে নালিশ হয় যদ্যপি তাহার মূল্য ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং ঐ মোকদ্দমার হেতু হওনকালে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওনসময়ে যদি আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি ছিল তবে ঐ নালিশ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতে বিচার্য্য হইবেক এবং অন্যত্র বিচার্য্য হইবেক না। কিন্তু জাতিবিষয়ক অথবা স্থাবর বস্তুর স্বত্ব বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থ কোন মোকদ্দমা এই আইনক্রমে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যের কোন থানার কিম্বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব অথবা রণভূমিতে উপস্থিত সৈন্যের কোন অংশের সৈন্যাধ্যক্ষ সেইরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে রাজধানীর অধীন দেশে ঐ সৈন্যের থানা বা ছাউনি থাকে তাহার তৎসময়ে যে ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি হন্ তাঁহার হুকুমানুসারে অথবা যদ্যপি সেইরূপ হুকুম না হয় তবে ঐ আদালত নিযুক্তকারি সেনাপতি সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঐ আদালতের বিচারকেরা নিযুক্ত হইবেক। ঐ আদালতে হয় অন্যূন তিন জন ইউরোপীয় সনদী সেনাপতি কিম্বা এদেশীয় অন্যূন তিন জন সনদী সেনাপতি থাকিবেন এবং দেশীয় সেনাপতি নিযুক্ত হইলে ঐ আদালতের সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করণের এবং তাহা লিখিয়া রাখনের নিমিত্ত ৫ বৎসরের কম নয় যিনি সৈন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এমত এক জন ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন। কিন্তু যে সৈন্যের থানা বা ছাউনিতে কোন মোকদ্দমার হেতু জন্মে অথবা আসামী বাস করে তাহাতে যদি আদালতকরণের তুল্য সংখ্যক সেনাপতি না থাকেন তবে তাহার অতিনিকট যে থানা বা ছাউনিতে পূর্ব্বোক্তমতে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত হইতে পারে সেই স্থানে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত মাসেং নিযুক্ত হইবেক এবং প্রতিমাসের মাহিয়ানা বাহিরহওনের পূর্ব্বে কোন সুবিধামত দিনে বৈঠক করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে কোর্ট মার্শ্যলে উপস্থিত মোকদ্দমায় যেং ব্যবহার চলিত আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেইং ব্যবহারানুসারে উক্ত আদালতের কার্য্যের রীতি হইবেক। এবং সাক্ষি তলবের বিষয়ে কোর্ট মার্শ্যলের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এই আদালতের থাকিবেক। কিন্তু এই আদালত কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের জোবানবন্দী লইতে এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের হাজির করাইতে বা না করাইতে সর্ব্বদা ক্ষমতা রাখিবেন এবং গরহাজির ব্যক্তি ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এইরূপ প্রত্যেক আদালতেরো থাকিবেক কিন্তু সৈন্যসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্যেষ্টের হুকুমকরা কোন কমিস্যনক্রমে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা তৎপরে নিযুক্ত সেইরূপ আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন যে আদালতের নামে হয় তাহা যদি ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের এলাকার

বাহিরে না থাকে তথাপি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এই আইনক্রমে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্ট সেইরূপ কমিস্যন পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাক্ষিরা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে অথবা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা মিথ্যা শপথ করিলে তাহারা এবং যে ব্যক্তিরা সাক্ষির দিগকে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারা যদ্যপি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা বিচারিত ও দণ্ডিত হইবেক এবং সৈন্যসম্পর্কীয় অপরাধের বিচার হইলে ঐ অপরাধির দণ্ডের নিমিত্ত যুদ্ধের আইনে যেং বিধি আছে তাহা খাটিবেক। কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি যুদ্ধসম্পর্কীয় বা অসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি কথা বা চিহ্ন কি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ভয় দেখায় অথবা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া বা না থাকিয়া অন্য কোন প্রকারে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় তবে সেই ব্যক্তি যদি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক এবং যদি সৈন্যের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের বিচারহওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যের এক রোয়দাদ রাখা যাইবেক। এবং যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহার স্থূল ভাগ এবং যে সাক্ষ্য আইনমতে অগ্রাহ্য বা অসম্পর্কীয় বলিয়া বা অন্য কোন হেতুতে হেয় হইয়াছিল সেই সাক্ষ্যের ভাব ঐ রোয়দাদে লেখা থাকিবেক এবং ঐ আদালতের বিচারকেরা তাহাতে সহী করিবেন। এবং কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ রোয়দাদ অথবা তাহার এক নকল ঐ প্রত্যেক আদালতের ইউরোপীয় সভাপতি অথবা কর্ত্তৃত্বকারি কার্য্যকারকের দ্বারা

ঐ সৈন্যের থানার বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দাওয়া ২০০) টাকার অধিক হয় অথবা স্বতন্ত্র নানা দাওয়া তাহার অধিক হয় তবে একি ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীসকল একি জন আসামীর স্থানে ২০০) টাকার অধিক আদায় করিতে পারিবেক না। এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে যদি দেনা হইয়া থাকে তবে তাহার দাওয়ার বিষয়ে কোর্ট রিক্বেষ্টের ফয়সলা হইলে সেই দাওয়ার টাকা পাইবার নিমিত্ত অথবা সেই হেতুর নিমিত্ত অন্য কোন দাওয়া বা পুনর্দাওয়া কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না। এবং আসামী কোন বিপরীত দাওয়া করিলে ঐ প্রকার সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন্। এবং উভয় বিবাদির মধ্যে টাকার সুদের বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা যদি সামান্য টাকার কারবারে দেশের ব্যবহারাপেক্ষা অধিক না হয় তবে ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত সেই সুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং ক্রয়করা ও দেওয়া জিনিসের বিষয়ে টাকা পাওন বিনা ২০) টাকা র ঊর্দ্ধ কর্জ্জের দাওয়া এই আইন জারীহওনের পর যে করারক্রমে হয় তাহার বিষয়ে এই আবশ্যক হইবেক যে তাহা লিখিত হইবেক এবং আসামীর ভাষায় লেখা হইবেক এবং তাহাতে আসামীর অথবা তাহার পক্ষে ফরিয়াদীভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহী থাকিবেক। কিন্তু যে কর্জ ৬ বৎসরের অধিক হইয়া থাকে তাহার বিষয়ি মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে যদি ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিশোধকরণের স্পষ্ট অঙ্গীকারের প্রমাণ না দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে কোন মোকদ্দমা কোন কোর্ট রিক্বেষ্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কোন এক জন সৈন্য সম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের হুকুম পাইয়া যদি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা হাজির না হয় অথবা আপনার সাক্ষি না আনায় ঐ আদালতের যদি এইমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহার সংবাদ তাহাকে রীতিমত দেওয়া গিয়াছিল তবে সে ব্যক্তি হাজির না হইলেও আদালত মোকদ্দমার শেষ করিতে পারেন্। এবং যদ্যপি এইমত গতিকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে সেই মোকদ্দমার হেতুর নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি নূতন মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারিবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সেনাপতি সাহেবের নিকটে পূর্ব্বোক্তমতে রোয়দাদ প্রেরণ করা যায় তিনি তাহা পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে সেই সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট

রিক্বেষ্টে অথবা অন্য কোন সেইরূপ আদালতে পাঠাইতে পারেন্। এবং এইরূপ হইলে যদি আইনঘটিত কোন দোষ না থাকে তবে দ্বিতীয় ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক। আইনঘটিত দোষ থাকিলে সেই বিষয় দেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক এবং তিনি সমস্ত কার্য্য রদ করিতে পারেন্ এবং তাহাতে পুনর্ব্বার মোকদ্দমাকরণের কোন ব্যাঘাত হইবেক না। কিন্তু নূতন মোকদ্দমা হইলে যে সাক্ষ্য প্রথম মোকদ্দমাতে না দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক ফরিয়াদী আপনার দাওয়া লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করিবেক এবং ছাউনির ষ্টাফ আফিসরনামক কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল করিবেক। ঐ দাওয়া সেই ছাউনির ষ্টাফ আফিসর এক তফসীলে লিখিবেন এবং ঐ তফসীল আদালতের বৈঠকের অন্যূন দুই দিবস পূর্ব্বে পল্টনের আজিটাণ্ট সাহেবের অথবা নানা সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরদের নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং ঐ পল্টনের অথবা সিরিশ্তার সম্পর্কীয় আসামীরদিগকে উপযুক্তমতে তলব করণের বিষয়ে ঐ আজিটাণ্ট অথবা সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরা দায়ী হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের প্রত্যেক ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে ছাউনির হুকুমের বহীতে তাহা প্রকাশ করা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের ডিক্রী ঐ আদালতের হুকুমমতে সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী হইতে পারে। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদালতের হুকুম হইলেও আপনার বিবেচনামতে ঐ ডিক্রী সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণরূপে ডিক্রী জারীকরণের হুকুম হইলে যদি ঐ কর্জ্জের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ না করা যায় তবে আসামীর যে জিনিস সৈন্যের থানা বা ছাউনির সীমার মধ্যে অথবা অন্যত্র পাওয়া যায় তাহা সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দস্তখতকরা হুকুমের ক্ষমতানুসারে ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া টাকা আদায় হইবেক এবং আসামীর জিনিসের মধ্যে সৈন্যের থানা বা ছাউনির অন্তঃপাতি তাহার বাটী বা

অন্য কোন প্রকার ঘর গণ্য হইবেক। এবং যদি প্রচুরমতে জিনিস না পাওয়া যায় এবং যদি আসামী সেনা না হয় তবে সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া সৈন্যের থানার কি ছাউনির নিকটস্থ কোন দেওয়ানী জেলখানায় (এবং সেই নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২ আইনের বিধি অশিবেক) অথবা সৈন্যের থানার কি ছাউনির সীমার মধ্যস্থিত অন্য কোন উপযুক্ত কয়েদী স্থানে কর্জের টাকা ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ না হইলে ২ মাসপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক এবং যদ্যপি তাহার পর কোন সময়ে তাহার কোন জিনিস ঐ সৈন্যের থানার কিম্বা ছাউনির সীমার মধ্যে বা অন্যত্র পাওয়া যায় তবে তাহা ক্রোক হইয়া কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত বিক্রয় হইবেক। এবং যদি আসামী সেনা হয় এবং তাহার যুদ্ধসরঞ্জাম ও আবশ্যক দ্রব্যব্যতিরিক্ত যদি অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কর্জ পরিশোধ না হয় তবে নীচের লিখিত বিধানানুসারে আসামীর মাহিয়ানাহইতে মাসেং কিছু বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে হুকুম হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যখন বিশেষরূপে ডিক্রী জারী হয় তখন ঐ কর্জা টাকা আসামীর মাহিয়ানা ও উপরি প্রাপ্তিহইতে দেওয়া যাইবেক এবং অন্য প্রকারে দেওয়া যাইবেক না। এবং ঐ ডিক্রীর এক সর্টিফিকট এবং তাহার উপর ঐ হুকুম অথবা বিধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লিখিত এবং দস্তখৎ হইলে তাহাতে মাসং ঐ টাকা কাটিয়া লওনের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক। কিন্তু কোন এক মাসে কোন সনদী সেনাপতির বেতন ও উপরি প্রাপ্তির অর্দ্ধেকের অধিক কিম্বা কোন বেসনদী সেনাপতির বা সেনার বেতন ও উপরি প্রাপ্তির চারি অংশের এক অংশের অধিক লইতে হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের সীমার বাহিরের কোন স্থানে কর্জের বা কোন জিনিসের মোকদ্দমা যে কোন মূল্যের হউক ঐরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে পূর্ব্বোক্তমতে যুদ্ধের আইনের অধীন ব্যক্তিরদের বিপরীতে হইতে পারে। কিন্তু ঐ সীমার বহির্ভূত এইরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতে কেবল ইউরোপীয় সেনাপতি সাহেবেরা বিচার করিবেন। এবং যদি দাওয়া ২০০) টাকার অধিক হয় তবে নিকটস্থ রাজধানীর সদর আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে এবং ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন আদালতে আপীলের বিষয়ে যে হুকুম চলন আছে তদনুসারে আপীল হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা

অথবা আগামি ১০ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার কার্য্যের বিষয়ে এ আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

১ ধারা।

যেহেতুক ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্ত মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সংখ্যা নিরূপণ করিতে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওয়া রহিত করিতে এবং যে মহালের সমুদয় ভূমির মাল গুজারী নিয়মিত দিবসে বা নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে না দেওয়া যায় সেই মহাল নিশ্চিত এবং প্রকাশিত সময়ে নীলাম করণের হুকুম করিতে এবং অন্যং প্রকারে ভূমির মাল গুজারী আদায়করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোধ হইল।

[রদহওয়া আইন।]

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।

[সুদ ও জরীমানা রহিত।]

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত তারিখের পর যে

ভূমির মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।

[নীলামের নিরূপিত দিবস।]

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতিবৎসরে, যেং নিশ্চিত তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন। এবং বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আরো প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মুনসেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যেং তারিখ ঐমত নিরূপণ হইবেক সেইং তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমতে ইশ্‌তিহার ও এস্তেলাদেওনের দ্বারা পরিবর্ত্ত না করিলে পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ঐ ইশ্‌তিহার ও এস্তেলা উক্তমতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখ সকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারীসম্পর্কীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে ঐমত ইশ্‌তিহার ও এস্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ১৫ দিবসপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছারী ও আদালতে ইশ্‌তিহার লট্‌কাওনের দ্বারা নিয়ত অন্য এক এস্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব যেং মহালে বাকী পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহারদিগকে নিতান্ত দিবেন ইতি।

[জমা ধার্য্য না হওয়া দেশে ও বারাণসে বর্জ্জিত কথা।]

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জমা যেং জিলাতে ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়া গেলে কোন নীলাম হইবেক না ইতি।

[বাকী এই কথার অর্থ।]

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সন ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া যায় তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

[বাকীপড়া সকল জমীদারী নীলাম হইবেক।]

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে যে সকল ভূমির মালগুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার পর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলামের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকারহইতে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

[কমীকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়া লওনের দাওয়া।]

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমাকরণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারিবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকীপড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকীদারের টাকা কালেকটর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের

নামে লেখা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

[বর্জ্জিত বিষয়।]

৮ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক এস্তেলানামাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার ও সংখ্যা বিশেষরূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়া নীলামের তারিখ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পোনের দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এস্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার সমস্ত প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মনসেফদিগের কাছারীতে এবং এস্তেলানামাসম্পর্কীয় জমীদারী বা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এবং জমীদারীর মালের কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইয়া না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায়করণের কারণ কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না। উক্ত যেং কার্য্যকারকের কাছারীতে ঐ এস্তেলানামা ঘোষণা হয় তাঁহারা একং রসীদ দিয়া ঐ ঘোষণাহওয়া জ্ঞাত করিবেন এবং জমীদারীতে প্রকাশহওনের প্রমাণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং ঐ এস্তেলাতে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাওয়ার টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে নীলামের সময়ে বা তাহার পরে নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেই রূপ জমীদারী নীলামের দ্বারা যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা।

দ্বিতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া বাকী।

তৃতীয়। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

চতুর্থ। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

পঞ্চম। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায়করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

[মালিকভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দেওন।]

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর বিষয়ে পাওনা মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎ স্বরূপ লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি।

[ওয়ার্ডসের এবং নাবালকের জমীদারী। রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী। আদালতের দ্বারা ক্রোকহওয়া জমীদারী।]

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে

অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

[নীলাম ক্ষমা। বিশেষ নিয়ম।]

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু যদ্যপি নীলাম ক্ষমাকরণের ঐ হুকুম কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে নীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম বিলম্বকরণ।]

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ

করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্ব করণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং এইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্ সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এপ্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ুক্ত হইবেক ইতি।

[নীলামের ক্রম।]

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

[খরীদের বায়নার টাকা।]

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমীদারী তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

[খরীদের অবশিষ্ট টাকা।]

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের

পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক। এবং যে দিবসে নীলাম হইয়া থাকে তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ লওয়া যাইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ত্রুটিকারি ক্রেতার ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্যে ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক কিন্তু এইরূপ যতবার পুনর্নীলাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত এস্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

[নীলামের এস্তেলার পর রাইয়তের খাজানা দেওয়া স্থগিতকরণ।]

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকাসকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্‌তিহারের তারিখপর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

[আপীল।]

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এই রূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদঅপেক্ষা অধিক হইবেক না। এবং এই মত গতিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন্।]

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ জমিদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা।]

২০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব

হয় নাই সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপীল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখঅবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

[অধিকারের নিদর্শন।]

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পরঅবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয় হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শনপত্র জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যে সকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরীহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদদৃষ্টে নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশমতে তাহারদিগকে টাকা

দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা রদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদদৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জ্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোককরণপূর্ব্বক তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতে আটক হইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যেপর্য্যন্ত সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেইপর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না ইতি।

[বিনামী খরীদ।]

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে খরচাসমেত নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।

[নীলাম অন্যথাহওনের এত্তেলা।]

২৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

[খরীদার ওয়াসীলাতের দায়ী।]

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পরঅবধি মালগুজারীর যত কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী খরীদার হইবেক ইতি।

[দেওয়ানী আদালতে যে হেতুতে ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহা। বিশেষ নিয়ম।]

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল ইতি।

[নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন।]

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ

সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে খাজানা বৃদ্ধিকরণ।]

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া ঐ জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজারদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্ত্তমান যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এইমত খাজানায় ভোগদখলকরণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা প্রভৃতির আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চিরকালের পাট্টাক্রমে উপযুক্ত খাজানায় দেওয়া গিয়া পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। ভূমির সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা। কিন্তু সেই সময় প্রত্যেক গতিকে ইজারদারেরা কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহা ও তাহার খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারদারেরদের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি

কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশ্তিহার লট্‌কাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে দেওয়া গেলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

[অন্য প্রকার পাট্টাদার।]

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোক যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ কাল ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে আইসে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহারা যে পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহারদের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদিপ্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ

হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে অদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের সকল পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন্।]

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপযুক্ত বুঝেন্ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নিলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্পর্কীয় যে২ পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্ যদি ইহা হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যে২ নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই২ নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐ২ নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার নিরূপিত প্রকারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মাল গুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জিত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য২ নিয়ম বর্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়ম বর্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

[রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া শরীক বা ভূম্যধিকারীর দ্বারা জমীদারী ক্রয়হওন।]

৩০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনারদের অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ তাহা আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে বা যে দাওয়া হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ হইয়াছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।

[বাকী খাজানা।]

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পূর্ব্বে যে কোন রীতিক্রমে আদায় করিয়া থাকেন্ সেই রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।

[আদালতের অবজ্ঞা।]

৩২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০) দুই শত টাকার অনধিকপর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[টাকা দেওনের ত্রুটি।]

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

[এ আইন যেখানে চলন হইবেক।]

৩৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইনের কার্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

[যে তারিখঅবধি চলিবেক।]

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআরি তারিখে এবং তাহার পর এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষ্টকরণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে আমদানীর সময়ে পীপাতে যত ওয়াইন শরাব ও শরাব রেজিষ্টরী হয় তাহাহইতে কিছু বাদ না দিয়া তাহারি উপর আমদানীর মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইবেক। কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক গুদাম রাখনিয়া ব্যক্তির ঐ গুদামজাত বস্তুর বিষয়ে হাসিলের দফ্তরে হিসাবদেওন সময়ে ঐ ওয়াইন শরাব ও শরাব যত কাল গুদামজাত থাকে তত কাল বৎসরেং তাহার দশ ভাগের এক ভাগের হিসাবে ঋর্ত্তি বাদ দিয়া অবশিষ্টের উপর মাসুল দিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১৪ ধারা অশুদ্ধহওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত ১৪ ধারা পাঠ করিতে হইবেক।

নীলামের ক্রম।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের প্রথম নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোনং গতিকে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তি দিগের জামিন দেওয়া রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারানুসারে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের জামিনদেওনের আবশ্যক হওয়াতে অনেক ক্লেশ হইতেছে এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃসল আদালতের হুকুমক্রমে কলিকাতার মধ্যস্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে এবং সেইরূপ জামিন আর লওনের আবশ্যক নাই।

অতএব হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের ক্ষমতাপন্ন হওনার্থ শপথকরণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক পীসের সনদক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের রীতিমত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার নিমিত্ত এখনপর্য্যন্ত যে নিয়মানুসারে শপথকরা উচিত বোধ আছে তাহাতে ক্লেশ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে পীসের সনদে যে সকল ব্যক্তি নিরূপিত ও নিযুক্ত হন্ তাঁহারা যে স্থানে ও যে স্থানের নিমিত্ত ঐ সনদ দেওয়া যায় সেই স্থানের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে ঐ আদালতের বিচারক জুষ্টিস অফ দি পীস হউন কি না হউন তাঁহার সম্মুখে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ত্তব্য শপথ করিলে ও তাহাতে দস্তখৎকরিলে ঐ সনদের মর্ম্মানুসারে সর্ব্ব প্রকারে জুষ্টিস অফ দি পীসের কার্য্য করিতে পারিবেন এবং যে আদালতে ঐ শপথ করাণ যায় সেই আদালতের রিকার্ডের মধ্যে ঐ দস্তখতী শপথপত্র গচ্ছিত করা ও রাখা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে অন্য কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কার্য্যের যোগ্যতার শপথ করাইয়াছেন তিনি ঐ শপথকরণের সময়াবধি জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্ম করিতে রীতিমতে যোগ্য বোধ হইবেন এবং পূর্ব্বের জারীকরা অন্য কোন আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনের দ্বারা যেরূপে আদালতে শপথ করাওণের হুকুম হইয়াছে সেইরূপে যদিও শপথ আদালতে করেন্ নাই তথাপি তিনি কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ি কার্য্য সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত প্রস্তুতকরণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীকরণের ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অপণ করিতে পারেন্ এবং আবশ্যক হুকুম দিতে এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার নিমিত্ত জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আইনের দ্বারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারীবিষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহা উচিতমতে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্ত ঐ উভয় আদালত কার্য্যের যেং নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ নিয়ম এইরূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যুদ্ধসরঞ্জাম দেশান্তরে রফ্তকরণের আইনসকলের সংশোধনপূর্ব্বক একত্র করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক রাজধানীর নিমিত্ত যে সরকারী কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকদিগকে পরওয়ানা দেওনার্থ নিযুক্ত করিবেন তাঁহারদের পরওয়ানা না পাইয়া এবং উক্ত প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট ঐ রফ্তানীর বিষয়ে ঐ কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যে সকল বিধি ও নিয়ম করিবেন তাহার মতাচরণ না করিলে সাধারণ ব্যক্তিরদের নিকটে নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত যে অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহাব্যতিরিক্ত কোন অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য হইতে রফ্তু হইতে কিম্বা কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদইত্যাদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম রফ্তু করে বা করিতে উদ্যোগ করে কিম্বা উক্ত প্রকারে লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে তাহা উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে জব্দ হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কর্ম্মকারকের পরওয়ানা না পাইয়া যে কোন ব্যক্তি ৫০ পৌণ্ড অর্থাৎ ৷৷৫ সেরের অধিক বারুদ কোন এক স্থানে কিম্বা দেড় ক্রোশের অনধিক অন্তরিত নানা স্থানে সংগ্রহ করে কিম্বা রাখে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার ঐ দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক। এবং উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে ঐ বারুদ জব্দ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কোন গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বোধ করিলে উপরের উক্ত প্রকার পরওয়ানাব্যতিরেকেও উক্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধসরঞ্জাম কোন এক বা ততোধিক বন্দর হইতে রফ্তানীকরণের অনুমতি দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ উনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ব্যক্তিরা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এবং দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা স্বত্বের ডাক্ত দাওয়া হইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। এবং যেহেতুক এমত গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির কিং প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত এবং ঐ প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এবং জাবেতামত মোকদ্দমা কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে ঐ দেরীপ্রযুক্ত এবং উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির বলে বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এবং যেহেতুক উক্ত নানা কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শুননের পর জজ সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমার ফয়সলাতে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে কেবল সম্পত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। অথচ ঐ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। এবং যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্পত্তির দখলকরণের যে নানা প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি ঐ সরাসরী মোকদ্দমাহওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি ঐরূপ মোকদ্দমার কাল দেরীপ্রযুক্ত ঐ সকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে প্রতিকার হইতে পারে না। এবং যেহেতুক যে স্থলে সম্পত্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি বিষয়ে সংশয়হওনের সম্ভাবনা হয় এবং যে স্থলে এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্য্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপকারক বোধ করেন্ সেই স্থলে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় সম্পত্তি লইয়া রাখিবার নিমিত্ত এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা

বিহিত হইতে পারে। এবং যেহেতুক সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণ অথবা সরাসরী মোকদ্দমাকরণের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এবং কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্য্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরা অনিষ্ট হইবেক

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ সম্পত্তির অথবা তাহার কোন অংশের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর অথবা বলপূর্ব্বক তাহা দখলকরণের সংশয় হইলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলার মধ্যে আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোখ্তারকার অথবা কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয় ঐরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালক অথবা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ প্রতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা বলপূর্ব্বক দখলকরণের নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং দরখাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং রীতিমতে মোকদ্দমাকরণের সামান্য উপায়মাত্র থাকিলে ঐ ব্যক্তির অতি ভারি ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ দরখাস্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং আপনার বিবেচনাক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তত্ত্বকরিয়া দেখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ বিশ্বাস যোগ্য প্রবল কারণ থাকনের বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো

দখলে নাই অথবা দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার সংবাদ ইশ্‌তিহারের দ্বারা দিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের স্বত্বের বিষয় সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এবং তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন পরন্তু পশ্চাৎ লিখিতমত ঐ বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের ঐরূপ হৃদ্বোধ না হইলে ঐরূপ কার্য্য করিবেন না। এবং জজ সাহেব আসামীকে তলব করিবার নিমিত্তে যে তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এবং অগৌণে তাহাতে মোহরকরণের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির সাবধানরূপে রাখণের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এবং তজবীজের পর যদ্যপি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা ঐ জামিন অপ্রচুরহওয়াতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিঘ্নহওনের সম্ভাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহার বা তাহারদের স্বং সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বস্তুর দখল মঞ্জুর হইলে অথবা অন্যকে দখল দেওয়া গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং কোন সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির অপহরণ বা নষ্টকরণের নিবারণার্থ অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন্ বা না পারেন্ এবং তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করণের বিষয়ে অথবা দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বস্তু নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহা সেই ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম্ম অর্পণ করেন্ তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাঁহার সুবোধ প্রকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবেন এবং যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা ঐ সম্পত্তিহইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির অথবা স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের শতকরা ৫) টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে যাহারদের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্র হইতে পারে জামিন লইতে হইবেক এবং যদ্যপি সাধ্যমতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক তৎপরে যে সকল কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই সকলের বিষয়ে জামিন সাধারণ খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় কিম্বা কোন অংশ সরকারের করদায়ি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এবং সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা এবং ঐ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করা উচিত কি না এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবং এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন্ এবং সেই রিপোর্টানুযায়ি তাঁহার কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি তাহার কারণ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন্ তবে জজ সাহেবকে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা তাহার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেক এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষকের নিযুক্ত

হওনের সনদে দেনা ও খাজানা আদায়করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতা পাইলে সম্পত্তিরক্ষক ঐ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় করে তাহার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি থাকনসময়ে জজ সাহেব ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখা যায় তাহারদিগকে যেং খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন লইবেন যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি ঐ ব্যক্তিরদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার নাই বোধ হয় তবে তাহারা ঐ টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষক সংক্ষেপে মাসিক হিসাব দাখিল করিবেক এবং যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য্য অনেক কাল থাকে তবে তিনং মাসানন্তর সেইরূপ হিসাব দাখিল করিবেক পরে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তি উপরের লিখিত সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এবং ঐ সম্পত্তিরক্ষক যে জমা খরচের হিসাব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্ত ঐ বিষয়সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে কোন সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব বাকী পড়িয়াছে কিম্বা তাহাতে কিছু ভুল আছে বা তাহা সম্পূর্ণ না হয় অথবা জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাখিল না করে তবে এমত প্রত্যেক দোষের নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব যখন কোন সম্পত্তি রক্ষককে নিযুক্ত করেন্ যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন্ তখন ঐ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্ত সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সম্পত্তির অবশিষ্ট অথবা তাহার

অন্য কোন অংশের বিষয়ে অন্য সম্পত্তিরক্ষককে ঐ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন না। এবং আরো হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে যদি ভিন্ন২ জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তবে সমস্ত সম্পত্তির উপর এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্ তাহা দিতে পারেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তি ক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের সত্ত্যানুসারে উল্লঙ্ঘন হইবেক না। এবং মৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া যায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। কিন্তু এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকন বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এবং যে ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুসারে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডষের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে পুর্ব্বোক্তমতে জামিন লইবেন না। এবং যদ্যপি সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালক অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দখীলকার ব্যক্তির তলবহওনের পুর্ব্বে বা পরে যে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে অথবা এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

আরো হইাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরীর মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে প্রকৃত দখল নির্ণয়করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এবং তাহা পুনর্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট কোন এক কিম্বা ততো ধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্। এবং এই আইনের পুর্ব্বের লিখিত নানা ধারাক্রমে যে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবে চনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ সেইং স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এবং ঐ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতেং ঐ সম্পত্তির অপহরণ এবং ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে ঐ আদালত আপন ইক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রক্ষণা বেক্ষণ করিতে এবং তাহা আমানৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জামি নক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়মানুসারে ঐ আদালত উচিত বোধ করেন্ সেইরূপে ঐ টাকা অর্পণ করিতে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপনং কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাঁহারদের বেঝুঁকীহওনের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুসলমান ও বৃটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত না হওয়া অন্য ব্যক্তিরদের যে টাকা পাওনা ছিল তাহা ঐং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দিগকে যাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বেঝুঁকী রাখিবার নিমিত্ত এবং ঐ পাওনা টাকার দাওয়া এবং আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহসকল দূর করণের দ্বারা ঐ পাওনা টাকা আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল

সর্টিফিকট বিনা পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহহওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীর বা বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের স্বত্বের যে ব্যক্তি দাওয়া করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের প্রাপ্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন যদি না দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন্ না ইতি।

সর্টিফিকট পাওনের পথ।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলা বা

ক

প্রদেশের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইনক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। দরখাস্তকারির যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা আপন দরখাস্তে লিখিবেক পরে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এমত এত্তেলা দিয়া দাওয়াদারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুননির নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

সর্টিফিকটের ফল।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবেক এবং যাহাকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ইতি।

সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে জামিন লইতে হইবেক।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়করা টাকার হিসাব দাখিল করণবিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাকা বা তাহার কতক অংশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন্ তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকা পাইবার অধিকারিরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক তাহা।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলকরণের দ্বারা ঐরূপ সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত হইতে পারে। ঐ সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা নির্দিষ্ট করিতে পারেন্ অথবা সর্টিফিকট পাইবার

অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইয়া ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন্ এবং যাহাকে প্রথমে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া লইতে পারে ইতি।

সর্টিফিকটের দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার সীমা।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক না ইতি।

গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট এবং ডিবিডেণ্ড।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অংশ বা তাহার কোন ভাগের ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এবং উক্ত প্রকার নোটইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এবং উক্ত নোটইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখা হইলে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক না ইতি।

পূর্ব্বের সর্টিফিকটপ্রযুক্ত অন্য সর্টিফিকটক্রমে টাকা দেওয়া অসিদ্ধ।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরে

দেওয়া সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

প্রোবেট কি লেটর্স দেওনের পর সর্টিফিকট রদহওনের বিষয়।

৯ ধারা।

এবং মৃত হিন্দু ও মুসলমান এবং যাহারা বৃটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত নহে তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন দেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের পর প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট দায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা টাকা দিলে তাহারা বেঝুঁকী হইবেক না ইতি।

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের যে কতক২ ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সংসারাধ্যক্ষ ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অসির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সংসারাধ্যক্ষেরা কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু জজ সাহেব যে সংসারাধ্যক্ষকে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্ট্রেটরকে সংসারাধ্যক্ষ আপনার আদায়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি।

হিন্দু ও অন্যেরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া প্রোবেট বা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের ফল।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদেওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত এবং কর্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জিত থাকিল ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

স্থানবিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণ লোকেরদের উপকার ও সুখের নিমিত্তে আব শ্যক হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথ ও লোকেরদের ব্যবহৃত স্থান হইতে বে আইনী অবরোধকারি বস্তু ও ক্ষতিজনক বস্তু উঠাইয়া ফেলিতে পারেন এবং যে ব্যব সায় অথবা ব্যাপারের দ্বারা সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্য কি সুখের ব্যাঘাত হইতেছে তাহা রহিত করিতে অথবা অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হুকুম দিতে পারেন এবং তাঁ হার বোধে যাহাতে আগুন লাগনের সম্ভাবনা আছে এইরূপ গৃহ নিৰ্ম্মাণের এবং শীঘ্র জ্বলনশীল বস্তু রাখনের নিবারণ করিতে পারেন এবং যে গৃহ এমত জীর্ণ হই য়াছে যে তাহা পড়িবার সম্ভাবনাতে তাঁহার বোধে লোকেরদের প্রতি সঙ্কট হইতে পারে এমত গৃহ উঠাইয়া লইয়া যাওনের হুকুম করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি উপরের ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে কার্য্য করত তিনি প্রথমতঃ তদারক করিবেন যে এই আইনমতে উদ্যোগকরণের আবশ্যক আছে কি না ইহা নিশ্চয় করিলে পর তিনি নি ষেধের হুকুম করিবেন এবং সাধ্য হইলে ঐ হুকুম ঐ বিষয়সম্পর্কীয়ব্যক্তিরদের উপর জারী হইবেক। কিন্তু যদি ঐরূপ জারীকরা অসাধ্য বা তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় তবে ঐ হুকুম ঢোবাসীতে ঘোষণা করা যাইবেক এবং যে স্থানে বা স্থান সকলে ইশ্তি হার দিলে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নিকটে তাহার সংবাদ শীঘ্র পঁহুছিতে পারে সেই স্থানে তাহার লিখিত ইশ্তিহার দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি সেই নিষেধের হুকুম প্রতিপালন না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলপূর্ব্বক তাহা প্রতিপালন করা ইতে পারেন এবং প্রতিপালন না হইলে ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা এক মাসের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রম ভিন্ন কয়েদের সাস্তি করিতে পারেন। এবং যে দ্রব্য বা গৃহের দ্বারা ক্ষতি বা সঙ্কটের সম্ভাবনা তাহা উঠাইয়া দিতে কিছু

খরচকরণের আবশ্যক হইলে ঐ খরচ পোষাইবার নিমিত্তে ঐ দ্রব্য অথবা তাহার সরঞ্জাম নীলাম করিতে পারেন্ এবং যদি তাহাতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কোন সরকারী রাস্তার নিকটে পুষ্করিণী অথবা কূপের মালিককে যাহাতে তদ্দ্বারা সাধারণ লোকেরদের সংশয় দূর হয় এমত তাহা ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ হুকুম প্রতিপালন না হইলে উপরের উক্ত জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নিষেধের হুকুম অথবা লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে যদ্যপি তাহার বিষয়ে আপত্তি করে তবে যুক্তিসহ সাধ্য হইলে দশ দিনের মধ্যে নতুবা ঐ নিষেধ পাওনের পর অথবা ঐ এত্তেলা ঘোষণাহওনের পর দশ দিনের অধিক যত অল্প কাল যুক্তিসিদ্ধ হয় তত কালের মধ্যে লিখিত দরখাস্তের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করিতে পারে যে ঐ বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে এক জুরি অথবা এক পঞ্চাইত নিযুক্ত হয়। মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ দরখাস্ত পাইলে জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন। তাহাতে অন্যূন ৫ পাঁচ জন থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্থানের চারি দিগের ব্যক্তিরদের মধ্যহইতে পঞ্চাইতের সভাপতি এবং দুই জন মনোনীত করিবেন এবং অপর দুই জনকে দরখাস্ত করণিয়া ব্যক্তি মনোনীত করিবেক। এবং ঐ তজবীজ যত কাল হয় তত কাল মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার হুকুম অথবা ইশ্তিহার জারীকরা মৌকুফ রাখিবেন পরে ঐ জুরির নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং জুরির অধিকাংশ ব্যক্তির মত জুরির মত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির ত্রুটিতে বা অন্য কোন কার্য্যে ঐ জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত না হয় অথবা ঐরূপ নিযুক্তহওয়া জুরিরা তাহারদের নিযুক্তকরণের হুকুমনামাতে যে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপিত হইবেক তাহার মধ্যে কোন কারণপ্রযুক্ত যদি নিষ্পত্তি এবং রিপোর্ট না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ হুকুমের দ্বারা তাহারদের ঐ পদ আরো অধিক কাল বজায় না রাখিলে ঐ মিয়াদ সমাপ্তহওনের তারিখঅবধি তাহারদের পদ রহিত হইবেক। এবং যদ্যপি উপরের উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত জুরি অথবা পঞ্চাইতের দ্বারা কোন নিষ্পত্তি না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের প্রতি আপত্তি না হইলে যেমতে জারী হইত সেইমতে তাহা জারী হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্যং হুকুমের উপর নানা

রাজধানীর আইনানুসারে যেরূপ আপীল হইতে পারে সেইরূপ এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে এই আইনের ব্যবহার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৭ সপ্তবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের আইন।

ধারা।

যেহেতুক নানা রাজধানীতে যোত্রহীন কর্জ্জদারদিগের উপকারার্থ আদালতসকলের আজ্ঞাক্রমে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ডের দাওয়া হয় নাই এমত নানা ডেবিডেণ্ড মধ্যে২ ঐ যোত্রহীনেরদের আদালতের এক্লৌণ্টেণ্ট জেনরলের জ্ঞাতসারে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির আসৈনিরা ঐ প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের এক্লৌণ্টেণ্ট জেনরল ও সব ট্রেজরর সাহেবকে অর্পণ করিয়া ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা তফসীলে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারদের নামে জমা করিয়াছেন এবং যেহেতুক দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের কি তাহার কোন অংশের বিষয়ে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হইলে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে ঐ ডিবিডেণ্ড বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ডিবিডেণ্ড উক্ত প্রকারে এক্লৌণ্টেণ্ট জেনরলকে অর্পণ হইলে পর ছয় বৎসরের মধ্যে যদি তাহার কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন্ দাওয়া সাব্যস্ত না হয় তবে যোত্রহীনেরদের আদালত ঐ টাকা আসৈনিরদিগকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ যোত্রহীনদিগের সম্পত্তির উপর যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে আসৈনিরা ঐ টাকা বিলি করিয়া দিবেন এবং ঐ দাওয়া ঐ তফসীলহইতে উঠাইয়া ফেলিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু তৎপরে যে কোন ব্যক্তি আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করে উত্তর কালে যে কোন সম্পত্তি আসৈনি সাহেবের হাতে আইসে এবং ঐ যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দিতে হুকুম হয় তাহাহইতে ঐ ব্যক্তির আপন অংশ পাইবার যে অধিকার আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের এক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত প্রকারে ঘোষণা না হইলে এই আইনানুসারে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ড কোন সময়ে বণ্টন হইবেক না। অর্থাৎ পুর্ব্বোক্তমতে বণ্টন করিয়া দিবার এক বৎসর অনূ্যন পূর্ব্বে এক কৈফিয়ৎ প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তিনবার ইঙ্গরেজী ভাষায় এবং দেশীয় এক বা ততোধিক ভাষায় প্রকাশ হইবেক। এবং যেং ব্যক্তির দাওয়ার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড গচ্ছিত আছে তাহারদের নাম ও তফসীলের লিখিত তাহার বিষয়ের অন্যং বিবরণ এবং সেই দাওয়ার সংখ্যা ঐ কৈফিয়তে থাকিবেক। এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে তাহার সম্পর্কে পূর্ব্বে কোন এক বা ততোধিক ডিবিডেণ্ড দেওয়া গিয়াছে কি না এবং যে প্রাপ্য টাকাপ্রযুক্ত কোন ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে তাহার বিষয়ে কোন প্রমাণ কোন সময়ে দেওয়া গিয়াছে কি না। কিন্তু যে পাওনার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে এইমত পাওনার দাওয়া যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে সাব্যস্ত করে নাই কেবল সেই গতিকে এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ টাকার ডিবিডেণ্ড হইয়া মহাজনেরদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দৃষ্ট হয় যে কোন যোত্রহীন ব্যক্তির আপন ঘরের কোন চাকরের মাহিয়ানা বাকী থাকে তবে উক্ত আদালত ঐ ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করণের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তিহইতে ঐ চাকরেরদের মাহিয়ানা দিবার হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধ ছয় মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে জারী হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৮ অষ্টাবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৯ সালের ২৩ আইন সৈন্যের সমভিব্যাহারি ব্যক্তিরদের বিষয়ে চলন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে গতিকে অপরাধি ব্যক্তি সিপাহী হইলে ১৮৩৯ সালের ২৩ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় সেই গতিকে যে কোন অপরাধী কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়া যুদ্ধবিষয়ক আইনের অধীন হয় অথচ সনদ প্রাপ্ত সেনাপতি না হয় সেই অপরাধী ঐ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং অন্য প্রকারেও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং এই আইনানুসারে যে অপরাধিরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২ আইন খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৯ ঊনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মোকদ্দমা অথবা আপীল চালাওনের ত্রুটিকরাতে তাহা ডিসমিসকরণের বিষয়ে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজের যেং আইন সম্পর্ক রাখে তাহা সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেক এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কায়েং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে যে সকল খরচ পত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণ এবং তাহা ডিসমিসহওন প্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সরাসরী আপীল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN.

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের কোন২ আদালতে যথার্থ বিচারের বাধা নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন্ তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্ত এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্য

কারক সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টর সাহেবেরা অথবা কালেক্টর সাহেবেরদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকেরা উপরের উক্ত প্রকারে বাধাকরনিয়া ব্যক্তির ২০০) টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধি ব্যক্তিকে এক মাসের অনধিক মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যং মোকদ্দমাতে উক্ত কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর যেমত আপীল হইতেছে সেইমত উক্ত সকল গতিকেও ঐ কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত আপীল হইতে পারে এবং এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের হুকুম এবং উক্ত কার্য্যকারকেরদের দণ্ডের হুকুম মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে চলিত নিয়মমতে দরখাস্ত হইলে তাঁহার দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২।৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে আপীলের বিষয়ে এবং উপরিস্থ আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা শুধরিবার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের সহিত বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যে২ ভাগ সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট অথবা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন অন্য যে কোন কার্য্য কারক ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন তিনি ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সীমার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালতসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের

সীমার বহির্ভূত ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালত সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর পূর্ব্বোক্তমত এক মাসের মধ্যে সেশন জজ সাহেবের নিকটে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং সেশন জজ সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর তিন মাসের মধ্যে সদর নিজামৎ আদালতে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন ঐ আপীলের উপর যে২ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিয়ত অধস্থ কোন আদালতের ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিতে পারেন্ এবং তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমা সদর নিজামৎ আদালত এরূপ তলব করেন্ সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত অথবা যে আপীল কোন ফৌজদারী আদালতে হয় তাহাতে ঐ আদালত হুকুমহওয়া দণ্ড বেশী করিতে পারেন না অথবা যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতের দ্বারা নির্দ্দোষী হইয়াছিল তাহার দণ্ড করিতে পারেন্ না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নিয়ত আপন২ আদালতের অব্যবহিত অধীন কোন আদালতের কার্য্য নিয়ম মত হইতেছে কি না ইহা সুবোধরূপে নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ২ আদালতের রোয়দাদ তলব করিয়া তজবীজ করিতে পারেন্। কিন্তু নিজামৎ আদালতের তুল্য আদালতব্যতিরিক্ত অন্য কোন আদালত অধস্থ কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের উপর তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এই আইনের বিধানানুসারে রীতিমত আপীল না করিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন্ না ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব যে দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন্ তাহা আসামীর অপরাধের তুল্য নয় বোধ করিলে তিনি ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিপরীত কোন বিধি থাকিতেও তাহার নিষেধ হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে তাহার দ্বারা ১৮৩৭ সালের ২৪ আইনে এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অন্যং ভাগে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে ক্ষমতা ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তর হইল অথবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১০ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক সামগ্রী বিক্রয়ের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মকরণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন ও বিধানের দ্বারা পাট্টাবিনা শহর কলিকাতার মধ্যে মাদক সামগ্রী বিক্রয়ের নিষেধ আছে এবং ঐ পাট্টাদেওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহার নিয়ম উলঙ্ঘনকরণের অথবা সেইরূপ পাট্টা না পাইয়া মাদক সামগ্রী বিক্রয় করণের দণ্ড নিরূপিত আছে সেই সকল আইন ও বিধান শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক দ্রব্য বিক্রয়ের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের. বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতাভিন্ন যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ২২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতি পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

অস্থাবর বস্তু চুরীর অপরাধভিন্ন কোনং ক্ষুদ্র চুরীর বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের বিধি খাটাইবার আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে যে ক্ষুদ্র চুরী অস্থাবর সম্পত্তির চুরীর অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে তাহা করিয়াও অপরাধিরদের দণ্ড হয় নাই এবং দণ্ড না হওয়াতে অনেকং গতিকে সম্পত্তির বিঘ্ন হইতেছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত যেং গতিকে চুরীহওয়া বস্তু ২০) টাকা মুল্যের ঊর্দ্ধ নহে সেইং গতিকে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন খাটিবেক অর্থাৎ কোন বড় বা ছোট জাহাজ বা কোন প্রকার নৌকা হইতে কিম্বা কোন গুদী বা ঘাট কি পোস্তাহইতে কোন জিনিস বা বাণিজ্যদ্রব্য চুরী করণ এবং কোন চাকর আপন মুনিবের অথবা মুনিবের দখলে কি অধীনে কোন দ্রব্য বা টাকা চুরীকরণ অথবা অন্য ব্যক্তির শরীরহইতে কোন জিনিস বা টাকা চুরীকরণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

তরজমা করণবিষয়ক বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের কোনং বিধি রদকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমাকরণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বিষয়ি যে বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তরকরণ আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ধারা রদ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

নানা রাজধানীর উপরিস্থ আদালত পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয় ও সুগমরূপে আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪১ সালের ১৯ ও ২০ আইনের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই সকল ক্ষমতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর উপরিস্থ দেওয়ানী আদালতেরদের হইবেক এবং উত্তর কালে সেই আইন সকল রাজধানীর দেশে চলন হয় সেই সকল আইনের মধ্যে " সদর আদালত" এই কথা লেখা থাকিলে তাহা সকল রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারীর সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালত বুঝাইবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের বাহিরে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সাধারণ লোকের দের গমনাগমনের কোন স্থানের অথবা কোন বাসস্থানের নিবাসিরদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্য ও উপকারের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর দুই গবর্ণমেণ্টের কোন এক গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি এমত বোধ হয় যে ঐ রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন শহর কি শহরতলী কি বসতি কি সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের স্থানের ও নিবাসের গৃহস্থেরদের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী মেরামৎ ও পরিষ্কারকরণের ও তাহাতে আলো দেওনের ও জলপথ করণের অথবা চৌকী দেওনের নিমিত্ত কিম্বা সেইরূপ অন্য কোন স্থানবিশেষের কার্য্যের নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করিতে চাহে তবে উপরের লিখিত সেই স্থান যে গবর্ণমেণ্টের অধীন সেই গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিতমতে তাহার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট উক্ত গৃহস্থেরদের স্থানে অথবা তাহারদের পক্ষে উক্ত অভিপ্রায়ের বিষয়ের দরখাস্ত পাইলে যে ব্যক্তিরদের নাম গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হয় অথবা তাহারদের মধ্যে ঐ স্থাননিবাসিরদের যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট তৎস্থানীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে আপন বিবেচনাক্রমে এক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত অভিপ্রায় সম্পাদনের নিমিত্ত যে টাক্সের

আবশ্যক হয় তাহা এবং যে হারে ঐ টাক্স বসান যাইবেক তাহা ঐ কমিটি নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারা আবশ্যক সকল বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ এবং যে২ চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে ঐ স্থানের মধ্যে বাটীর খাজানার কি বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্সের হার নির্দ্দিষ্ট হইবেক না এবং সম্বৎসরে এক টাক্সের অধিক লইতে হইবেক না। কিন্তু ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের পক্ষে ঐ কমিটি যে কোন বন্দোবস্ত করেন্ তাহার বিষয়ে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বর অর্থাৎ অন্তঃপাতী স্বয়ং দায়ী হইবেন না। এবং উক্ত প্রকার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ হইলে ঐ কমিটি এবং তাহার প্রত্যেক জন মেম্বর তাহার দায়ী হইবেন এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের টাকা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নালিশক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার দ্বারা পুনর্ব্বার পাওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গৃহস্থেরদের স্থানে যে টাকা আদায় হয় তাহা নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত যে বিধি আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গতিকে প্রত্যেক কমিটির নিমিত্তে নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ টাকা অপচয় হইবার অথবা ঐ কর্ম্মের ব্যাঘাত হওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বরকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন্। এবং ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ কমিটিতে কার্য্য করিতে যদ্যপি কমিটির অবশিষ্ট মেম্বরেরা এক মাসের মধ্যে ঐ রাজধানীতে গবর্ণমেণ্টের খাতিরজমা মত কোন এক জনকে মনোনীত না করেন্ তবে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

প্রতিবৎসরে একবার আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে অথবা গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলে বৎসরে ততোধিকবার উক্ত কমিটি গত বৎসরের সকল টাকার জমা খরচের হিসাব গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কোন পাঠ নিরূপণ করেন্ ও খরচের যে নিদর্শনপত্র দেখাইতে হুকুম করেন্ সেই পাঠানুসারে এবং সেই নিদর্শনপত্র সমেত গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিটি কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে দরখাস্ত করিলে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট

আছে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন বাকীদারের স্থানে পাওনা টাক্স আদায় করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কোন টাক্স অসিদ্ধ হইবেক না এবং যদ্যপি উক্তমতে কোন হার নিরূপণকরণেতে অথবা ঐ হারের অনুসারে কোন টাক্স বসানেতে টাক্সহওয়া বাটীইত্যাদি প্রচুরমতে চেনা যাইতে পারে তবে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বাটীইত্যাদির স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক নাহি। এবং ঐ টাক্সহওয়া বাটীর মধ্যে কোন সময়ে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ঐ টাক্সের টাকা আদায়ের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও বিক্রয়হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই উক্ত প্রকার কোন কমিটি রহিত করিতে পারেন্ এবং ঐ কমিটি কি তাহার কোন মেম্বরেরা যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং উক্ত প্রকার যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন্ তাঁহারা কোন লোকেরদিগকে ও কোন কাগজপত্র ও রোয়দাদ তলব করিতে এবং বলপূর্ব্বক লোকেরদিগকে হাজির করিতে কি ঐ কাগজপত্র দাখিল করিতে এবং সুকৃতিপূর্ব্বক সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

ভিন্ন দেশজাত চিনি আমদানীকরণবিষয়ক আইন শুধরণ ও স্পষ্টকরণের আইন।

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভিন্ন দেশজাত কোন চিনি অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের মধ্যে যে কোন প্রদেশে ভিন্ন দেশজাত চিনি আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই প্রদেশজাত চিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগে ডাঙ্গায় তুলিতে কিংতুলিবার উদ্যোগ করিতে যে নিষেধ ও দণ্ড ১৮৩৬ সালের ৩২ আইনে এবং ১৮৩৯ সালের ১৫ আইনে লেখা আছে সেই নিষেধ ও সেই দণ্ড উক্ত দুই রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগেতে ভিন্ন দেশজাত যে চিনি অন্য কোন প্রকারে আমদানী হয় সেই চিনির বিষয়েও খাটিবেক ও খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিবার নিমিত্ত এবং সৈন্য সম ভিব্যাহারি লোকেরদের উপর যেং ঝুঁকী হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্ত যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে কোর্ট রিক্বেষ্ট সৈন্যের ছাউনিতে স্থাপন হয় সেই কোর্ট অর্থাৎ আদালতের এলাকার অধীন কোন ব্যক্তি লেনাদেনাকরাতে অথবা নগদ টাকার কর্জ্জেতে দেনদার হইলে যে ব্যক্তি ঐ পাওনা টাকা আদায় করিতে উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করিয়া তথায় ব্যবসায় করিলেও কিম্বা সৈন্যের কোন ছাউনিতে ইহার পূর্ব্বে ব্যবসায়ী থাকিলেও যদ্যপি দেনা হওন সময়ে ঐ ছাউনির মধ্যে সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারওয়ালার ন্যায় রেজিষ্টরী না ছিল তবে ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পল্টনের কোন ভাগে যে সকল লোকেরা কর্ম্ম করে এবং কোন কর্ম্মের নিমিত্তে সরকারহইতে মাহিয়ানা পায় তাহারা ও ক্ষুদ্র চাকরেরা

এবং সৈন্যের সমভিব্যাহারি অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার লোকেরা সিপাহীরদের মতে ১৮৪১ সালের ১১ আইনের এবং ১৮৪১ সালের ২৮ আইনের বিধির অধীন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১। যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নীচের লিখিত হুকুম করিয়াছেন।

উইনজরের দরবারে।

১৮৪২ সাল ১৫ জানুআরি।

বর্ত্তমান।

শ্রীশ্রীমতী ইঙ্গলণ্ডের মহারাণী।
শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবর্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রেসীডেণ্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রিবি সীল।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টুআর্ড।
শ্রীযুক্ত লার্ড চেম্বরলেন।
শ্রীযুক্ত অর্ল জর্সি।
শ্রীযুক্ত অর্ল রিপন।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি।
শ্রীযুক্ত লার্ড ফিটসজেরাল্ড ও বেস্‌সী।
শ্রীযুক্ত সর রাবর্ট পিল।
শ্রীযুক্ত চান্সেলর অফ দি এক্সচেকর।
শ্রীযুক্ত সর জেম্‌স গ্রেহেম।
শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড নাচবুল।

যেহেতুক ভারতবর্ষনিবাসি লোকেরদিগকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর দেশান্তর রাজ্যে গমন করিতে ভারতবর্ষীয় যে আইনের দ্বারা এক্ষণে নিষেধ আছে তাহা অল্প কালের মধ্যে মরিচ উপদ্বীপের সম্পর্কে রদ হওনের কল্প আছে এবং ঐ ব্যক্তিরদের ঐ

উপদ্বীপে গমনের অনুমতি দেওনের আইন ঐ ভারতবর্ষে অল্প কালে জারী হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐ আইনের মধ্যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষণার্থ এবং মন্দাচরণ নিবারণার্থ বিধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এবং যেহেতুক পুর্ব্বোক্তমতে যে আইন করণের সম্ভাবনা আছে সেই আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকিবার কল্প আছে যে ভারতবর্ষহইতে যে মজুরেরা মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত আছে তাহারদের নেগাহবানী ও রক্ষা করণের এবং কর্ত্তৃত্ব করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষের বন্দরে ও স্থানে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যেহেতুক অনুমান হয় যে ভারতবর্ষহইতে ঐ মরিচ উপদ্বীপের মধ্যে মজুর আনয়নের যে খরচ হয় তাহা ঐ উপদ্বীপের রাজস্ব হইতে দেওনের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপে এক আইন জারী হইবেক। এবং যেহেতুক ঐ খরচের সুনিয়ম করণার্থ এবং ভারতবর্ষহইতে ঐ উপদ্বীপে মজুরপ্রভৃতি আনয়ন করণেতে মন্দাচরণ নিবারণ করণার্থে মরিচ উপদ্বীপে আইন করণের আবশ্যক আছে। অতএব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হুকুম করিতেছেন যে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তরে গমনের নিবারণার্থ যে আইন চলন আছে তাহা রদ করণের বিষয়ে এবং ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করণের অনুমতি দেওনের বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন আইন জারী হয় এবং যদি ঐ আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকে যে ভারতবর্ষের বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের রক্ষা করণার্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে রফ্তু হওনের নিরূপিত বন্দরে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন তবে এই হুকুমের শেষে যে তফসীল লেখা আছে তাহার নির্দ্ধারিত সকল নিয়ম ও বিধান মরিচ উপদ্বীপে আইনের ন্যায় বলবৎ ও জারী হইবেক এবং ঐ উপদ্বীপের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে দেওয়ানী ও যুদ্ধসম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম্মকারক থাকেন তাঁহারা এবং ঐ উপদ্বীপের শ্রীশ্রীমতীর সকল প্রজা আপন২ সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন ও জারী করিবেন ইতি।

এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের এক প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি সাহেব এই বিধানসম্পর্কীয় যে সকল হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন ইতি।

সি গ্রেবিল।

উক্ত বিধানের নির্দ্দিষ্ট তফসীল অর্থাৎ ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি গমন করে এবং পঁহুছে তাহারদের বিষয়ি নিয়ম ও বিধান।

১। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের যেং বন্দর অথবা স্থানহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে অনুমতি দেন সেই২ বন্দর বা স্থানে মরিচের গবরনর সাহেব যে ব্যক্তিদিগকে উচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেন্টী কর্ম্মে সময়ে২ নিযুক্ত

করিতে পারেন্ এবং মরিচ উপদ্বীপে যাহারা এইরূপে পঁহুছে তাহারদের রক্ষা করণার্থে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন্ সেই বন্দর বা স্থান হইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানহইতে গমনকরিতে উদ্যত আছে সেই স্থানহইতে মরিচ উপদ্বীপ কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন্। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে দুইং টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক থাকে সেই থাক এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পারিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না

এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদাদের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যা হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রফু হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখঅনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ২ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখঅনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেই২ পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। ভারতবর্ষের কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে যত সপ্তাহের গণনা করিতে হইবেক তাহা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই নিমিত্ত জারীকরা আইন বা বিধানের দ্বারা সময়ে২ নিরূপণ করিবেন এবং বৎসরের ভিন্ন২ ঋতুতে ঐ যাত্রার আন্দাজী সময়ের ভিন্ন২ অনুমান করিতে হইবেক কি না তাহা ঐরূপ আইন বা বিধানের দ্বারা নির্ণয় হইবেক। এবং যদি বৎসরের কোন বিশেষ সময়েতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে দেশান্তর গমন করিতে একেবারে নিষেধ হয় তবে ঐ নিষিদ্ধ কালের মধ্যে যদি তাহারদিগকে দেশান্তর করা জায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এই আইনের উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৮। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানে এই বিধানক্রমে যে এজেন্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৯। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং মরিচ উপদ্বীপে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

১০। যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা রফ্তু হয় সেই স্থানের এজেন্ট সাহেব এই বিধানের দুই খান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রফ্তু হওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির এক খান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১১। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রফ্তু হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেন্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও বয়স ও ব্যবসায়ের দুই খান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেন্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেন্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা আগত বিদেশীয়েদের রক্ষক সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ

জাহাজের উপর গমন করিবেন এবং যথাসাধ্য ঐ জাহাজের তদারক স্বয়ং করিয়া ও চড়নদারেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের শয়ন স্থানের বিষয়ে এবং ঐ জাহাজের পরিমাণ ও জরিপের হিসাবে যত চড়নদার লইতে হয় তাহার বিষয়ে এবং সমুদ্রপথে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের আহারাদির বিষয়ে যে সকল হুকুম এই বিধানের মধ্যে পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না। পরে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব স্বয়ং ঐ ব্যক্তিরদিগকে একত্র করিয়া তাহারদের সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে মোকাবিলা করিবেন এবং ঐ জাহাজের উপর যত আগত বিদেশীয় থাকে তাহারদের সমুদায় সংখ্যা ঐ তালিকার নকলে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং যদি সেইরূপ কোন দেশান্তার গমনকারি ব্যক্তি যাত্রাকরণ সময়ে মরিয়া থাকে অথবা যদি ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রকৃত সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে না মিলে তবে আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ মৃত্যু অথবা বৈলক্ষণ্যের কথা ঐ তালিকার নকলেতে লিখিবেন পরে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জাহাজহইতে নামিতে বা তটে উঠিতে আপনার দস্তখৎকরা এক পরওয়ানা দিবেন ইতি।

১২। যদি ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ জাহাজ এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগের তদারক স্বয়ং করিয়া তাহার এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যেপূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মের মতাচরণ নিতান্ত হইয়াছিল তবে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছনের বিষয়ে এবং তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল ও যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল এই সকল বিষয়ের এক সর্টিফিকেট দস্তখৎ করিয়া তাহা দিবেন ইতি।

১৩। মরিচ উপদ্বীপের খাজাঞ্চী ঐ উপদ্বীপের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের পরওয়ানা না পাইলে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের বিষয়ে কিছু টাকা দিবেন না এবং ঐ আগত ব্যক্তিরদের রক্ষক সাহেবের পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট না পাইলে ঐ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেব কোন পরওয়ানা দিবেন না ইতি।

১৪। যে সকল ব্যক্তির বিষয়ে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব এইরূপে সর্টিফিকট দেন্ সেই প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহারা যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল ও যে বন্দরহইতে রক্ত হইয়াছিল এবং যে সময়ে ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিল তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরের এক নকল প্রতিবৎসরের ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন ও ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরে ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের হুজুর কৌন্সেলে দিবেন ইতি।

১৫। এবং ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাওনিয়া কোন জাহাজ যদি এই বিধানের মধ্যে দেওয়া অনুমতি ও হুকুম অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চড়নদার লইয়া যায় তবে ঐ নিয়মঅপেক্ষা যত অধিক চড়নদার লয় তাহার প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্তে ৫ পৌণ্ড অর্থাৎ ৫০) টাকা জরীমানা হইবেক। এবং জাহাজের দুই তালার মধ্যে যত ব্যবধান থাকিবার হুকুম আছে সেই জাহাজের মধ্যে যদি তাহা না থাকে অথবা যদি ইহার পূর্ব্বে হুকুমকরা মেজ্যার ইহার পূর্ব্বে হুকুমকরা প্রকারে সমুদায় যাত্রাকালে না রাখা গিয়া থাকে ও না রহিয়া থাকে অথবা যদি শয়ন করিবার নিমিত্ত দুই থাকের অধিক মাচান থাকে অথবা যদি ঐ জাহাজের যাত্রার সমুদায় কাল ব্যপিয়া জাহাজের তালা এবং শয়ন করিবার নিমিত্ত অধস্থ থাকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান না থাকে অথবা ঐ প্রকার চড়নদারের ব্যবহার ও খরচের নিমিত্ত যেং প্রকার ও যত জল ও আহারীয় দ্রব্য লইবার হুকুম ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে যদি সেই জাহাজের মধ্যে সেইরূপ জল ও আহারীয় দ্রব্য না থাকিয়া জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হয় ও সমুদ্রে গমন করে অথবা দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের তালিকা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও রীত্যনুসারে না পাইয়া যদি ঐ জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হয় অথবা যদি সেই তালিকা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা করা গিয়া থাকে অথবা যদি এই বিধানের নকল দেখাইতে যেরূপে ইহার পূর্ব্বে হুকুম আছে সেইরূপে যদি তাহা দেখান না যায় অথবা যদি যাত্রার সময়ে এবং জাহাজ মরিচে পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তিকে আহারাদি না দেওয়া যায় তবে মরিচ উপদ্বীপে পহুছনের পর বারো মাসের মধ্যে কোন সময়ে কোন বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের ঐং অপরাধের সরাসরীরূপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের কম না হয় এবং ২০ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের অধিক না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় অথবা বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত হওন কালে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে যদি ঐ জরীমানা না দেওয়া যায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এক মাসের কম ও তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬। কিন্তু ঐ প্রকার জাহাজে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি বা তাহার তরফের কেহ বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক কি মালিকেরদের সঙ্গে যে কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকে সেই বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন করণ অথবা তদনুসারে মতাচরণ না করণের বিষয়ে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির নালিশ বা মোকদ্দমা করণের যে অধিকার আছে তাহা এই বিধির লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ অথবা ন্যূন হইবেক না ইতি।

১৭। কিন্তু আদমিরাল্টির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত

কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

১৮। ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি কোন ব্যক্তি তথায় পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করণের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেক না এবং ঐ সময় অতীত হওনের পূর্ব্বে কর্ম্ম করণের যে কোন বন্দোবস্ত হয় তাহা সর্ব্ব প্রকারে রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৯। ভারতবর্ষহইতে যে সকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছে এবং ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করিবার বন্দোবস্ত করে সেই দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে কোন কর্জ বা বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহার বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে তাহার নামে কোন নালিস বা মোকদ্দমা বা দাওয়া হইতে পারে না ইতি।

২০। মরিচ উপদ্বীপে কৃষি কর্ম্মে বা শিল্প কর্ম্মে অন্যান্য মজুরেরদের কর্ম্ম করণের বন্দোবস্তের বিষয়ে তথায় যে আইন চলিত আছে সেই আইনে যত কালের নিয়ম আছে ও যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যে ব্যক্তিরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বন্দোবস্ত করিতে হুকুম আছে তদনুসারে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছিলে ঐ উপদ্বীপে খাটনীর বন্দোবস্ত করিবেক এবং অন্য কোন প্রকারে বন্দোবস্ত করিবেক না ইতি।

২১। এইং বিধানের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ না হয় এমত যেং আইন ও হুকুম দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জারী হয় সেই সকল আইনের প্রতিপালন হইয়াছে ইহার হৃদ্বোধ প্রমাণ মরিচ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেবের না হইলে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি যে ব্যক্তিরা ঐ উপদ্বীপে পঁহুছে তাহারদের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপের খাজানাখানাহইতে কিছু টাকা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২২। যে কোন গতিকে এই বিধানের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের কথা পুংলিঙ্গে অথবা এক বচনে লেখা গিয়াছে সেইং স্থলে সেই কথা স্ত্রীলিঙ্গ ও অনেক ব্যক্তির বিষয়ে খাটিবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু এই সকল বিধান যে অভিপ্রায়ে এবং যে কার্য্য সিদ্ধ করণার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি কেবল পুংলিঙ্গ ও এক বচনের অর্থ করণের আবশ্যক হয় তবে সেই স্থলে কেবল সেইরূপ অর্থ করিতে হইবেক ইতি।

সি গ্রেবিল।

অতএব উক্ত হুকুমানুসারে এবং তাহা সফল করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সমুদ্রপথে গমন সময়ে এবং ঐ উপদ্বীপে তাহারদের বাস করণ সময়ে তাহারদের রক্ষা করণের বিষয়ে এবং পাঁচ বৎসরের শেষে অথবা তাহার পর যে কোন সময়ে তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে চাহে সেই সময়ে তাহারদের নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে যেং বিধান এবং যেং উদ্যোগ করা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বোধে আবশ্যক হয় সেইং বিধান ও উদ্যোগ মরিচ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেব করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত বিজ্ঞাপন হওনের সম্বাদ যে দিনে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব গেজেটের মধ্যে প্রকাশ করেন্ সেই দিবসঅবধি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের মরিচে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং মরিচ উপদ্বীপছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ভারতবর্ষহইতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দর দিয়া মরিচ উপদ্বীপে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু এই আইনের বিধানের অন্যমতে তাহারা যাইতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যেং ব্যক্তিকে মরিচের গবর্নর্ সাহেব নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত

পরওয়ানা না পাইলে ঐ জাহাজে সেই বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে সময়েং গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন্ সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১ টাকা রসুম লওয়া যাইবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানাতে দাখিল হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা মরিচ উপদ্বীপে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুই খান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরিমানা দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ মরিচ উপদ্বীপে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি ও ইচ্ছা জানাইয়াছে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজকে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের

আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেন্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে উপরের লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেন্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম হইয়াছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। এবং ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেন্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে পূর্ব্বলিখিত তফসীলের ৪। ৫। ৬। এবং ৮ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়ে২ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তফসীলের ৭ দফার উপলক্ষে ঐ২ বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক ইতি।

কলিকাতার বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষপর্য্যন্ত দশ সপ্তাহ্।

নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত আট সপ্তাহ।

মান্দ্রাজ বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মারের শেষপর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ্ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ।

বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ্ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত ছয় সপ্তাহ।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে কোন জাহাজ রওয়ানা হওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে পূর্ব্বে প্রকাশিত

তফসীলের ১১ দফায় যে তালিকার বিষয়ে লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরের নিযুক্ত হওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১১ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফ্তু হওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনার্থ জাহাজ রফ্তু করণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফ্তু হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে মরিচ উপদ্বীপে রফ্তু হওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০) টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের নিমিত্ত পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্পর্কে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে মরিচ উপদ্বীপে

দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে মরিচে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য ঐং কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রক্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০) টাকা জরীমানা করিতে পারেন অথবা ছয় মাসের অনর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে রক্ত হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারের গনতি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণতি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণতি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন এবং ঐ গণতির তালিকায় দস্তখৎ করেন। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহাদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন

এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ত্রুটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণতি হইলে সেই গণতির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইবেন। এবং হাসিলের কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়া শুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপকরিয়া থাকেন সেই কার্য্যকারক বা আড়-কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরিমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলি-কাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যে রূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেই রূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন সেইং দণ্ডের হুকুম জারি হই-বেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়াথাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

জমীদারেরদের ও ভূম্যধিকারিরদের দেওয়া পাট্টার মিয়াদের বিষয়ি আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ১৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা মন্তান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা সরকারের সহিত যেং মিয়াদে বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেইং মিয়াদের অধিক না হয় এত কাল-পর্য্যন্ত পাট্টা দিতে পারেন্ অথবা কোন ভূমির খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন্। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাহইতে অধিক মিয়াদে পাট্টা দেন্ কিম্বা ভূমির খাজানা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ পাট্টা অথবা ভূমির খাজানার বন্দোবস্ত আপনারদের মিয়াদের অধিক যত কাল হয় কেবল তত কালের নিমিত্ত রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ভূমির অধিকার এবং ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমি বিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজি-ষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেইং স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহার প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ

পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐ২ রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পুর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়াছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সে-লের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিয়ম করণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপী-লের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন্ যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন্ তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মূৎফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটি-বেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদা-লতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

খাস আপীলের বিধি সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল ঐ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে

নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাসআপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখাযায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখাগিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন্। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই এরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকল লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যে রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইত সেই রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্‌ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক আইনের নির্দ্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে কোন২ অপরাধের নালিশ হইতে পারে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা তাঁহারদের জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারা ঐ নালিশের বিচার করিতে পারেন্। এবং যেহেতুক মাজিষ্ট্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সমক্ষে যে২ অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারদের সমক্ষে যে২ দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্ন২ বিধি আছে। এবং যেহেতুক ব্রিটনীয় প্রজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহারদের ঐ দোষ মফঃসলে জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্‌ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে আইন আছে তাহা শুধরণের আবশ্যক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করিলে সরকারের আইনানুসারে যে কার্য্যকারকের নিকটে এবং যে২ বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুষ্টিস অপ দি পীস কোন অপরাধ

সাব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর এবং উক্ত আকৃট অর্থাৎ আইনানুসারে যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করেন্ তাঁহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর আপীল সেই কার্য্যকারকের নিকটে এবং সেইং বিধির অনুসারে হইবেক এবং এমত যে মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমাছাড়া অন্য মোকদ্দমায় কোন দণ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এ আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ি আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারী করণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজারীর কোন দাওয়ার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন সরকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহাকে অথবা তাহাকে বলপূর্ব্বক খাটাওনের বা সেবা করাওনের অধিকার বিক্রয় করিতে বা করাইতে পারিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবং সেই ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অথবা কোন শিল্প কর্ম্ম বা উপজীবিকা কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি অর্পণ কিম্বা দান অথবা মুমূর্ষু দানক্রমে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি গোলাম অথবা যাহার স্থানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহা বলিয়া সেই সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথবা তাহার দখল করিতে নিবারণ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম্ম কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহার প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আমীনেরদের এবং মুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন্ এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন্ কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ যেং আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেইং আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদা-লতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐং ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসমেত দিতে হইবেক। এইং গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা

আমলা এক পক্ষ হন্ সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যেং গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ না সেইং গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন্ এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন্ পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপনং নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎকরা উচিত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা যায় সেইং ভাগ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন্ তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে সদর আদালতের ডিক্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত যে কোন আইনে প্রবিন্স্যাল এবং জিলার আদালতের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিক্রী এবং সদর আদালত ও প্রবিন্স্যাল আদালতের নিকটে দরপেশহওয়া দরখাস্তের বিষয়ি ঐং আদালতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেই২ নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রীসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

HN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগস্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মাসুল আদায়ের বিষয়ি এবং নিমক প্রস্তুতকরণের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২ আইন ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মাসুল আদায় করণের অথবা নিমক প্রস্তুত করণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা রাজ-ধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওয়া এবং তথাহইতে রফ্তহওয়া জিনিসের উপর পশ্চাৎ লিখিত মাসুল লওয়া যাইবেক এবং আর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। বিশেষতঃ

সকল প্রকার লবণের উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি দুই টাকা এবং ঐ লবণ আলাহাবাদের পূর্ব্ব দিগে প্রেরণ হইলে মোন প্রতি অধিক এক টাকা।

গরসাফ তুলার উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি চারি আনা এবং সাফ তুলার উপর মোন প্রতি আট আনা।

মিস্রী ও কুন্দ ও চিনী ও সকল ভূরা ও দোবরা চিনীর উপর রফ্তানীর মুখে মোন প্রতি আট আনা। ও গুড় ও রাব ও শিরা ও ভুরা ও দোবরা ছাড়া সকল প্রকার চিনীর উপর মোন প্রতি তিন আনা।

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা নিষেধ হইল এবং নিষেধ থাকি-বেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকিবেক যে

উক্ত মাসুল যেরূপে এবং যে পথ বা পথসকলে এবং ঐ পথ বা পথসকলের উপর অথবা তাহার নিকট যেং স্থানে আদায় করণের নিমিত্ত যেং হুকুম উচিত বোধ করেন্ সেইং হুকুম সময়ক্রমে দেন্ ও জারী করেন্। এবং ঐ সকল হুকুম এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে যে গেজেটে ঐ হুকুম প্রকাশ হয় সেই গেজেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি ঐ হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি এবং তাহার পর সরকারের বিশেষ অনুমতি বিনা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম সকল দেশে ভক্ষণীয় নিমক প্রস্তুত করিতে নিষেধ হইল। এবং যেং ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করে অথবা ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করণার্থ খালাড়ী তৈয়ার করে বা করায় তাহারদের এবং যে সকল জমীদার কিম্বা অন্যান্য ভূমাধিকারী কি তাহারদের গোমাশ্তা ঐরূপ বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহারদের অপরাধ ঐ অপরাধ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে সাব্যস্ত হইলে তাহারদের ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহারা কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক। এবং যে সকল খালাড়ীতে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বসান গিয়াছিল তাহা নষ্ট করা যাইবেক এবং তাহাতে যে সকল নিমক প্রস্তুত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার সকল খালাড়ী নষ্ট করিতে পারেন্ এবং তাহাতে রাখা সকল নিমক ক্রোক করিতে পারেন্ এবং যেং ব্যক্তি ঐ লবণ প্রস্তুত করণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যে জিলার সীমার মধ্যে অপরাধ হইয়াছিল সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশে যে সকল চিনীর আমদানী করা যায় তাহা এবং এই আইনের নিরূপিত মাসুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুসারে যে সকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দ্রব্য আমদানী

অথবা রফ্তানী হয় তাহা এবং তাহা যে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ-প্রভৃতিতে বোঝাই থাকে ঐ নৌকাপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের নিরূপিত মাসুল যে সকল ব্যক্তি না দেয় অথবা না দিবার উদ্যোগ করে এবং যে সকল ব্যক্তি মাসুল না দেওনের ও না দিবার উদ্যোগ করণের সহায়তা বা সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে কিম্বা এই আইনের বিধানানুসারে করা ও জারী হওয়া কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কার্য্য করে এবং যে সকল জমীদার এবং অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের গোমাশ্তা ঐরূপ মাসুল না দেওন বা না দেওনের উদ্যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা সেই কার্য্যের সহায়তা করে তাহারদের দোষ যে জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা কোন গাড়ি এবং বাহন কি বস্তাতে মাসুলের যোগ্য কোন দ্রব্য অথবা এই আইনের দ্বারা আমদানী করিতে নিষেধ হওয়া দ্রব্য থাকনের বিষয়ে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লইতে পারে এবং এই আইনানুসারে যে সকল দ্রব্য জব্দের যোগ্য তাহা আটক করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক কিম্বা আটক হইলে ভূমির মালগুজারীর অথবা হাসিলের যে কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ জিনিস ধরা পড়ে অথবা আটক হয় তিনি যত শীঘ্র হইতে পারে সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে করিবেন এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব সেই দ্রব্য অথবা জিনিস জব্দ করিতে পারেন্ অথবা জব্দের পরিবর্ত্তে যে লঘু দণ্ড করিতে উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা যদি

কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত উপযুক্ত শোবে করে যে ঐ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক যদি শোবের উপযুক্ত কারণ না পাইয়া কোন গাড়ি বা বাহন কি বস্তার তালাশী লয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তির ২৫০৲ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দিলে তিন মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিকে। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য হওনের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক শোবের উপযুক্ত হেতু না পাইয়া যদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেপ্তার করে তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে তাঁহার সম্মুখে ঐ অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি বিচার হওনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় সেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশসকল তাঁহারা গ্রহণ করিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সামান্য মোকদ্দমার আপীলের বিচারের নিমিত্ত সময়ে২ যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল সেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কর্ম্মকারকদিগের সহকারিতা ও সহায়তা করিতে পোলীসের সকল কর্ম্মকারকেরদের এবং ভূমির মালগুজারী আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা সাগর ও নর্ম্মদা দেশ এবং আজমির প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সরকারী কার্য্য উত্তম প্রকারে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকাদগকে আদালতসম্পর্কীয় পোলীস ও ফৌজদারীর কার্য্যে পুর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্য-রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ২ সিরিশ্তা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের উভয় ভাগের গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা বা প্রদেশে জনেক বা জন কএক অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হওযা প্রত্যেক ব্যক্তি আপনং পদের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে জিলাতে নিযুক্ত হন্ সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নির্দ্দিষ্ট মুকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে কিম্বা পোলীসী কার্য্যে অথবা উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন্। বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের উপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন্ সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতার তুল্য কার্য্য করিবেন এবং এই২ গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুসারে যেং কার্য্যকারকের নিকটে হইতে

পারে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্পর্কীয় হুকুমের উপর আপীল সেইং কার্য্যকারকের নিকটে হইবেক। এবং পোলীসী কার্য্যের উপলক্ষে তিনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীন সর্ব্বতোভাবে থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন্ সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন্ তাহা মানিবেন এবং যে সকল কার্য্যের ভার দেন্ সেইং কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতা বাড়াইতে কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এবং আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক অন্য কোন পদ ধারণ করণের সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ ধারণ করিতে পারেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা দুস্কর্ম্মের জন্য তগীর হইবেন না। যখন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা কি ঘুস লওনপ্রযুক্ত কর্ম্মে থাকনের অযোগ্য বোধ হন্ তখন তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা ও হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এদেশীয় কোন ব্যক্তির কিম্বা ঐ দেশনিবাসি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজন্ম প্রজার আপন ধর্ম্ম বা জন্মস্থান কি বংশ কিম্বা বর্ণপ্রযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপ্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

অপরাধিরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় জ্ঞাত অপরাধিকে ধরিবার কিম্বা অজ্ঞাত অপরাধির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে সদর নিজামৎ আদালত এবং দায়েরসায়েরী আদালত কিম্বা পূর্ব্বকার দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের অনুমতি লইতে চলিত আইনে যে হুকুম আছে তাহাতে ক্লেস বোধ হইয়াছে এবং যেহেতুক স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে সময়েং পুরস্কার দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন তাহারদের নিকটে উক্ত প্রকার অনুমতির দরখাস্ত করা উচিত

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবং ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোনং গতিকে সুপ্রিম কোর্টের ট্রুষ্টী নিযুক্ত করণের আইন।

যেহেতুক ট্রুষ্টীরদের দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত কেবল নহে কিন্তু তাঁহারদের মরণ অথবা অনুপস্থান কিম্বা ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে অস্বীকার কি অপারগতাপ্রযুক্ত বারম্বার ক্লেশহওযাতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিতা স্ত্রী এবং অন্যেরদের যে সম্পত্তি ট্রুষ্টীরদের জিম্মা হয় তাহাতে বিশেষ বিঘ্ন ও খরচ হইয়া থাকে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যেং গতিকে সম্পত্তি ট্রুষ্টীর হাতে সোপর্দ্দ করা বিহিত হয় এবং ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে সম্মত কি পারগ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে সেইং গতিকে উক্ত রাজ্যের প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা ঐ কোর্টের অন্য যে কর্ম্ম-কারককে ঐ কোর্ট সময়েং মনোনীত করেন তাঁহাকে এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ সম্পত্তির ট্রুষ্টী হইবার নিমিত্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর মতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি সেইরূপে নিযুক্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাঁহার হাতে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ্দ থাকিবেক এবং তাঁহার নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি যেং নিয়মানুসারে সোপর্দ্দ ছিল সেইং নিয়মক্রমে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক ঐ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা অন্য যে রূপে সুপ্রিম কোর্ট হুকুম করেন সেই-রূপে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন এবং তিনি ঐ টাকার উপর শতকরা এক টাকা করিয়া কমিস্যন পাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে উক্ত যে সম্পত্তি

সোপর্দ্দ হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা তাহার সুদ কি উপস্বত্বের বিষয়ে ঐ সুপ্রিম কোর্ট কোন হুকুম করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ কোর্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে দরখাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনামা দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রথমকার ট্রুষ্টী অথবা তৎপরে নিযুক্ত কোন ট্রুষ্টার হাতে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিতে অথবা ঐ কোর্ট অন্য যেমত হুকুম করেন্ সেইমতে কার্য্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বারা নিষেধ নাহি ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন দান অথবা উইলের দ্বারা দত্ত বস্তু কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অংশ পাইবার অধিকার রাখে তবে যে এক্সেকিটর অর্থাৎ অছি কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা ঐ উইলক্রমে দত্ত বস্তু কিম্বা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেয় বা অর্পণীয় হয় তিনি অথবা যে ব্যক্তি ঐ প্রকার দান করেন্ তিনি অথবা ঐ দানের কোন ট্রুষ্টী তাহা এই আইনক্রমে নিযুক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে দিতে অথবা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কোর্টের ট্রুষ্টী যে রসীদ দেন্ তাহা ঐ সম্পত্তির খালাসপত্রের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ কোর্টের ট্রুষ্টার হাতে সোপর্দ্দহওয়া অন্যান্য সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুম উক্ত সম্পত্তির বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে যে কমিস্যনের বিষয়ে অনুমতি হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল বিধি কোর্টের নিযুক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর-স্বরূপ উক্ত প্রত্যেক কোর্টের এক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবের হাতে অর্পিত নাবালকেরদের কি উন্মত্তেরদের সম্পত্তির প্রতিও খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ উনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ প্রথম আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে ইহা ঐ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা এবং দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরীকরণীয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এত্তেলা পাওনের বিষয়ি বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান সকল রদ করিতে ঐ ১ আইনে যে২ হুকুম আছে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্পত্তিবিষয়ক রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র অসিদ্ধ হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য দলীল রেজিষ্টরী হওয়া দলীলের পুর্ব্বে স্বাক্ষর হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এবং বাটীর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির যে বন্ধকপত্রের এবং ঐ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্রমাণ হইলে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্পত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পুর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষ্টরীহওয়া বন্ধকপত্রের পুর্ব্বে সহী হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বন্ধকপত্র অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র

বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে গত মে মাসের প্রথম তারিখের পুর্ব্বে করা কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিম্বা বন্ধকপত্র কি সর্টিফিকটছাড়া ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি গত মে মাসের ১ তারিখের পুর্ব্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহী হইয়া থাকুক তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমতাভিন্ন যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরেরদের গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা

যেহেতুক প্রকাশ হইয়াছে যে এই বৎসরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাস কর্ম্মের নিমিত্ত মজুরেরদের তাদৃশ আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উপদ্বীপে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যে অংশ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তথায় গমন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ও তাহার পরে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল কলিকাতার বন্দরহইতে মজুরেরা আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে গমনকারি মজুরেরদের রক্ষকের কর্ম্মে উপযুক্ত এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং মরিচের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওয়া এজেণ্ট সাহেব গমনশীল ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন্ যে উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ উপদ্বীপে গমন করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এবং সেই সর্টিফিকটে যদি রক্ষক সাহেবের সহী না থাকে তবে ঐ মজুর জাহাজে উঠিতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারাতে অন্যান্য বিষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে যদি আসামী শহর কলিকাতার সীমানরহদ্দের মধ্যে বসতি রাখে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যদি আসামী ঐ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দমা ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

এবং যেহেতুক ঐ জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর আসামীরা ঐ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ হয় এবং সেই ক্লেশ নিবারণ করা উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যে২ কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরে দত্ত দেশে এবং অন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের এলাকাবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইয়াছিল যে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা সরকারী রাজস্বের বিষয়ি নালিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতিকারক কি থাকা কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় সেই২ নালিশ কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশস্থ জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের যে২ কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা অন্যান্য আইনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এবং জিলাতে ও পরগনায় চলন হইয়াছে

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বারা ক্লেশ জন্মে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশে এবং অন্যান্য যে২ প্রদেশে কি জিলায় অথবা পরগনায় ঐ আইন চলন হইয়াছে সেই২ স্থানে উক্ত আইনের উপরের লেখা কথাসকল রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ডাকাইতীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন ।

যেহেতুক কোন২ জাতির অন্তর্গত যে ব্যবসায়ি ডাকাইত দেশের নানা ভাগে আপন২ ঐ বেআইনী কর্ম্ম নিয়মমতে করিতেছে তাহারদিগের দোষ প্রমাণ করণের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত ঠগী নিবারণার্থ ১৮৩৬ সালের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ সালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইতী কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটাওনের আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত সাবুদ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কি তাহার বাহিরে কোন ডাকাইতের দলে ভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিম্বা সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা কম মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে যদি এইমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা খুনব্যতিরিক্ত ডাকাইতী করিয়াছে অথবা ডাকাইতের দলভুক্ত ছিল কি ডাকাইতের দ্বারা যে সম্পত্তি চুরী অথবা লুঠ হইয়াছিল তাহা বেআইনীমতে জানিয়া শুনিয়া লইল কি ক্রয় করিল তবে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলার মধ্যে কোন আদালত বৈঠক করেন্ সেই জিলার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ সেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিচার করণের সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মাহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষীয় আইনের ৪৭ ধারার ১১ প্রকরণ ভারতবর্ষে খাটিবার নিমিত্ত আইন।

যেহেতুক "জিনিসের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন" এই নামে বিখ্যাত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের যে আইন জারী হয় তাহার যে ভাগে লেখে যে "১৮৪৩ সালের ৫ জানুআরি তারিখঅবধি এবং তাহার পরে ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য বা ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা ইঙ্গলণ্ড দেশে কি ইঙ্গলণ্ড দেশের বাহিরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম বা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক" সেই ভাগ ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ মে তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য কি ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচপত্রের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের যেং নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং [illegible]৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ৪ আইনের C ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত করণের খরচ আপীলকরণীয়া ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত রুবকারীর এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এবং সমস্ত সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের নকল প্রস্তুত করণের এবং উক্ত কাগজপত্রের যেং ভাগ প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ আপীলকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াদের মধ্যে আমানৎ করিতে

আপেলাণ্টকে হুকুম দেন্ এবং সেই টাকা আমানৎ না হইলে আপীল মঞ্জুর না করেন্ এবং তাহা আমানৎ হইলে আপীল মঞ্জুর করেন্ এবং তাহার সম্বাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রকাশিত আপীলের মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করনের খরচের বিষয়ি ১৮৪৪ সালের ২ আইনের ১ ধারার অশুদ্ধ শোধন।

"ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথার পরিবর্ত্তে "ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথা পড়।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

সামান্যতঃ ক্ষুদ্র চুরীর অপরাধে এবং কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ করিলে তাহারদের শারীরিক শাস্তি দেওন আইনসিদ্ধ হইবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কারাগারে উচিতমত উত্তম শাসন না হওয়াপর্য্যন্ত কোন২ অপরাধে কয়েদের পরিবর্ত্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ শুধরিবাতে হুকুম হইল যে ৫০/ টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের সামান্যতঃ ফৌজদারী আদালতের রীতিমতে দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ৫০/ টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে যদি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিজ দৃষ্টির দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত কোমল বয়সের বোধ হয় যে তাহার সামান্য ফৌজদারী আদালতের রীতিমত দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের মত দণ্ড করা বিহিত তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বারা দশঘার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ এবং সেইমত শাস্তি দিতে এই আইনের দ্বারা তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি

৩ ধারা।

এবং ইহাতে আরো নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কোন স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি দিতে হইবেক না। এবং শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড করিতে হইবেক না এবং ঐ শারীরিক শাস্তি নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইন রদ করণের আইন।

যেহেতুক " যেসকল লোকেরা ডাকাইতী করণের সঙ্গীহয় তাহারদিগকে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারেরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত" বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াপ্রযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি নিবারণার্থ আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে সূর্ত্তি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ-অবধি এবং তাহার পরে সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এবং ইহার দ্বারা সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ প্রকাশ করা গেল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পরে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বা গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির কোন সূর্ত্তির খেলার নিমিত্ত কোন দফ্তরখানা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিবেক না অথবা জানিয়াশুনিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিতে দিবেক না। এবং যে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ-রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন সূর্ত্তির কোন টিকিট কি লাট কিম্বা নম্বর অথবা অঙ্ক তুলিবার নিমিত্ত বা তৎসম্পর্কে কোন ঘটনা বা সংযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি কোন প্রকারে কিছু টাকা দিবেক না বা কোন দ্রব্য অর্পণ করিবেক না কিম্বা বেতন লইয়া বা বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিবেক না বা করিতে

ক্ষান্ত হইবেক না কিম্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না। এবং এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার ১০০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়েন্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

এদেশীয় যে হুদ্দাদার এবং সিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্সল্যের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট মার্সল্যের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার মধ্যে ঐ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জেলখানার রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জেলখানা থাকে তাহাকে এইমত একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন যে ঐ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং ঐ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি ঐ কয়েদীর কয়েদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা সৈন্যেরদের জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখানা অথবা অন্য যে কোন স্থান ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত ঐ হুকুমদেখানিয়া ব্যক্তির হাতে ঐ কয়েদীকে সমর্পণ করিবেন। পরন্তু আবশ্যক যে ঐ অন্য সরকারী জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন তাঁহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এবং আরো আবশ্যক যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ থাকে অথবা এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল ঐ কয়েদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta: — Printed at the Bengal Military Orphan Press by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের এবং বোম্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যতঃ ঐ২ বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন্ অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্রধান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত থাকেন্ এবং তাঁহারদের কোন বিশেষ এলাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন ঐ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূপন করেন্। এবং যে ভূমি বা অন্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তাহা যদ্যপি ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশের হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের সময়ে সেই এলাকার মধ্যে যদি আসামী বাস করে তবে ঐ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ তাহা যদি অগ্রাহ্য করেন্ তবে তাহার অগ্রাহ্য করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী আপীল লইতে পারেন্ এবং কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপীলের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার সদর আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৫ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুবে বারাণসের মধ্যে ত্রিশূলী পয়সা দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ আর না থাকনের এবং ঐ পয়সা সর্ব্বত্রহইতে উঠাইয়া লওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে ত্রিশূলী পয়সা সুবে বারাণসের নিমিত্ত ১৮০৯ [illegible] ১০ আইন এবং ১৮১৪ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এবং সাগরের টাকশালে [illegible] প্রস্তুত [illegible]ছিল তাহা ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখঅবধি ও [illegible] সুবে বারাণসের মধ্যে দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ হওয়া রহিত হই- [illegible]

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখপর্য্যন্ত ত্রিশূলী [illegible] লইবার জন্য সুবে বারাণসের মধ্যে যেং খাজানা অথবা অন্য স্থান উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের ইশ্‌তিহারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেক [illegible] স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা সরকারের তরফে লওয়া যাইবেক এবং গণতির দ্বারা বদল হইবেক অর্থাৎ যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা দাখিল হয় তাহা কোম্পানির এক পয়সার হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা বদলের নিমিত্ত দাখিল হয় তাহার এওজে কোম্পানির একং পয়সা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পরেই উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব একটা ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবেন এবং সুবে বারাণসেতে যেং খাজানাখানা অথবা অন্য স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা পূর্ব্বোক্তমতে লওয়া যাইবেক এবং তাহার বদলে কোম্পানির পয়সা দেওয়া যাইবেক তাহা ঐ ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং ঐ বদলের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাতে কোন চাতুরী নিবারণের নিমিত্ত এবং বিশেষতঃ এই আইনক্রমে পয়সা লইতে ও বদল করিতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন্ তাঁহার বোধে যে ত্রিশূলী পয়সা নিতান্ত কৃত্রিম তাহা অগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐরূপ

পয়সা লওন ও বদল দেওনের বিষয়ে যেং নিয়ম আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ ইশ্তিহারনামার মধ্যে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উচিত বোধ করিলে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সা বদল হইবার নিমিত্ত দাখিল হইলে তাহার বদলে কোম্পানির এক টাকা দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐরূপ প্রত্যেক গতিকে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সার বদলে কোম্পানির একং টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর আদালতের কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন সদর আদালত কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড করেন্ তখন ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের হুকুম করিবেন কিন্তু যদ্যপি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ আদালত বোধ করেন্ যে ঐ অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ আদালতের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত শাসিত দেশের মধ্যে যখন প্রথমতঃ কোন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব অথবা কোন সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম করিয়া থাকেন্ কিম্বা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কি সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদ করণের পরামর্শ দিয়া থাকেন্ তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার হুকুম দেন্ কিন্তু যদি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ জজ সাহেব বোধ করেন্ যে সেই অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক্‌টিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মামুলের যে তফসীল আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশ কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন যে কাপাসের ও রেশমের থান কাপড় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হয় তাহার মামুল নিরূপিত হারানুসারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৭ দফাতে এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৮ দফাতে এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে। এবং যেহেতুক ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের উপর মামুলের সেই হার নিরূপণ করা বিহিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পরে ইঙ্গলণ্ড দেশ কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত রেশম কি কাপাস কিম্বা যে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে রেশম কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দ্রব্য এবং ভিন্নাধিকারে উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত কোন পোশাখ অথবা যে পোশাখের কোন ভাগ উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হইলে তাহার উপর উক্ত নানা তফসীলে উক্ত দ্রব্যের উপর মামুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারের মামুল লাগিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জেলখানার কর্ত্তৃত্ব করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের নানা জেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এবং ঐ জেলখানার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির এবং কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যেং ভাগের দ্বারা কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আক্টের যেং ভাগের দ্বারা দায়েরসায়েরীর জজ সাহেবদিগকে কি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগকে অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়াছিল সেইং ভাগ রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সকল কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন জেলখানার এবং ঐ জেলখানার কয়েদীদিগের এবং তাহার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির বিষয়ে ও কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষয়ে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের স্থানে যেং হুকুম পান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদ ছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু অন্যমতে নহে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেং ব্যক্তিকে জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন্ উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষা করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ঐ জাহাজে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়ে২ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১৲ টাকা করিয়া রসুমের দাওয়া হইতে পারিবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ প্রকার পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে ঐ বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুইখান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন্ তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান্ তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান্ তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া এবং রক্ষক সাহেবের দস্তখৎকরা একখান সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের

নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ জাহাজ যে দেশে গমন করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি জানাইয়াছে এবং ঐ এজেণ্ট সাহেব ঐ দেশে যাইতে তথাকার গবর্ণমেণ্টের তরফে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম আছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে উক্ত তফসীলের ৪।৫।৬। এবং ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি এবং উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়ে২ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক।

কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সপ্তাহ।

মান্দ্রাজ বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।

বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।

এবং যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে সময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে কোন জাহাজ রফ্তহওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে উক্ত তফসীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেন্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনার্থ জাহাজ রফ্তকরণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফ্ত হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে রফ্তহওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০্ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্পর্কে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এবং এই আইনের নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিবারণার্থ ঐ২ কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারাপণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনা কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রফ্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রমান হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিস্ট্রেট সাহেব ৫০০্ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা করিতে পারেন্ অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি

মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে যাইতে রস্তু হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মজুরেরদের গণ্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণ্তি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন এবং ঐ গণ্তির তালিকায় দস্তখৎ করেন। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহারদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন বিদেশ গমনশীল মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ত্রুটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণ্তি হইলে সেই গণ্তির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক। এবং হাসিলের যে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়াশুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন সেই কার্য্যকারক বা আড়কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০৲ টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন্ তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন্ সেইং দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন্ তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়া থাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

তফসীল।

১। জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিনিদাদের গবর্নর্ সাহেবেরা যে ব্যক্তিরদিগকে উচিত বোধ করেন্ তাঁহারদিগকে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন্ সেই বন্দর বা স্থানহইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানে গমন করিতে উদ্যত আছে সেই স্থান তাহারদের জাহাজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের ঐ দেশে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে

দুইং টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক্ থাকে সেই থাক্ এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যার হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কোন স্থানে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রফু হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখ অনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচং গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তুহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৮। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং লক্ষিত স্থানে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

৯। যে বন্দর বা স্থানে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাজারোহণ করে সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইখান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রফ্তুহওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাঁহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির একখান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১০। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রফ্তুহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও

বয়স ও ব্যবসায়ের দুইখান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা জাহাজ যে স্থানে পঁহুছে সেই স্থানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক সাহেব নিযুক্ত আছেন কি হইবেন তাহাকে দিবেন ইতি।

১১। কিন্তু আদমিরাল্‌টির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক্‌টিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাকশালের তামার মুদ্রার নিয়ম করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন টাকশালহইতে কেবল নীচের লিখিত তামার মুদ্রা বাহির হইয়া চলন হইবেক।

১। এক পয়সা ওজন .... ১০০ গ্রেন ট্রয়।

২। একটা দ্বিগুণ পয়সা ওজন .... ২০০ গ্রেন ট্রয়।

৩। এক ইঙ্গরেজী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ... ... ৩৩ গ্রেন ট্রয় ও তিন ভাগের এক ভাগ।

এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যেং নক্শা নিরূপণ করেন্ তাহাই সেই পয়সার উপর দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ঐ পয়সা কোম্পানির টাকার চৌসট্টি ভাগের এক ভাগের এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের এবং ঐ পাই কোম্পানির টাকার এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ওজনের যে সকল তামার মুদ্রা ১৮৩৫ সালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানীর অধীন

দেশের কোন টাকশালহইতে বাহির হইয়াছে তাহা ঐ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই আইনের ২ ধারার লিখিত মূল্যে দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোন তামার মুদ্রা কেবল টাকার ভাঙ্গা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

"মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন" এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারিখের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং তৎপরের লিখিত ধারা সকল রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক প্রদেশ কি জিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যেং তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেইং তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। এবং ঐ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বর্জিত বিষয়ছাড়া ঐং জিলায় বাকীপড়া জমীদারীর নীলাম হইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী নানা গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এবং প্রত্যেক

জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাঁহার কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এবং প্রত্যেক থানায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই তারিখের সম্বাদ সেই জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং সেই২ তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেই২ তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের দ্বারা যাবৎ পরিবর্ত্ত না করেন তাবৎ তাহার পরিবর্ত্ত হইবেক না এবং যে বৎসরে ঐ নূতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পূর্ব্ব সরকারী বৎসরের অনূন তিন মাস থাকিতে ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেই২ জিলাতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হয় নাহি সেই২ জিলায় এবং সুবে বারাণসে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত কোন নিলাম হইবেক না। কিন্তু উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা এমত নিলাম করিবার হুকুম দেওন সময়ে যে শেষ তারিখে উক্ত রাজস্বের বাকী অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া যাইবেক সেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এই২রূপে কার্য্য করিতে হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়া এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুসারে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ব্ব অনূন সম্পূর্ণ পনের দিনপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের অথবা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের কাছারীতে এবং সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের কাছারীতে এবং যে ভাগে এত্তেলাসম্পর্কীয় জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত এক এত্তেলানামা লট্‌কাইতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের কর্ম্মস্থানে ঐ এত্তেলানামা লট্‌কান যায় তিনি ঐ এত্তেলানামা পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং আরো ঐ এত্তেলানামা ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি-

ফিকট দিবেক এবং ঐ এস্তেলানামার মধ্যে ঐ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার এবং তাহার সংখ্যা এবং যে শেষ তারিখে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ এস্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী।

দ্বিতীয়। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী।

তৃতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

চতুর্থ। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

পঞ্চম। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

ষষ্ঠ। আবকারী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত এস্তেলানামা প্রকাশ করিবেন এবং তাহা আপনার কাছারীতে এবং জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লটকাইবেন এবং ঐ এস্তেলানামা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন। এবং যে জমীদারী বা জমীদারীসকল পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা ঐ এস্তেলানামার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যে তারিখে এস্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লটকান যায় সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক না। এবং পশ্চাৎ লিখিত হুকুমছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল জমীদারী নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে সেই শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পর টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পর ঐ নীলামের নিবারণ অথবা সেই নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর নীলামের এস্তেলা হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্য্য-কারক আপন দফ্তরখানায় এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফের কাছারী ও পোলীসের থানার সীমার মধ্যে ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও থানায় এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহারা বাকীদার জমীদার বা জমীদারদিগকে আর খাজানা না দেয় এবং ঐ তারিখের পর তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের হিসাবে জমা করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এরং ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ

লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে কালেক্টর সাহেব জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার সরবরাহের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর

সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু নীলাম ক্ষমাকরণের যে হুকুম কমিস্যনর সাহেব দেন্ তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে ক্ষমাকরণের ঐ হুকুমের দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তপ্রকার অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্বকরণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং সেইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার রিপোর্ট না করা যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের পূর্ব্ব নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী

নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তপ্রকার কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি। কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ক্রুটি হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্বর ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে ধরিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জমীদারীর নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না• স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারী আগৌণে নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক এবং যে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা দিতে ক্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ক্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ জব্দ হইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ক্রুটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ক্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক। এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ক্রুটি হয় তবে ক্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার হিসাবমতে ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক পুনর্নীলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এস্তেলানামা দেওনের পর এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এবং নিরূপিত যে দিনে টাকা দিতে ক্রুটি হয় সেই দিনের পর সম্পূর্ণ তিন দিন গত না হইলে ঐ এস্তেলানামা

ঘোষণা করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুনর্নীলামের এস্তেলা দেওনের দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে পুনর্নীলাম নিবারণ হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে পারেন্। এবং কালেকটর সাহেবের কাছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা ঐ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যেং নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেসকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের

১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবসে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এবং ঐ আপাল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক।—(অর্থাৎ টাকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের পর দিবসে।) অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর খারিজ দাখিলহওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা আপনকার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং ঐ খরীদের টাকা লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে সকল জমা বাকী ছিল তাহা প্রথমে পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খাতায় যে সকল পাওনা টাকা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা তাহারদিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা বাঁটিয়া দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদ লইয়া মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের

টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করিয়া তাহা ঐ ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যাবৎ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় তাবৎ সে আপনার ঐ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়া গেল তবে ঐ নালিশ খরচাসমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিবার হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধহওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাকা দেওনের পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর

বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে ঐ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ১৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারী বাকী তাহাদের নিমিত্ত ঐ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমিব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে ধার্য্য ছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ

দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা-প্রভৃতি আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এবং পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যেং ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেইং ইজারা। কিন্তু সেই সময়ে ইজারাদারেরা প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহার টিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারাদারের-দের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশ্‌তিহার-নামা লট্‌কানের দ্বারা জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে ধার্য্য হইলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐং ইজারা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায়

তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আসৈনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং আদৌ বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমা হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝিলে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির দখীলকার অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমির যেং পাট্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাৎ দিয়াছিল কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়াছিল সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহাং উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখনের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেক্টর সাহেব সেইং নিয়মের সম্বাদ সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্তু এইরূপে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া যে নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি বোধ হয় যে ঐরূপ পাট্টাআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালগুজারী আদায়

করিতে উত্তর কালে বিঘ্ন হইতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে ঐ পাট্টা-আদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে রদ করিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকার মধ্যে যেং নিষেধ আছে কেবল সেইং নিষেধ আমলে আনিয়া ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম করিতে পারেন্ এবং ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকায় যে নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথবা পূর্ব্বে যে পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া নীলাম হইবেক এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে পাট্টাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইয়াছিল তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা যদি পাট্টাআদি বহাল রাখণের নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারানুসারে আপনং অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরিহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন্ অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত জমীদারী নীলামহওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার দখল পান্ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবং আরো জমীদারীর উপর যে বাকী পড়ে বা যে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেন না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই জমীদারী নীলাম

হইলে সেই বাকী খাজানা যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি ঐ দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্ না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন্ তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা হইলে তাহার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান্ তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেইং দেশে এই আইন চলন হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মালাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপীল আদালতে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতার্পণ করণের আইন।

যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যের সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিন লওয়া আইনানুসারে আবশ্যক নাই এবং যেহেতুক মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে খরচার জামিন লওয়ার এক্ষণে আইনানুসারে হুকুম নাই এবং যেহেতুক এই বিষয়ে সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহার একি রীতি করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আপীল আদালতে খরচার জামিন লইতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু প্রত্যেক আপীল আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিতে হুকুম হওনের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন্ কি না করেন্। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলায় রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীল-দস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে জিলাতে ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইলে ঐ দফ্তরের রেজিষ্টরের উচিত যে যেং জিলায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনার দফ্তরে রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান। ঐ নকল ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে দস্তখৎ হইবেক। এবং যে রেজিষ্টরী দফ্তরে ঐ নকল পঁহুছে সেই দফ্তরের রেজিষ্টর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেই দলীল-দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠাইবার নিমিত্ত যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রসুম রেজিষ্টরী-করণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এবং যে রেজিষ্টর ঐ রসুম পান্ তিনি রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নকল যেং রেজিষ্টরের দফ্তরে পাঠান যায় সেইং রেজিষ্টরকে ঐ রসুম বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল পূর্ব্বোক্তমতে কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য যে সকল বা যে কোন জিলায় ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে ঐ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

পণ্ডিত এবং মৌলবীরদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধী এবং তাহার পর এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে প্রকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন্ সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে উত্তীর্ণ হন্ তিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কমিস্যন অফ দি পীস অর্থাৎ দাঙ্গাহঙ্গামা শাসনার্থ সনদ দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক জুষ্টিস অফ দি পীসের শেষে জারীহওয়া সাধারণ সনদের মধ্যে যেং লোকেরদের নাম লিখিত হয় নাহি এমত লোকদিগকে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর কি মান্দ্রাজের অথবা বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত করিলে নূতন সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস জারীকরা ক্লেশ হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদে যাঁহারদের নাম লেখা যায় নাহি এমত যেং ব্যক্তি আইনানুসারে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং উক্ত কোন রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ঐ রাজধানীর ও তাহার অধীন স্থানের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অথবা ঐ রাজধানীর প্রধান নগরের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত হন ঐং ব্যক্তিকে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও পরওয়ানাক্রমে ঐ প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট সময়ক্রমে আলাহিদাং সনদ দিবেন ও দিতে পারেন। এবং ঐ প্রকার সকল সনদ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের এবং তাঁহার পর রাজ্য প্রাপ্ত রাজারদের নামে জারী হইবেক এবং তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের মোহর ও ঐ আদালতের চীফ জুষ্টিস সাহেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ আলাহিদা সনদ যে রাজধানী কি স্থানের মধ্যে বা নিমিত্তে জারী হয় সেই রাজধানীর ওয়র ও টরমিনর আদালতের রিকার্ডের মধ্যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদের ক্রোড় সনদস্বরূপ গাঁথা যাইবেক এবং ঐ শেষে জারীহওয়া সনদ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জলসেচন ও নৌকাদি গমনাগমনের কারণ গবর্ণমেণ্ট উত্তরপশ্চিম দেশে যেং খাল কাটিয়াছেন তাহার জলকর ও মাসুল ও দেয় টাকা তহসীলের নিয়ম করণের এবং সেইং খালের হানি নিবারণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক জলসেচনের নিমিত্তে এবং নৌকাদি গমনাগমনের নিমিত্তে অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত ঐ উভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম দেশে অনেক খাল সরকারী খরচে কাটা গিয়াছে ও কাটা যাইতেছে এবং যেহেতুক ঐ সকল খালের জলকর কি মাসুল অথবা দেয় টাকা তহসীলের এবং সেইং খালের হানি না হইবার নিয়ম করা আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইশ্‌তিহার দিয়া হুকুম করিতে পারেন্ যে এই আইনের বিধান উক্ত কোন খালের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐং খালের জলকর ধার্য্য করিবার বিষয়ে এবং সেচনের কারণ তাহাহইতে জল লইবার বিষয়ে এবং নৌকার ও কাষ্ঠের ও বাঁশের মাড়ের মাসুল ও দেয় টাকা তহসীল করিবার বিষয়ে এবং ঐং খাল দিয়া গমনাগমনের উপকার পাইবার বিষয়ে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব প্রত্যেক খালের অবস্থা বুঝিয়া যেমত উপযুক্ত হয় সেইমত বিধি করিতে পারেন্। এই প্রকারে যে বিধি নিরূপণ হয় তাহা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার জারীহওয়া বিধির বিরুদ্ধে সাধারণ

ব্যক্তিরা যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের বিষয়ে তাহারা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎকাল নিবারণের দ্বারা অথবা পশ্চাৎ লিখিত দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খালের জল যেই ভূমিতে সেচা গিয়াছে সেইই ভূমির বিষয়ি জলকর বাকী পড়িলে সেই বাকী টাকা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎকাল নিবারণের দ্বারা অথবা ভূমির বাকী রাজস্ব আদায় করণের যে নিয়ম নিরূপিত আছে সেই নিয়মের দ্বারা আদায় করা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ জানিয়া শুনিয়া উক্ত কোন খাল অথবা সেই খালহইতে নির্গত কোন জলপথ বা সেই খালহইতে প্রাপ্ত জলের কোন জলপথ অবরোধ করে কি খালের ধার কিম্বা সেই খালের রক্ষার নিমিত্তে যাহা নির্ম্মাণ করা যায় তাহার ক্ষতি করে অথবা জানিয়াশুনিয়া খালের জল ময়লা করে সে ব্যক্তি নীচের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কি এই আইনানুসারে জারিহওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে তাহার দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি বিনাপরিশ্রমে চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদের কি ৫০) টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং জরীমানার টাকা না দিলে সেই ব্যক্তি আরো চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন খাল দিয়া গমনাগমনকারি কোন নৌকার কি কাষ্ঠ অথবা বাঁশের মাড়ের মালিক যদি নির্দ্দিষ্ট মাসুল না দেয় তবে খালের মাসুল আদায় করণের কার্য্যে যে কার্য্যকারক নিযুক্ত হন্ তিনি ঐ নৌকা কি মাড় কি বাঁসের মাড় আটক করিতে পারেন্। তাহাতে যদি মাসুল দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই জিনিস আটক করণের পর দশম দিনে ঐ কার্য্যকারক খালের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমমতে ঐ সমস্ত জিনিস কিম্বা তাহার মধ্যে যত আবশ্যক হয় তত বিক্রয় করিতে পারেন্ অথবা সমুদয় জিনিস সরকারে জব্দ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু এইমত সকল গতিকে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না হইলে ও তাঁহার অনুমতি না পাওয়াগেলে ঐ দ্রব্য জব্দ করণের কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উপরের উক্ত জলকর ও মামুল এবং দেয় টাকা তহসীল করিবার নিমিত্তে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর আদায় করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রত্যেক কার্য্যকারককে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং উপরের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড জারী করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইন এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল সংশোধনের এবং ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি এবং তাহার পর ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট জিনিসের উপর মাসুলের হারের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন অথবা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর অর্থাৎ জাহাজের সরঞ্জাম।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন মারিন ষ্টোর।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা নির্ম্মিত ধাতু।

রাঙ্গব্যতিরিক্ত ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্তুতকরা কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ভিন্নাধিকার স্থানের প্রস্তুতকরা রেশমী এবং কাপাসী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।

উগ্র শরাব।

এবং উক্ত তফসীলের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ম্মিত দ্রব্য লেখা যায় নাহি তাহা ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত তফসীল উক্ত তিন আইনের A চিহ্নিত প্রত্যেক তফসীলের ভাগ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিন আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এই আইনের দ্বারা রদ হইল সেই ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আইনের যে সকল বিধি সম্পর্ক রাখে সেই সকল বিধি ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি ও তাহার পর এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল শুধরিবার আইন এই নামে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ হইল ইতি।

তফসীল।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম কি বোম্বাই কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া নীচের লিখিত দ্রব্যের মাসুলের হার।

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর।	শতকরা ৫/	শতকরা ১০/
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০/	শতকরা ২০/
ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।	শতকরা ৫/	শতকরা ১০/
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০/	শতকরা ২০/
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন পশমী কাপড়।	শতকরা ৫/	শতকরা ১০/
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০/	শতকরা ২০/

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন দেশের নির্ম্মিত কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান এবং সূতা কিম্বা কাটা সূতা কি পশমী সূতাছাড়া কাপাস কিম্বা রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য অথবা অন্য দ্রব্যেতে মিশ্রিত কাপাস ও রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য। ...	শতকরা ৫	শতকরা ১০
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০	শতকরা ২০
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কাপাসের সূতা কি কাটা সূতা কিম্বা পশমী সূতা।	শতকরা ৩৷৷০	শতকরা ৭
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ৭	শতকরা ১৪
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর এবং ঐ প্রকার গাঁজাধরা শরাব।	শতকরা ৫	শতকরা ১০
ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১	ফি গালনের প্রতি ২
উগ্র শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১৷৷০	ফি গালনের প্রতি ৩
এবং উগ্র শরাব লণ্ডন প্রূফের শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক তেজ হয় তেমন তাহার মাসুল বৃদ্ধি হইবেক। শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ কুআর্ট বোতল এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য জ্ঞান হইবেক।		
এই তফসীলের লিখিত জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য সকল নির্ম্মিত দ্রব্য।	শতকরা ৫	শতকরা ১০

সমাপ্তং।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যেং গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পারে সেইং গতিকে ওয়ারণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকাভিন্ন ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আইনানুসারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা গিয়াছে কিন্তু আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করণের ভার যে কার্য্যকারকের কিম্বা যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সেই আদালত ঐ আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারেন্। ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুনসেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে কতক কর্ম্ম নাজিরের প্রতি অর্পণ আছে সেইং কর্ম্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা আপনারা করিবেন এবং জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা লওয়া যায় মুনসেফের আদালতে সেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পরে মুনসেফেরা আপনং সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। ঐ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আসাম কোম্পানিকে চার্টর দেওনের আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্বের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আসল চা উৎপন্ন হয় এমত অনেকং ও প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আছে এবং ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেখানকার ভূমি এবং আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকরা ও চা প্রস্তুত করাতে যেমন ইঙ্গলণ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে মহোপকার ও লাভ হইবেক এবং বিশেষং মহাজনেরদের সংস্থান ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্য্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যমতে ঐ চার ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতুক ঐ বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিবার এবং তাহা বাড়াইবার নিমিত্তে সম্প্রতি এক সোসৈটি অর্থাৎ কোম্পানি স্থাপন হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানির মূল ধন ৫০,০০,০০০) লক্ষ টাকা এবং তাহা ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানিকে আসাম দেশে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানি নানা কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐং কুঠীর কর্ম্ম এক্ষণে চলিতেছে।

এবং যেহেতুক ঐ সমুদয় ১০,০০০ স্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এবং তাহার অধিকারিরা ঐ কোম্পানির ৫০,০০,০০০) লক্ষ কোম্পানির টাকা মূল ধনের মধ্যে কোম্পানির ২০,০০,০০০) লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ নানা স্বাক্ষরকারী আপনং খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রাপ্ত হন্ তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারির এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আসাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্রব্য আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এবং আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে এবং সেই২ দ্রব্য ঐ কোম্পানির চার চাসের এবং কুঠীর সম্পর্কে অথবা সমভিব্যাহারে চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্পানির বড় উপকার ও লাভ হইবেক এবং যেহেতুক সেই২ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে ঐ কোম্পানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাঁহারদিগকে সেই বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এবং তাঁহারদের মূল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের নিয়মকরা বিহিত বোধ হয়।

এবং যেহেতুক যেং ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে তাঁহারদের মধ্যে কএক জন উক্ত কোম্পানি নিযুক্ত ও সংস্থাপন করিবার এবং তাহার ব্যবসা আরম্ভ করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেইরূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের সম্বন্ধ-পত্রের নিয়মানুসারে উক্ত কোম্পানি স্থাপন হইয়াছিল এবং ঐ পত্রের (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড়া) প্রথম ভাগে ঐ সম্বন্ধপত্রের নিম্নে যে ব্যক্তিরদের নাম ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ঐ দ্বিতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম লেখা আছে তাঁহারা এই২ সর উলিয়ম বেন্স বারনেট ও রিচার্ড টুআইনিং ও তামস উইডিং ও জান আলিষ্টন ও আন্‌দ্রু হেণ্ডর্সন ও ফ্রান্সিস ফক্স ও উলিয়ম ক্রেক্রপ্ট এবং তৃতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হচ্পিএ লারপেণ্ট বারনেট ও জান স্মাল ও আলেকজাণ্ডর রজর্স ও ফষ্টর রেণাল্ডস ও জান টুবর্স ও উলিয়ম মানিং ও উলিয়ম আর রাবিন্সন এবং রস ডনেলি মাঙ্গল্স সাহেব। এবং ঐ সম্বন্ধপত্রের অনুসারে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে এবং চলিতেছে এবং যেহেতুক উক্ত পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে ঐ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলক্ষে যে সকল কর্ম্ম ও কার্য্য ও বিষয় ও ব্যাপার করেন্ এবং সম্পন্ন করেন্ তাহা মঞ্জুর হইবেক।

এবং যেহেতুক উক্তপ্রকার নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে এবং উক্ত সোসৈটির অথবা কোম্পানির যে সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় আছে এবং এইরূপ চার্টর না পাইলে ঐ কোম্পানির থাকিত কিম্বা ঐ কোম্পানি দাওয়া করিতে পারিতেন অথবা ঐ কোম্পানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এবং দায় এই আইনের দ্বারা পশ্চাৎ সংস্থাপিত চার্টর-প্রাপ্ত সমাজে এবং তাঁহারদের পক্ষে ও তাঁহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় রাখিবার এবং সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মকরা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্‌স পাটল সাহেব ও চার্লস হে কেমরন

সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্‌সেপ সাহেব ও আলেকজাণ্ডর রজর্স সাহেব ও হেনরি বারক্লে হেণ্ডর্সন সাহেব ও জেম্‌স প্রিন্‌সেপ সাহেব ও এড্বার্ড হার্ডিং সাহেব ও জেম্‌স কোহন সাহেব ও জেম্‌স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেব ও তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইয়ং সাহেব ও জেম্‌স ইয়ং সাহেব ও আর্চিবলড স্কন্স সাহেব ও রিচার্ড ওয়াকর সাহেব ও হেনরি মেরিডিথ পার্কর সাহেব ও এড্বার্ড কোবর্ণ রেবন্সা সাহেব ও চার্লস রেক্‌স সাহেব ও জান ষ্টর্ম্ম সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেম্‌স চার্লস কোলব্রুক সথরলেণ্ড সাহেব ও শামুএল স্মিথ সাহেব ও জান ডিন্স কাম্‌বেল সাহেব ও জান কারিংটন পামর সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্স সাহেব ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রমানাথ ঠাকুর ও কথবর্ট বেন্সলি থর্ণহিল সাহেব ও তামস স্কট সাহেব ও তামস সিউএল সাহেব ও ফ্রান্সিস ডাগুড সাহেব ও চার্লস ডগ্লাস মিচেল সাহেব ও আলেকজাণ্ডর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগষ্টস উলষ্টন সাহেব ও ফ্রান্সিস পি মেন্দিস সাহেব ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর. ইনিস সাহেব ও রাবর্ট জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর পিটার লাটি সাহেব ও আন্‌দ্রু হেণ্ডসন সাহেব ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেকজাণ্ডর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি সাহেব ও হেনরি হলরয়ড সাহেব ও রাবর্ট বিচর সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেব ও এড্বার্ড গাষ্টিন সাহেব ও জান বিচর সাহেব ও জেম্‌স কলেন সাহেব ও তামস হাইড গার্ডিনর সাহেব ও ডনাল্‌ড মাক্লৌড গর্ডন সাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্লি সাহেব ও জে এম হিল সাহেব ও তামস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও থিয়োডোর ডিকিন্স সাহেব ও চার্লস ডেবরিন সাহেব ও উলিয়ম প্রিঙ্গল. ডৌনিং সাহেব ও জান কলডর সাহেব ও হেনরি বর্কিন্যং সাহেব ও চার্লস জান বর্কিন্যং সাহেব ও রড্রিক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মাক্লৌড সাহেব ও জান মলর সাহেব ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও জে ডি মলিন্স সাহেব ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও আলফ্রেড পার্কর সাহেব ও সি জে পিটার সাহেব ও হেনরি পিডিংটন সাহেব ও জর্জ রজর্স সাহেব ও উলিয়ম রষ্টন সাহেব ও জেম্‌স সিডনি ষ্টপফোর্ড সাহেব ও রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও সি এ বর্টানেস সাহেব ও উলিয়ম গ্রিনওএ সাহেব ও আর এস হস্কিন্স সাহেব ও ফ্রান্সিস আগষ্টিন সাহেব ও রিচার্ড জে চেম্বর্স সাহেব ও আগা মহম্মদ ইব্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও ব্রজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও অদ্বৈতচাঁদ দত্ত ও গুরুপ্রসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও হাজি মীরজা মেহদি ইস্পাহানি ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারায়ণ রায় ও মদনমোহন চাটুয্যা ও নবকৃষ্ণ সিংহ ও নীলকমল ঘোষ ও প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও প্রাণকৃষ্ণ বাগচি ও রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাধামাধব দত্ত ও রামচাঁদ ধর ও রাজচন্দ্র মুখুয্যা ও রাজবল্লভ শীল ও রাধাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাঁড়ুয্যা ও সীতানাথ বসু

ও উমাচরণ বসু এবং অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এবং চার্টরযুক্ত সমাজ এই কর্ম্মের নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন এবং তাঁহারদের নানা ও বিশেষ২ উত্তরাধিকারী ও টর্নি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং আসৈন এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানিতে সংযুক্ত হইবেন এবং এই আইনের দ্বারা তাঁহারা সংযুক্ত হইলেন এবং "আসাম কোম্পানি" নামে বিখ্যাত চার্টরপ্রাপ্ত সমাজস্বরূপ সংস্থাপিত হইবেন এবং থাকিবেন এবং সেই নামেতে তাঁহারদের অনবরত পর্য্যায় থাকিবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং সেই নামেতে তাঁহারা নালিশ করিবেন ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এবং পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ঐ কোম্পানিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেই২ ভূমিতে উক্ত কোম্পানি চার বৃক্ষের কৃষি করিতে এবং তাহা বাড়াইতে পারিবেন এবং তাহার উৎপন্ন চা প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং সামান্যতঃ চার বৃক্ষের কৃষিকরণের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন এবং তাহা বিক্রয় করণের এবং বিদেশে প্রেরণের নিমিত্তে তাহা প্রস্তুত অথবা তৈয়ার করিতে পারিবেন এবং সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে মৌরুসীরূপে অথবা কতক২ বৎসরের মিয়াদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন সেইমতে ভূমি লইতে ও পাট্টাক্রমে ধার্য্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারেন এবং শ্রীযুতের ঐ সম্মতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি আবশ্যকমতে ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এবং হস্তান্তর করিতে পারেন এবং ঐ কোম্পানি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত সিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও এমারৎ ও কারখানা গাঁথিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন এবং সামান্যতঃ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিবেচনায় অন্য যে কোন কর্ম্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন। এবং আরো যদি ঐ কোম্পানির উচিত বোধ হয় তবে চা উৎপন্ন করিতে যাহা ঔপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা দ্রব্যের কৃষি করিতে কিম্বা প্রস্তুত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে বা তাহা প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধন কোং ৫০,০০,০০০) লক্ষ

ও মঞ্জুর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এবং দর্শান যাইবেক। এবং উক্ত প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলারা হিসাবের যথার্থ চুম্বক এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ উপস্থিত করিবেন এবং দরপেশ করিবেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সাময়িক বৈঠকের তারিখঅবধি যে সাময়িক বৈঠকে ঐ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্য্যন্ত অথবা অক্লেশে তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্য্যন্তের উক্ত কোম্পানির সমুদয় জমা ও খরচ ও কার্য্যের বিবরণ ঐ জমাওআসীলবাকীর ফর্দ্দেতে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ চুম্বক হিসাব এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পর কোন বৈঠকে তজবীজ এবং মঞ্জুর অথবা স্বীকার হইলে তাহা অগৌণে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং কলিকাতার যে দুই সম্বাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে তাহাতে প্রকাশ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির স্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাহা স্বীকার ও বহাল হইল ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা এক সর্টিফিকট উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধিকারিকে অথবা স্যারধারিকে দেওয়া যাইবেক এবং সেই স্যার বা স্যারসকলের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে ঐ সর্টিফিকটের মালিকের দস্তখতের দ্বারা উক্ত কোম্পানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ঐ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম বিশেষরূপে পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। কিন্তু উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান দফ্তরখানার স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহীতে ঐ হস্তান্তর করণ লেখা না যায় এবং যাবৎ ঐ কোম্পানির তৎকালীন সেক্রেটারী অথবা তন্নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির নিযুক্ত অন্য আমলা ঐ রেজিষ্টরী হওন এবং তাহার তারিখ ঐ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন্ তাবৎ ঐ দস্তখতের দ্বারা কোন স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির নানা অধিকারির এবং তাঁহারদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্ণিরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তি ঐ অধিকারির সম্বন্ধে দাওয়া রাখেন্ তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর ঐ কোম্পানির স্যার সর্ব্বপ্রকারে এবং সকল কার্য্যের নিমিত্তে অস্থাবর ইষ্টেট অর্থাৎ সম্পত্তি জ্ঞান হইবেক এবং

তাহা হস্তান্তর হইবেক এবং হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির উপর যে কোন দাওয়া ঘটে তাহা সংসোধনের নিমিত্তে অথবা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করণার্থ অধিক যে মূল ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা কিস্তিবন্দী করিয়া আপনং স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেন। এবং উক্ত কোম্পানির কোন বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা যেরূপে নিরূপণ হয় সেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি ঐ কিস্তি তলব করিবেন এবং ঐ নিরূপিত প্রকারে ও নিরূপিত সময়ে ও নিরূপিত স্থানে ঐ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানি এইমত কোন বিধান অথবা নিয়ম করিতে পারেন যে ঐ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি তাহার পূর্ব্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে ঐ বিধান অথবা নিয়মে নিরূপণকরা আইনের হারানুসারে সুদ ঐ কিস্তির উপর তলবের দিবসঅবধি দাখিলের দিবসপর্য্যন্ত চলিবেক এবং যে টাকা এইরূপে সুদসমেত তলব হয় তাহা উক্ত কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি ঐ প্রকার কোন কিস্তি এবং সুদ না দেওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন অথবা সেই জব্দকরা স্যার বা স্যারসকল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন। কিন্তু অন্যূন তিন মাসপর্য্যন্ত যদি টাকা দেওনের ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে ঐ স্যার জব্দ হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির সমাজ ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্বন্ধপত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন এবং এইপর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানি স্থাপন ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আসাম কোম্পানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম্ম বা ক্রিয়া কি কার্য্য অথবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন অথবা সম্পন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের হুকুম বা আজ্ঞা অথবা অনুমতির দ্বারা সেই বিষয়ে অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বা টাকা অথবা সম্পত্তির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতি হইয়াছিল এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আসাম কোম্পানি সেই বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতির উপকার প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহার দায়ী হইবেন। এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট

টাকা হইবেক এবং তাহা কোং ৫০০/ টাকা করিয়া ১০,০০০/ স্যারে বিভক্ত হইবেক এবং তাহা ঐ কোম্পানির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এবং পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে নূতন স্যার সৃষ্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ কোম্পানির মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি কোন সময়ে এবং সময়ক্রমে যে২ নিয়ম তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেই২ নিয়মক্রমে কোং ৫০০/ টাকা করিয়া নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন সর্ব্বসুদ্ধ কোং এক কোটি টাকাপর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির যে মূল ধন থাকে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ করিতে পারিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সোসৈটি অথবা কোম্পানি আপনার অধ্যক্ষেরদের অথবা অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে সকল ভূমি পাইয়াছেন অথবা হস্তগত করিয়াছেন অথবা যে ভূমির নিমিত্তে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা এবং তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন এবং যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য এবং সেই ভূমির উপর অথবা তৎসম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দফ্তরখানা এবং গুদাম ও এমারৎ ও দ্রব্য এবং ঐ কোম্পানির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে সকল জিনিস ও দ্রব্য ও সামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল বা লওয়া গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিম্বা সৃষ্টি হইয়াছিল কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং সেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও একুটীপক্ষে উক্ত কোম্পানির যে ইষ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা সর্ব্ব প্রকারে উক্ত আসাম কোম্পানি এবং তাঁহারদের সামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে এই কালঅবধি অর্পন হইবেক এবং তাঁহারদেরি থাকিবেক। এবং কোন বিশেস স্বাক্ষরকারির অথবা অধিকারির তাহাতে কোন ইষ্টেট বা স্বামিত্ব কি সম্পত্তির অধিকার থাকিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কোম্পানির কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্য্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত যে কোন বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় তাহা স্থাপন করিতে এবং সময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফেরফার করিতে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক। এবং উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের

বিধান যাবৎ রীতিমতে মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্পানির প্রথম বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও যেং বিষয়ে ঐং বিধান সাধারণ আইন অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এবং সেইং বিষয়ে তাহা বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির অথবা তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিম্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্য্য কিম্বা নির্দ্ধার্য্যহওয়া কোন কার্য্য কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়া এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআইনী অথবা অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির প্রধান দফ্তরখানায় অথবা কর্ম্মস্থানে প্রতিবৎসরে অন্যূন দুইবার এবং আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত কোম্পানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ সাময়িক বৈঠকের সময় নিরূপণ এবং বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আহ্বান করণের নিয়ম এবং তাহার ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের প্রকার উক্ত কোম্পানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এবং ধার্য্য হইবেক। এবং ঐ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক যে প্রত্যেক অধিকারির ৫ স্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহার এক বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ২০ স্যারঅবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ২ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ৫০ স্যারঅবধি ১০০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ৩ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাঁহারদের ৪ বোট হইবেক কিন্তু যে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যূন থাকে তাঁহার কোন বোট হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানির বর্ত্তমান অধিকারিরা এবং তাঁহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বর্জিত হইয়া যে মিয়াদ উক্ত কোম্পানির বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল সেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী আপনস্যার রাখিয়া থাকেন তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন। এবং আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির কোন বিধান বা দাঁড়া কি নিয়মানুসারে যে বোট কোন প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্বয়ং দিলে যেরূপ বলবৎ ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কোম্পানির বহী এবং হিসাব সাধারণ স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরদের দেখন এবং বিবেচনা করণ

এবং তন্নিমিত্ত নিরূপিতমতে উক্ত কোম্পানি সেই বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কে নালিশ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং অধিকারির সমাজের অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দায় হইত আসাম কোম্পানির সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির আসল সম্বন্ধপত্রের এক নকল এবং উক্ত কোম্পানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদস্তাবেজের দ্বারা উক্ত কোম্পানির হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং উক্ত দফ্তরখানার কার্য্যের নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং ঐ বন্দোবস্তের আসল পত্রের এক নকল এবং ঐরূপ প্রত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্য্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বা হুকুম বা বিধান কি নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র উক্ত কোম্পানির দ্বারা ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল হইবেক এবং সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এবং সেই দফ্তরের কার্য্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং সেইরূপ নথীতে গাঁথাহওয়া কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়া নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ ও সর্টিফিকট হইলে যে দেশের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ সেই সকল দেশ ব্যাপিয়া আদালতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ সময়ে অথবা আদালতের বিচারের পূর্ব্বে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণ সময়ে কোন আদালতে অথবা কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা অন্য কোন কর্ম্মকারকের সম্মুখে হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদ্দমা ও কার্য্য সেই নকল সেই বন্দোবস্তের পত্র এবং বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্য্যে বিবরণ ও দলীলদস্তাবেজ থাকনের উত্তম ও মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধ্যক্ষের নাম এবং উক্ত কোম্পানি আপনার প্রত্যেক কর্ম্মকারকের নাম ও তাঁহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির নিদর্শন এবং যে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত ঐ কর্ম্মকারকের এওজে কর্ম্ম করেন

তাঁহার নাম একটা বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতাস্থ প্রধান দফ্তরখানাতে থাকিবেক এবং ঐ দফ্তরখানার কার্য্যের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়া তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং এই আইন জারী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ও পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানাতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা তাহার কোন কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে যদি কোন ফেরফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নূতন ফিরিস্তি ঐ দফ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের নাম ও বাসস্থান এবং তাঁহারদের কার্য্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবরণ এবং প্রত্যেক অধিকারির যত স্যার আছে তাহা এক বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করিবেন এবং তাহা ১ নম্বরে আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে নম্বর বিলি হইবেক। এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতার দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং কম্মের নিরূপিত ঘণ্টা ব্যাপিয়া সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং তৎপরে ঐ স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে এবং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক। এবং ঐ স্যার বা স্যার সকল আদৌ যে স্থানে লেখা হইয়াছিল সেই স্থানের সম্মুখে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা যাইবেক। এবং যে অধিকারী বা অধিকারিসকলকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ স্যার সময়ক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল অথবা যাঁহার পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাঁহার নাম বা নামসকল এবং তাঁহার বাসস্থান বা স্থানসকল এবং তাঁহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বা স্থানসকলে লেখা থাকে সেই স্থান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী সকল ব্যাপারে তাহা কোন আদালতের কার্য্য হউক কি মোকদ্দমার পূর্ব্বের তহকীক বা আদালতের তজবীজ সম্পর্ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য হউক সেই কার্য্য ঐ কোম্পানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এবং ঐ নামে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং ঐ নামে ঐ কোম্পানি বিখ্যাত হইবেন এবং আদালতের এলাকা সম্পর্কে যে সকল দেশে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতা রাখেন সেই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কার্য্যের উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা কর্ম্মকারকের এলাকা থাকে এবং তাঁহারদের এলাকার সীমাপর্য্যন্ত সেইং বিষয়ে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা

কর্ম্মকারকের সম্মুখে ঐ কোম্পানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় নালিশ করিতে পারেন ও কার্য্য করিতে পারেন্ ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ ও কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বৃটনীয় প্রজা বা প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন্ ও তাঁহারদের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই কোম্পানির বিষয়েও ধার্য্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন মোকদ্দমা অথবা কার্য্যের এত্তেলা দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা বা কার্য্যে হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির কোন দেনা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির নামে হওয়া কোন জরীমানা বা খেসারৎগারী উসুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হওয়া কোন নিষ্পত্তির বা ডিক্রীর কি ফয়সলার অথবা হুকুমের কি নির্দ্ধার্য্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা উক্ত প্রকার কোন কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিশেষ অন্তঃপাতি বা স্যারধারি কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে বা পরে কোন হুকুম বা কার্য্য জারী হইবেক না কিন্তু যে কোন প্রকার হউক ঐরূপ সকল হুকুম বা কার্য্য কেবল ঐ কোম্পানির সামাজিক সংস্থান ও বিষয় ও সম্পত্তির উপর জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্পানি নালিশ করেন্ বা যে আদালতে তাহারদের নামে নালিশ হয় সেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা সাধারণ আইনানুসারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমা বা কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে একতরফা কার্য্য করণের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা অনবরত চালাওন অথবা নির্ব্বাহ করণ বা পুনরুত্থাপন সম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল এত্তেলা মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে দিতে হয় তাহা এবং সর্ব্বপ্রকার ইশতিহার অথবা আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা উক্ত কোম্পানিকে দিতে উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এত্তেলা আইনমতে যে সকল প্রকারে ও উপায়েতে দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই উপায়ে দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত তাহা কলিকাতানিবাসি উক্ত কোম্পানির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তৎসময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে অথবা উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান কুঠীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তাঁহার এওজে যিনি কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহার নামে ঐ এত্তেলায় শিরনামা দিয়া উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানায় দিয়া আইলেই হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উড়িষ্যার পর্ব্বতীয় দেশে মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেন্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাঁহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন পেশকসী মহাল কটক দেশের পেশকসী মহালের কমিস্যনর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে পৃথক করিয়া এমত কোন মহাল যে কর্ম্মকারক এবং তাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত সময়েং নিযুক্ত করেন তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন। ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে ঐ এজেণ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন ভাগ পৃথক করিয়া যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং নিযুক্ত করেন্ তাহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ দেশের ভাগ অর্পণ করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুসারে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের এজেণ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপট্টম জিলার কালেক্টর সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট দেশের কোন ভাগে যে এলাকা ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক ও তাঁহার

অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিলা রাজমহেন্দ্রির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব নিবর্ত্ত করিতে পারেন এবং সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল এজেণ্ট ও অধীন ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহারা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে আপন২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে সকল হুকুম পান্ তদনুসারে আপন২ এলাকার ও আপনারদের হাতে অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ২ এজেণ্ট ও তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারিরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্ তাহা পূর্ব্বোক্ত রাজধানীর বিশেষ২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যে২ নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্ট সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা থাকিবেক এবং যে২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহারা সদর আদালতে অর্পণ করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা এবং আইন করণের ক্ষমতা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.